বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)
স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ ইং

সম্পাদক	ঃ	মোঃ আরিফুর রহমান।
নির্বাহী সম্পাদক	ঃ	মোহাম্মদ শাহ্জাহান মোঃ আবদুস সবুর শ্যামশ্রী দাস
সহযোগিতায়	ঃ	পলাশ চৌধুরী, মনজুর মোরশেদ চৌধুরী, খালেদা বেগম, নাছিম বানু, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী শাহিন, ভাস্কর ভট্টাচার্য, গাজী মোঃ মাইনুদ্দিন, মোঃ নাজমুল হায়দার, নেওয়াজ মাহমুদ, ফারহানা ইদ্রিস, সাদিয়া তাজিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, যিশু বড়ুয়া, প্রবাল বড়ুয়া, রজত বড়ুয়া, মোঃ জিগারুল ইসলাম, মোঃ জসিম উদ্দিন, সানজিদা আকতার, বনরত্ন তঞ্চঙ্গ্যা, বিলাস সৌরভ বড়ুয়া, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোস্তাক আহমদ, রোজিনা আক্তার, মোঃ ইব্রাহিম সাকী, শেখ ওবায়দুল হক, মোহাং জাহাঙ্গীর আলম, শমসের উদ্দিন মোস্তফা, এম আজিজুল হক, ইউসুফ মোহাম্মদ, রোকন উদ্দিন আহমেদ, বিশ্বজিৎ ভৌমিক, মোহাম্মদ আবু তাহের, মোঃ রুহুল্লাহ্ খান, শওকত আলী, মোঃ ইসমাইল, জয়নাল আবেদীন, আজনবী মজুদার, সঞ্জয় চৌধুরী, মোঃ দিদারুল ইসলাম ও আরো অনেক।
প্রচ্ছদ ও ডিজাইন	ঃ	মোঃ আবদুস সবুর।
প্রকাশনায়	ঃ	ইপসা
প্রকাশকাল	ঃ	জুন ২০২০ খ্রীঃ

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)
বাড়ি নং# এফ ১০ (পি), সড়ক নং# ১৩, ব্লক- বি
চাঁন্দগাও আবসিক এলাকা, চাঁন্দগাও, চট্টগ্রাম ৪২১২।

সূচীপত্রঃ

প্রারম্ভিকা ৩
ভিশন ৪
মিশন ৪
মূল্যবোধ ৪
সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ৪
গর্ভনেন্স ৫
সাধারণ পরিষদ সদস্য ৫
কার্যকরী পরিষদ ৫
মাসিক সমন্বয় সভা ৫
সিনিয়র ম্যানেজমেন্টদের ত্রৈমাসিক সভা ৫
কর্মএলাকা ৬
কর্মএলাকার অফিস সমুহ ৬
মানব সম্পদ ৬
আইনি ভিত্তি ৬
দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহ ৭
অর্জন সমূহ ৭
ইপসা'র উন্নয়ন থিম সমূহ ৮
স্বাস্থ্য কর্মসূচী ১০
শিক্ষা ১৬
মানবাধিকার ও সুশাসন ২০
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ৩৯
ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ৪০
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৫৪
রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান প্রকল্প সমূহ ৬১
বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সাড়াদান ও প্রতিরোধে ইপসা'র কার্যক্রম ৬৯
লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা- আইআরসিডি ৭১
লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা- সেন্টার ফর ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট-সিওয়াইডি ৭৬
লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা- ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার-ডিআরসি ৭৮
লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা- পরিচালিত স্কুল সমূহ ৭৯
লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা- রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২ ..... ৮০
লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা- ইন্টারনেট রেডিও দ্বীপ ৮১
লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ৮৩
ইপসার ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ ৮৪

প্রারম্ভিকাঃ

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা গত ২০ শে মে ২০১৯ সমাজ উন্নয়ন ও অংশীদারিত্বে ৩৬ তম বছরে পর্দাপণ করল। ১৯৮৫ সালের ২০ শে মে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলাধীন মহাদেবপুর গ্রামে ১৪ জন উদ্যোমী যুব জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ উদযাপন ও স্ব-প্রণোদিত ভাবে উৎসাহিত হয়ে ইপসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৫-১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই যুব সংগঠনটি যুবদের নেতৃত্বে বিকাশে, স্থানীয় যুবদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ ও সফল ভাবে বাস্তবায়ন করে। ১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পরবর্তিতে ইয়ং পাওয়ার এর সংগঠকবৃন্দ জরুরী ত্রাণ সরবরাহ ও পূনর্বাসন কাজে নিজেদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করে। পরবর্তিতে ১৯৯২ সালে "ইয়ং পাওয়ার" যুব সংগঠনটি ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) নামে রূপান্তরিত হয়ে বেসরকারি অলাভজনক সমাজ উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। কালক্রমে ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগ সহ সারা বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ফোরাম ও নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কর্ম বিস্তৃতি ঘটায় এবং সুনাম অর্জন করে। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ যেমন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, কপিরাইট অফিস, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটী এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নিবন্ধন লাভ করে। ইপসা যুব উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করে। ২০১৩ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বিশেষ পরামর্শক পদমর্যাদাভূক্ত সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইপসা সাংগঠনিক ভিশন-মিশন-মূল্যবোধকে ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং কর্মএলাকার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে ইপসা সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিভাগ, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য; শিক্ষা; মানবাধিকার ও সুশাসন; অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন; পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এই ৫ টি মূল থিমে কাজ করছে।

ইপসা তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরীতে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন উদ্ভাবনী মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব উদ্ভাবনী মূলক কর্মসূচি সমূহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্বীকৃতি ও সম্মননা অর্জন করেছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ইপসা সব সময় ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পাশে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সাথে সু-সমন্বয় করে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সম্প্রতী পাশ্ববর্তী দেশ মায়ানমারের থেকে পালিয়ে আসা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে ইপসা ব্যাপক আকারে ত্রান ও পূর্ণবাসনের কাজ চালিয়ে আসছে। বর্তমানে ইপসা প্রায় ৬৫ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের বিভিন্ন মানবিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে, যা স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বৃহৎ। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ আমাদের সব চিন্তা, পরিকল্পনা, কর্ম-কৌশল পাল্টে দিচ্ছে। মহামারি কোভিড-১৯ কে অভিযোজন করেই আগামী দিনে আমাদের সবকিছু পরিকল্পনা ও কর্ম-কৌশল ঠিক করতে হবে। ইপসা'র সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি সমূহ বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ এর বাস্তবায়ন, এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে রুপান্তরনে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সর্বোপরি

স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহের সাথে সমন্বয় করে ইপসা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে ।

ইপসা'র এই দীর্ঘ পথচলায় আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন হিসেবে ইপসাকে নিয়ে নতুন করে উন্নয়ন স্বপ্ন দেখার, বর্তমান উন্নয়ন কার্যক্রম আরো প্রসারে ও স্থায়ীত্বশীলতা তৈরীতে আপনারা অতীতে যেভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, ভবিষ্যতে একইভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করে যাবেন এটি আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা। সংগঠনের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত ও কার্যপরিধি বৃদ্ধি পেলে আমার, আপনার সকলের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্র তৈরী সহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভিশন ঃ

এমন একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ যেখানে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

মিশন ঃ

ইপসা'র অস্তিত্ব দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজের টেকসই পরিবর্তন আনয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে অংশগ্রহণ করা।

মূল্যবোধ ঃ

- দেশপ্রেম এবং জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় গৌরবের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা
- ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা
- পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং জেন্ডার বান্ধব মনোভাব সম্পন্নতা
- মান সম্পন্নতা এবং উৎকর্ষতা
- বিনম্রতা এবং আত্মবিশ্বাস
- বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
- পরিবেশ এবং প্রাণী জগতের প্রতি সহমর্মিতা

সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ইপসার ভিশন,মিশন এবং মূল্যবোধকে লক্ষিত পথে পরিচালিত করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য সাংগঠনিক কৃষ্টি/কালচার হিসাবে অনুমদিত হয়েছে। সংস্থার সকল কর্মী, সদস্য,স্বেচ্ছাসেবী এবং ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সকলে মিলে এই লক্ষ অর্জনে সচেষ্ট থাকব। সংস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলঃ

- পারিবারিক পরিবেশ
- দায়িত্ব সচেতনতা
- ব্যয় সাশ্রয় নীতি
- গঠনমূলক সমালোচনা ও সংস্থার পরিচিতি প্রসার
- বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও বর্ণ'র সাম্য ও সমপ্রীতি
- সুস্থ বিনোদন

গর্ভনেন্স ঃ

ইপসা'র অনুমোদিত গঠনতন্ত্র / সংবিধান মোতাবেক গভর্নেন্স কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলতঃ সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অনুমোদিত পলিসি/ গাইডলাইন সমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে এবং সমন্বিতভাবে সংস্থার সদস্যবৃন্দ ও নিবেদিত প্রান দক্ষ কর্মীবৃন্দ দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ও বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

সাধারণ পরিষদ সদস্য ঃ

ইপসা'র সাধারণ পরিষদ বছরে এক বার বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত সভায় গত এক বছরের মোট বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও আর্থিক বিবরণী এবং আগামী এক বৎসরের কর্মপকিল্পনা ও প্রস্তাবিত আর্থিক বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। সভায় সংস্থার দীর্ঘ স্থায়ীত্বের কথা বিবেচনা রেখে সাংগঠনিক বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। প্রতি তিন বছর পরপর ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ (সভাপতি, কোষাধক্ষ্য, কার্যকরী পরিষদ সদস্য ৪ জন ও সদস্য সচিব/প্রধান নির্বাহী) গঠন করে থাকে।

কার্যকরী পরিষদ ঃ

ইপসা তার গঠনতন্ত্র মোতাবেক সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কার্যকরী পরিষদ সংগঠনের সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সংস্থার দীর্ঘস্থায়ীত্বের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে অনুমোদন ও সুপারিশ করে থাকেন। প্রতিবছর এই সব বাস্তবায়িত ও পরিকল্পিত উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড সাধারন পরিষদ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। ইপসা কার্যকরী পরিষদ এর সদস্যবর্গ বিভিন্ন সময় সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও কার্যালয়সমূহ পরিদর্শন করেন। এসময় তারা মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরির্দশনের পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় প্রশাসন সাথে মতবিনিময় করে থাকেন।

মাসিক সমন্বয় সভা ঃ

ইপসা'র বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ ঠিক মত পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি ও পরিবর্তীতে পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতি মাসে দিন ব্যাপী এই মিটিং পরিচালনা করা হয়। স্ব স্ব প্রকল্পের স্টাফগণ এ মিটিং এ অংশগ্রহন করেন এবং নিজেদের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এই মিটিংয়ে সংস্থার সিনিয়র কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সিনিয়র ম্যানেজমেন্টদের ত্রৈমাসিক সভা ঃ

সংস্থার সিনিয়র স্টাফদের কাজে গতিশীলতা ও পারস্পরিক সমঝোতা আনয়নে প্রতি তিন মাস পর পর এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিনিয়র স্টাফরা তাদের কাজের বিবরণ, প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাৎসরিক পরিকল্পনার আপডেট অবহিত করেন। উক্ত সভায় প্রধান নির্বাহী উপস্থিতি থেকে সভা পরিচালনা করেন। সভা শেষে প্রধান নির্বাহী ও কোর ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সিনিয়র স্টাফদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

কর্মএলাকা ঃ

জেলাঃ ১৩

উপজেলা/থানাঃ ৭০

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডঃ ৭৭০

গ্রাম ঃ ৬৯৩০

জনসংখ্যা কভারেজ ঃ

প্রত্যক্ষ ঃ ৩.৬ মিলিয়ন (আনুমানিক)

পরোক্ষ ঃ ১৪ মিলিয়ন (আনুমানিক)

কর্মএলাকার অফিস সমুহ ঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ ০১

ঢাকা অফিস ঃ ০১

ফিল্ড / ব্রাঞ্চ অফিস ঃ ৫৭

ট্রেনিং সেন্টার ঃ ০৭ টি (৪ টি আবাসিক, ৩ টি অনাবাসিক)

হেলথ সেন্টার ঃ ০৬

কমিউনিটি রেডিও ঃ ০১ টি (রেডিও সাগর গিরি এফএম ৯৯.২)

ইন্টারনেট রেডিও ঃ ০১ টি (রেডিও দ্বীপ)

মানব সম্পদ ঃ

কর্মী	মোট	নারী
নিয়মিত কর্মী (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)	১১৫৮	৩৮২
খন্ডকালীন কর্মী (স্কুল শিক্ষক সহ)	৮৩০	৪৩১
আন্তজাতিক ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং ইন্টার্নী	৫৭৭	২৬৪
মোট	**২৫৬৫**	**১০৬৭**

আইনি ভিত্তি ঃ

ক্রম	নিবন্ধন তথ্য	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধন তারিখ
১	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৯১৬	২৬/০২/৯৫ ইং নবায়ন ২৬/০২/৩০
২	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	চট্টঃ ১৮৭৫/৮৯	১০/০৯/১৯৮৯ ইং

৩	মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি	এমআরএ০০০০৩৩৯ ০০২৯৯ ০১২৪৯ ০০৩৩৫	২৩/০৯/২০০৮ইং
৪	জয়েন্ট স্টক কোম্পানী	সিএইচসি-২২৭/০৪	২৯/০২/২০০৪ইং
৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	নং- ৩১,বা ৫৫২, চট্ট - ৪৬, সীতাকুন্ড- ০১	২০/১১/১৯৯৪ ইং
৬	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	নং-৬৮/১৭	১৩/৩/২০১৭ ইং
৮	টি আই এন (TIN)	৩৪৭৩০০২৮৫১	০১/১২/০৫ ইং
৯	ভ্যাট (VAT)	২১২১০৩৯৪৮	৩০/০৩/০৬ ইং
১০	তথ্য মন্ত্রণালয়/বেতার -২ শাখা(রেডিও সাগরগিরি এফ এম ৯৯.২)	লাইসেন্স নং - ৫	১৯/১২/২০১১ ইং
১১	ইপসা এমপ্লয়ীজ(কন্ট্রিবিউটরী) প্রভিডেন্ট ফান্ড	আঃ সাঃ/৫পি-১/চট্ট-২/২০১৭	১৫/৫/২০১৭ ইং

দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহ ঃ

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় * A2I কর্মসূচী * প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, * পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পি কে এস এফ) * ইউএসএআইডি * ডিএফআইডি/ইউকেএইড * এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ * হোপ '৮৭, * এফ এইচ আই * দি নেদারল্যান্ড এ্যামবেসি * ইসিএইচও *ইউনেস্কো *ইউএনএফপিএ * অক্সফাম * সেভ দ্যা চিলড্রেন * ব্র্যাক *প্ল্যান ইন্টারন্যাশানাল বাংলাদেশ * কানাডিয়ান সিডা *ডব্লিওবিবি ট্রাস্ট * ইউএনডিপি * ইউনিসেফ * আই ও এম* এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) * টোবাকো ফ্রি কিড্স * উইনরক ইন্টারন্যাশনাল * কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড *হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল * ঢাকা আহসানিয়া মিশন *ইউরোপিয়ান কমিশন * জাপান এম্বেসী * ডিসপ্ল্যাসম্যান্ট সল্যুশানস * এইচএসবিসি *জাতীয় এসটিডি এইডস কর্মসূচী, *স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, * বিএসআরএম ফাউন্ডেশন * লেবার ভয়েস'স * ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রোপার্টি অরর্গানাইজেশন- (ডব্লিউআইপিও)* জিসিইআরএফ* সিএলএস, * প্রকাশ-ব্রিটিশ কাউন্সিল* *সিজেআরএফ* বিএসআর* বাংলাদেশে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়া হাই কমিশন* এডওয়ার্ড এম কেনেডি সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিস এন্ড দা আর্টস* বাংলাদেশে অবস্থিত জার্মান দূতাবাস* একে খান ফাউন্ডেশন* যাডে* ডেল্টা নরওয়ে* সলিডার সুইস * কে সিএফ * বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী * হেল্প-এইজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ *রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল* আইন ও সালিশ কেন্দ্র* এডিডি ইন্টারন্যাশনাল* সামিট এলএনজি কোম্পানী (প্রাঃ) লিমিটেড* ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল এবং ডিডব্লিউ একাডেমী ইত্যাদি।

অর্জন সমূহ ঃ

ইপসা বৃহত্তর চট্টগ্রামে তার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিসরে লাভ করেছে এক গৌরবময় স্বীকৃতি। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন । এখানে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

- ❖ যুব ও উন্নয়ন কর্মসুচিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আর্ন্তজাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করেছে।
- ❖ বাংলাদেশ আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডেইজি ফর অল ধারনার জন্য জাতীয় ই-কনটেন্ট এবং আইসিটি এওয়ার্ড অর্জন ২০১০ ইং ।
- ❖ গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইপসা'র জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ওয়েব পোর্টাল (www.shipbreakingbd.info) তৈরী ও পরিচালনার জন্য মন্থন এওয়ার্ড অর্জন করে ২০১০ইং ।
- ❖ জাতিসংঘ এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) কর্তৃক কনসালটেটিভ স্ট্যাটাস অর্জন করে ২০১৩ ইং ।

- ইপসা সিএলএস প্রকল্পে ডিজিটাল টকিং বুক এর মাধ্যমে ইনোভেটিব সার্ভিস ডেলিভারির জন্য ইপসা ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বিকন এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।
- দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী শিক্ষাথীদের রিডিং মেটেরিয়ালস তৈরীর স্বীকৃতিস্বরূপ ইপসা, একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী হয়ে ডব্লিউএসআইএস এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।
- বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে মানসম্পন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমানকে "বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সম্মাননা-২০১৮" প্রদান করা হয়।
- সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগে সেরা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ২০১৮ স্বীকৃতি লাভ।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডিজিটালে ক্ষমতায়ন আনার নিমিত্তে, ইউনেস্কু ২০১৮ সালে ইপসাকে আমির আল আহমেদ আল জাবের সম্মাননা প্রদান করেন।
- নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়, চট্টগ্রাম ইপসাকে চট্টগ্রাম জেলায় শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংগঠন ২০১৯ সম্মাননা প্রদান করেন।
- তামাক নিয়ন্ত্রনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য, তামাক বিরোধী জাতীয় প্লাটফর্ম, ইপসাকে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন পদক ২০১৯ প্রদান করেন।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পাঠ উপযোগী বই তৈরীর জন্য, ইপসা ২০২০ সালে জিরো প্রজেক্ট এওয়ার্ড অর্জন করে। জাতিসংঘ সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা এই এওয়ার্ড দেওয়া হয়।
- শিক্ষা এবং শিক্ষণীয় বিষয় ডেভেলপ ক্যাটাগরীতে ২০২০ সালে ইপসা ভারত থেকে ই-এনজিও চ্যালেঞ্জ্য এওয়ার্ড অর্জন করে।

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এর কাছ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৯ গ্রহন করছেন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পাঠ উপযোগী বই তৈরীে করার জন্য ক্ষমতায়ন জাতিসংঘের ২০২০ সালের জিরো প্রজেক্ট এওয়ার্ড গ্রহন করছেন ইপসা'র কর্মকর্তা ভাস্কর ভট্টাচার্য।

শিক্ষা এবং শিক্ষণীয় বিষয় ক্যাটাগরীতে ২০২০ সালে ইপসা ভারত থেকে ই-এনজিও চ্যালেঞ্জ্য এওয়ার্ড অর্জন করে। এওয়ার্ডটি গ্রহন করছেন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান।

ইপসা'র উন্নয়ন থিম সমূহ ঃ

ইপসা দারিদ্র,ঝুঁকি, প্রান্তিকতা এবং এর মূল কারণ গুলোকে কেন্দ্র করে তৈরী হওয়া ইপসা'র ভিশন,মিশন ও মূল্যবোধের আলোকে সংস্থা উন্নয়ন কার্যক্রমে পাচঁটি থিমের মাধ্যমে অংশগ্রহন করে থাকে। ইপসা'র উন্নয়ন থিমগুলো হল;

- স্বাস্থ্য
- শিক্ষা
- মানবাধিকার ও সুশাসন
- অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

নিম্নে থিম ভিত্তিক চলমান কর্মসূচীর বিবরণ উল্লেখ করা হল।

স্বাস্থ্য কর্মসূচী

স্বাস্থ্য কর্মসূচী

ইপসা বিশ্বাস করে স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অধিকার এবং উন্নত জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য্য। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ায় এখানে স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি খুব বেশি। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে সংক্রামক, অ-সংক্রামক রোগ, অপুষ্টি, পরিবেশগত স্যানিটেশন সমস্যা, প্রজনন স্বাস্থ্যগত সমস্যা ইত্যাদি। এই স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠি খুবই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সেই প্রেক্ষাটটে ইপসা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করা জন্য সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে আসছে। বর্তমানে স্বাস্থ্য বিষয়ক নিম্নোক্ত কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	**স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচী**
০১	ইনস্টিটিউশনালাইজেশন অফ দ্যা ট্যোবাকো কন্ট্রোল ইনিসিয়েটিভ ইন চট্টগ্রাম ডিভিশন।
০২	ইপসা- ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি।
০৩	নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।
০৪	উইশটুএ্যাকশন (উইমেন ইন্টিগ্রেটেড সেক্সুয়াল হেল্‌থ প্রকল্প)।

০১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ 'ইনস্টিটিউশনালাইজেশন অফ দ্যা ট্যোবাকো কন্ট্রোল ইনিসিয়েটিভ ইন চট্টগ্রাম ডিভিশন' (Institutionalization of the Tobacco Control Initiative in Chattogram Division)

প্রকল্পের সময় কালঃ ০১ জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ৩১ আগষ্ট ২০২০ ইং।

দাতা সংস্থাঃ ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিড্স।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং কক্সবাজার পৌরসভা।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ চট্টগ্রাম বিভাগে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার স্থায়ীত্বশীলতা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, হোটেল-রেষ্টুরেন্ট এর প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, পাবলিক পরিবহনের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, মিডিয়া, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, তামাকপন্য বিক্রেতা এবং যুবক।

প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহ

১. চট্টগ্রাম শহরকে তামাকমুক্ত শহর তৈরীর লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে ইপসার একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহনে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফোকাল পার্সন কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে এবং কমিটি তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করছে।

২. চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত হাসপাতাল, হোটেল-রেষ্টুরেন্ট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণপরিবহন ও সরকারি অফিসে ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক আইন এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বর্তমান পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য বেইস লাইন সার্ভের প্রাপ্ত তথ্যের উপর একটি ফ্যাক্টশীট তৈরী করা হয়েছে যা চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার অবমুক্ত করেন।

৩. চট্টগ্রাম বিভাগের মোট ১১ টি স্থানীয় সরকার কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য ২,১৮,৫০,০০০ টাকা অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৪. চট্টগ্রাম এবং রাঙ্গামটি জেলার স্যানিটারী ইন্সপেক্টরকগণ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তামাক কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোট ৭টি মামলা করেছে এবং এর মধ্যে ৪টি মামলার রায়ে তামাক কোম্পানীকে জরিমানা প্রদাণ করা হয়েছে।

৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে বাংলাদেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অভিন্ন তামাকমুক্ত গাইডলাইন অনুমাদেন করেছে এবং গাইডলাইন তৈরীর মন্ত্রনালয়ের কমিটিতে ইপসা সদস্য হিসেবে কাজ করছে।

তামাক মুক্ত চট্টগ্রাম শহর গঠনে চট্টগ্রাম সিটি করর্পোরেশন ওর্য়ারকিং কমিটির প্রচারাভিযান ।

তামাক মুক্ত চট্টগ্রাম শহর গঠনে চট্টগ্রাম সিটি করর্পোরেশনের সাথে ইপসা সমঝোতা স্মারক।

তামাক মুক্ত কক্সবাজার পর্যটন শহর গঠনে বীচ ক্যাম্পেইন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. তামাকমুক্ত মডেল শহর তৈরীর উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হলে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফলতা আসে।

২. তামাক কোম্পানীর কূটকৌশলসমূহ সকলকে অবহিত করে সচেতন করা প্রয়োজন এবং তামাক কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেয়া জরুরী।

৩. করোনাকালীন পরিস্থিতিতে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব, নিত্য নতুন তামাক পন্য (ই সিগারেট, ভ্যাপ ইত্যাদী), তামাকের সামগ্রিক ক্ষতিকর প্রভাব এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা এবং জনগনকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে যুবকদরেকে নিযুক্ত করা হলে তারা তাদের নিজকে তামাকের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে পারে ।

২.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা- ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি

প্রকল্পের সময়কালঃ মে ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ ইং পর্যন্ত।

দাতাসংস্থা ঃ গ্লোবাল ফান্ড ও ব্র্যাক।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ রাঙ্গুনিয়া , রাউজান এবং আনোয়ারা উপজেলা চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ

২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঠিক পথে থাকা নিশ্চিত করা, যা দেশের উন্নয়ন ও টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখবে।

উদ্দেশ্যঃ

১. ২০২১ সালের মধ্যে ১৩টি ম্যালেরিয়া প্রবণ জেলায় প্রতি হাজার জনসংখ্যায় বার্ষিক সংক্রমণের হার (API) ০.৪৬ এর নিচে নামিয়ে আনা।

২. ২০২১ সালের মধ্যে ১৩টি ম্যালেরিয়াপ্রবণ জেলার মধ্যে ৮টি জেলায় ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ রোধ করা।

৩. ২০২১ সালের মধ্যে অবশিষ্ট ৫১ টি জেলাকে ম্যালেরিয়ামুক্তকরণ নিশ্চিত করা।

৪. ম্যালেরিয়ামুক্ত জেলাসমূহে ম্যালেরিয়ার পুনঃসংক্রমণ প্রতিরোধ করা।

৫. বাংলাদেশে ACT প্রতিরোধী প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম জীবাণুর আর্বিভাব প্রতিহত করা ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্ম এলাকার সকল জনগোষ্ঠি। তবে ৫ বছরের নিচের শিশু ও গর্ভবতী মায়েরা অগ্রাধিকার।

প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহ ঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম সমূহ	অর্জন	মন্তব্য
১	দরীদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের মাঝে কীটনাশকযুক্ত মশারী বিতরণ করা হয়েছে	৭৪৩৯৪	
২	মাইক্রোস্কোপিক এর মাধ্যমে রক্তকাঁচ পরীক্ষা করা হয়েছে	৩০৬৩৫	
৩	রক্ত কাঁচ পরীক্ষার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ সংখ্যা	০২	
৪	র‍্যাপিড ডায়াগনষ্টিক টেষ্ট (আরডিটি)'র মাধ্যমে রক্ত পরীক্ষা	৯৩৮২	
৫	আরডিটি'র মাধ্যমে ফেলসিফেরাম ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ	১১	
৬	গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসচেতনতা মূলক বিসিসি কর্মশালা	০৮	
৭	গ্রাম ডাক্তার কর্মশালা	০৩	
৮	বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উদ্‌যাপন (উপজেলা পর্যায়ে)	৩ উপজেলা	
৯	দর্শনীয় স্থানে ম্যালেরিয়া সচেতনতা বিষয়ক সাইনবোর্ড / বিলবোর্ড স্থাপন	০৭	

রাউজানে ইপসা'র উদ্যোগে মশারী বিতরণ করছেন মাননীয় সংসদ সদস্য এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী।

ম্যালেরিয়া চিকিৎসা বিষয়ে গ্রাম্য ডাক্তারদের ওরিয়েন্টেশন।

রাউজানে ইপসা'র উদ্যোগে মশারী বিতরণ করছেন মাননীয় তথ্য মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. জুলাই ২০১৯ থেকে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত রাঙ্গুনিয়া, রাউজান ও আনোয়ারা উপজেলায় ৭৪৩৯৪ টি দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশকযুক্ত মশারি (LLIN) বিতরণ করা হয়েছে, যার ফলে উপরিউক্ত এলাকায় ম্যালেরিয়ায় আক্রমণের সংখ্যা কমে এসেছে।

২. দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশকযুক্ত মশারি (LLIN) মশার কামড় হতে আত্মরক্ষা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর।

৩. স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবিকা দ্বারা বাড়ির দোরগোড়ায় ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বিষয়ক বার্তা প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলে উপরিউক্ত এলাকার মানুষের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম ঃ নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ("Strengthening Health Outcomes for Women & Children (SHOW")

প্রকল্পের সময়কালঃ ৪ঠা এপ্রিল ২০১৬ থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী ২০২০ ইং ।
আর্থিক সহযোগীতায়ঃ গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা।
কারিগরী সহযোগীতায়ঃ প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
প্রকল্প এলাকাঃ পানছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
ইউনিয়নঃ লোগাং, চেঙ্গি, পানছড়ি সদর, লতিবান ও উল্টাছড়ি।
প্রকল্পের মূল লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠিঃ দারিদ্রপিড়িত ও উচ্চ-স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে এমন গর্ভধারণক্ষম নারী, গর্ভবতী ও শিশু সন্তানের মা, কিশোরী/উঠতি বয়সী মেয়ে, নবজাতক এবং ৫ বছর বয়সের নিচে শিশু।
প্রকল্পের মূল-লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা/হ্রাসকরণ।
প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. দূর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারনের মধ্যে নিরাপদ মাতৃত্বের বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নরমাল ডেলিভারী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সচেতনতা বেড়েছে।
২. মোবাইল এসএমএস'র মাধ্যমে রোগীদের হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ এ নিয়মিতভাবে রেফার করা হচ্ছে।
৩. প্রতিষ্ঠালগ্নের পর থেকে যেসব ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কোন প্রকার স্বাস্থ্য সেবা নিয়মিত পাওয়া যেতনা সেসব ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ নিয়মিত নরমাল ডেলিভারীসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৪. এই প্রকল্পের মাধ্যমে পানছীড় উপজেলায় মোট বিশটি গ্রামীণ সঞ্চয় দল গঠন করা হয়েছে। মূলত অসহায় ও দূস্থ নারীরা যাতে নিয়মিতভাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা পেতে পারে সে উদ্দেশ্যে এ কার্যক্রমটি পরিচীলত হয়ে আসছে। গ্রামীন সঞ্চয় দলের কার্যক্রমের ফলে নারী সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরী হযেছে এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়ন করছে।
৫. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র গুলোতে নিরবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ভিশনিং প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে।
৬. প্রত্যন্ত এলাকায় গর্ভবতী নারী এবং তাদের অভিভাবকদের মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চাকমা,মারমা,ত্রিপুরা ও বাংলা ভাষায় ১০টি ভিডিও ক্লিপিং তৈরী করা হয়েছে এবং এগুলো প্রত্যন্ত এলাকায় নিয়মি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পথ নাটকের পরিবেশিত।

গ্রামীন সঞ্চয় দলের সদস্যদের সাথে মিটিং।

প্রকল্পের সম্পাক্তকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রকল্পের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পথ নাটকের মাধ্যমে মা ওশিশু স্বাস্থ্য এবং বাল্য বিবাহের কুফল সর্ম্পকে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনের হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে বেশ সাড়া পড়ে এ কর্মসূচিতে।
২. মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে বিষয়ক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা যেমন পোষ্টার, লিফলেট, ফ্লিপ চার্ট,বিল বোড,ডিসপ্লে বোর্ড সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সাড়া পড়েছে।
৩. এ কার্যক্রমের কারনে দুটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ৪২ জন নারীর নরমাল ডেলিভারী সম্পন্ন হয়েছে।
৪. ইপসা- শো প্রকল্পের কার্যক্রমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব প্রতুত্তর চাকমার স্ব-উদ্যোগে ইউনিয়নের প্রসুতি মা'দেরকে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে এসে নিরাপদ প্রসব করার জন্য যাতায়াতভাতা প্রদান করেন।

৪. কর্মসূচী / প্রকল্পের নামঃ উইশটুএ্যাকশন (উইমেন ইন্টিগ্রেটেড সেক্সুয়াল হেল্‌থ প্রকল্প)

প্রকল্পের সময়কালঃ জুন ২০১৯-জুলাই ২০২১।

দাতা সংস্থাঃ হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তর্ভূক্তির জন্য পরিমাপযোগ্য উন্নতি করা যাতে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো প্রতিবন্ধী মানুষের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়।

উদ্দেশ্যঃ

১. পরিবার পরিকল্পনা সেবাগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা জানবে এবং তাদের নিয়মিত কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তিমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তি করার জন্য গঠিত সকল ধরনের সমন্বয় কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) 'র অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহঃ

১. সীতাকুন্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সভাপতিত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি ক্লাস্টার ম্যানেজম্যান্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের (মেরী স্টোপস ক্লিনিক, সূর্যের হাসি ক্লিনিক) প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২. ক্লাস্টার ম্যানজম্যান্ট কমিটির সদস্যদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বজনীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক ০৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩. সীতাকুন্ড উপজেলার বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য করা হয়েছে।

৪. সীতাকুন্ড উপজেল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রতিবন্ধী যুব ও নারী বান্ধব কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

৫. ৯১৮ জন প্রতিবন্ধী নারীকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য গ্রহণের লক্ষ্যে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কারদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ২৭ জন প্রতিবন্ধী নারী রেফারাল জনিত খরচের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে।

ক্লাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন ওয়র্কিশপ।

বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য করা হয়েছে।

বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য করা হয়েছে।

মূলশিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এসেছে পরিবর্তন। এই বিষয়ে আরো ব্যাপক কাজ করা উচিত।

২. প্রতিবন্ধী নারীা ও যুবাদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা চাহিদা রয়েছে এবং তারা এসব সেবা পেতে চায়। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবার ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিভিত্তিক স্থায়ী অসুস্থতার বিষয়ে অনেক বেশি চিন্তিত থাকলেও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চায় না অথবা এ বিষয়ে তাদের পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্য ও জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

শিক্ষা

শিক্ষা

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সবার জন্য সার্বজনীন শিক্ষার নিশ্চিতকরণ ও প্রসারের জন্য ইপসা, সরকারের সাথে সমন্বয় করে কাজ করে আসছে। ইপসা'র শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল আনুষ্ঠানিক ও অআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা। কারিগরী ও দক্ষতা বৃদ্ধি শিক্ষার মাধ্যমে যুব, কিশোর-কিশোরী ও ঝুকিঁপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে চাকুরী ও উদ্যোক্তা জন্য প্রস্তুতকরন। আইসিটি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলির জন্য সমন্বিত শিক্ষা নিশ্চিত করা। বর্তমানে ইপসা, শিক্ষা বিষয়ক নিম্নোক্ত প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচী
০১	ইপসা- সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প।
০২	ইপসা- এ্যাকটিভ সিটিজেনস প্রোগ্রাম।
০৩	ইপসা-স্কুল ফিডিং কর্মসূচি।

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম ঃ ইপসা- সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প।

প্রকল্পের সময় কাল ঃ ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ ইং।

দাতা সংস্থা ঃ ব্রাক।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (ওয়ার্ড নং -৪,৫,৬,৭,৯,১৩,১৭,১৮,১৯,৩৪,৩৫,৩৬)

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ নানা কারনে ঝরে পড়া ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করা।

প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠীঃ ৮-১৪ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া শিশুরা ১৪৪০ শির্ক্ষাথী।

প্রকল্পেরমূল ৫টি অর্জনসমূহঃ

১. টার্গেট অনুযায়ী ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করা।
২. সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।
৩. শিক্ষার্থীরা ২য় শ্রেণির প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে সক্ষমতা লাভ করা।
৪. অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৫. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করে যথাযথভাবে পাঠ দান করা।

ইপসা এস সি ই স্কুলে চিএাংকন প্রতিযোগীতা।

ইপসা এস সি ই স্কুলে পাঠদান।

ইপসা এস সি ই স্কুলে ক্রীড়া প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠ দানের মাধ্যমে শিক্ষার মূল স্রোত ধারায় আনা।
২. বিভিন্ন সহ: পাঠক্রমিক কাজের মাধ্যমে আনন্দদায়ক পাঠদান করা।
৩. কর্মজীবি ও অস্বচ্ছল অভিভাবকদের কথা চিন্তা করে প্রতিদিনের পাঠ্যাংশ স্কুলে সম্পাদন করা।

২.প্রকল্পের নামঃ ইপসা- এ্যাকটিভ সিটিজেনস প্রোগ্রাম

প্রকল্পের সময়কালঃ আগষ্ট-২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর-২০২০ ইং।

দাতা সংস্থাঃ ব্রিটিশ কাউন্সিল, বাংলাদেশ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার জেলা (সদর ও রামু উপজেলা) ও চট্টগ্রাম জেলা (সিটি এরিয়া, রাঙ্গুনিয়া, সীতাকুন্ড উপজেলা)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ যুবদের মধ্যে স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী একটি নেটওর্য়াক স্থাপন করা। সমাজের টেকষই পরিবর্তন আনয়নে ভূমিকা রাখা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ যুব (যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর)।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ১০টি ব্যাচে ৩০০ জন যুবকে যুব নেতৃত্বে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
২. প্রশিক্ষিত যুবরা ২০টি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহন করেছে।
৩. যুবকরা এসডিজি ১৩ এর জন্য ১৬ গোল এর সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ গ্রহন করছে।
৪. ১৪টি সামাজিক উদ্যোগ প্রকল্প ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে পুরষ্কৃত হয়েছে।
৫. প্রশিক্ষিত যুবরা এনজিও, সিবিও, সিএসও এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে একটি শক্তিশালী নেটওর্য়াক স্থাপন করেছে।
৬. যুবকরা এখন সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে জনগণকে সম্পৃক্ত করছে।

যুবদের সামাজিক উদ্যোগ প্রকল্পের প্রেজেন্টেশন/ উপস্থাপনা।

কক্সবাজারের লাবনি পয়েন্টে প্লাস্টিক মুক্ত সমুদ্র সৈকত নিয়ে বিচ ক্যাম্পেইন।

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উদযাপন ২০১৯ উদযাপন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. যুবকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং মেনটরিং করলে তারা সমাজের টেকষই পরিবর্তন আনয়নে ভূমিকা রাখে ।

২. প্রশিক্ষণের সাথে সমন্বয় করে সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করলে, উদ্যোগটির স্থায়ীত্বশীলতা বাড়ে।

৩.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম ঃ ইপসা-স্কুল ফিডিং কর্মসূচি

প্রকল্পের সময় কাল ঃ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ।

দাতা সংস্থা ঃ বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচি (ডব্লিউএফপি)।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ কুতুবদিয়া উপজেলা, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ ৫ থেকে ১১ বছরের শিশুদের বিদ্যালয় মূখী করা এবং শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার সাথে পুষ্টির চাহিদা পুরণ করা।

উদ্দেশ্যঃ ১) ১০০ ভাগ শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত করা ২) শিশুর পুষ্টির চাহিদা পুরনে ১০০% উপস্থিত শিশুদের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিস্কুট বিতরণ ৩) শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার জন্য বাংলা বিষয়ে বোধগম্যতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেনি ভিত্তিক লাইব্রেরী স্থাপন ও বাংলা শিক্ষকদের প্রশিক্ষন দেওয়া ৪) ১০০ ভাগ শিশুর বিশুদ্ধ পানি ও পয়নিষ্কান নিশ্চিত করনে ওয়াশ ব্লক নির্মান।

প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠীঃ ৮-১৪ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শির্ক্ষাথী।

প্রকল্পেরমূল ৫টি অর্জনসমূহঃ

১. বিদ্যালয়ের ৫৯টি এসএমসি কমিটিকে শিক্ষার ব্যাপারে প্রশিক্ষন দেওয়া ও দ্বায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

২. ১৫৪১১ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যালয় মূখী করতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিস্কুট বিতরনের জন্য ৬০% থেকে ৮৫% উপস্থিতিতে উন্নতি করা হয়েছে।

৩. নিউট্রিশন শিক্ষার জন্য ৩৩টি বিদ্যালয়ে শাক-সব্জির বাগান তৈরী করা

৪. স্বাস্থ্য সম্মত পানি ও পয়নিস্কাশন এর জন্য ১৬ টি বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক নির্মান ও মেরামত করা

৫. শিক্ষার মান এর উন্নয়নে অভিভাবকের মিটিং এ উপস্থিত করে অত্যাবশ্যকিয় শিক্ষার মাধ্যমে শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ রোধ, পাচার এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।

শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করনে স্কুল ব্যাগ ষ্টেশনারীজ সামগ্রী বিতরনে শিক্ষা অফিসার জনাব জিল্লুর রহমান।

বিদ্যালয়ের এসএমসি সদস্য ও প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে মিটিং।

শিশুদের বুক ক্যাপ্টেইন প্রশিক্ষণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. শিশু শিক্ষা ও পুষ্টির চাহিদা পুরনে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাধ্যমে সহজতর করা যায়।

২. বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটি, শিক্ষক মন্ডলি ও শিক্ষা অফিসারের সমন্নয়ে শিশুর উপস্থিতি বাড়ানো সহজ।

মানবাধিকার ও সুশাসন

মানবাধিকার ও সুশাসন

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসনের প্রয়োজন। ইপসা বিশ্বাস করে সাম্য, ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করার অন্যতম হাতিয়ার মানবাধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে "মানবাধিকার" রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত। এ জন্য মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে ইপসা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। ইপসা মানবাধিকার ও সুশাসন কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রান্তিক, ঝুকিঁপূণ, বিশেষ জনগোষ্ঠি, নারী, যুব ও শিশুদের জন্য সাম্য, ন্যায় বিচার, অধিকার সংরক্ষণ, আইনের সমতা ও আইনের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। বর্তমানে ইপসা, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে নিম্নোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক কর্মসূচী
০১	বাংলাদেশ কাউন্টার ট্রাফিকিং ইন পারসন্স প্রোগ্রাম (বিসি/টিআইপি)।
০২	ইপসা-ফেয়ারার লেবার মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ।
০৩	ভূমিহীন জনগোষ্টির জীবন-জীবিকার সুরক্ষা প্রকল্প (এফজিজি ২)।
০৪	এডভান্স প্রোগ্রাম ফর ইমপ্রুভড লাইফস্টাইল অব দি আরবান পুউর (এপিলাপ)।
০৫	জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক অধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রম (সেইফটি ফাস্ট)।
০৬	স্ট্রেনদেনিং ডিপিও (ডিজএ্যাবল পারসনস অর্গানাইজেশন) মুভমেন্ট ফর পারটিসিপেটিং লোকাল গভর্নমেন্ট কমিটি।
০৭	টেকিং সাকসেসফুলি ইনোভেশন টু স্কেল- পাথওয়ে ফর ডিজএ্যাবিলিট - ইনক্লুসিভ গ্রাজুয়েশন আউট অব পোভারটি প্রকল্প।
০৮	চট্টগ্রাম বিভাগে জনগনের সামাজিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধ।
০৯	ইপসা-ইউএসএইড'স-ইয়েস এ্যাকটিভিটিস ফর কক্সবাজার।
১০	হার-ফাইন্যন্স।
১১	আস্থা (স্ট্রেংদেনিং এক্সেস টু মালটি-সেক্টোরাল পাবলিক সার্ভিসেস ফর জিবিভি সার্ভাইভার্স ইন বাংলাদেশ)।
১২	প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস-কক্সবাজার।
১৩	প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস-চট্টগ্রাম।
১৪	অর্ন্তভূক্তি/অন্তনিবেশ কর্মসূচী।
১৫	চেমপিয়ন অব চেইঞ্জ (সি ও সি) প্রজেক্ট।
১৬	চাইল্ড লেবার ইম্প্রুভমেন্টস ইন বাংলাদেশ (ক্লাইম্ব) প্রকল্প।
১৭	চিলড্রেন আর নট ফর সেল প্রজেক্ট।
১৮	দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন।

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশ কাউন্টার ট্রাফিকিং ইন পারসন্স প্রোগ্রাম (বিসি/টিআইপি)

প্রকল্পের সময়কালঃ মে ২০১৫ থেকে আগষ্ট ২০২০ ইং।

দাতা সংস্থাঃ উইনরক ইন্টারন্যাশনাল।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলা।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- সারভাইভারদের মান সম্মত সেবা প্রদানেরলক্ষ্যে সমন্বিত সমন্বয় ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন গ্রহণ করা।
- সারভাইভারদের সহায়তা প্রদান এবং পূণঃএকত্রিকরণে পাচার থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত সারভাইবারদের ফোরাম "অনির্বাণ" কে সম্পৃক্ত করা।
- মানবপাচারের শিকার সারভাইভারদের জন্য রেফারেল পদ্ধতির উন্নয়ন করা।
- কমিউনিটি রেডিও মাধ্যমে বার্তা প্রেরন, বীচক্যাম্পেইন (তথ্য মেলা ও ভিডিও ডকুমেন্টারি শো), স্কুল ও মাদ্রাসায় কর্মসূচি আয়োজন এবং দিবস উদ্‌যাপন (বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস, আন্তার্জাতিক মানবাধিকার দিবস ও নিরাপদ অভিবাসন দিবস উদযাপন)-এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগনের মধ্যে মানব পাচার এবং নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- মানব পাচার ও বাল্য বিবাহের শিকার নারী, পুরুষ ও শিশু।
- মানব পাচার ও বাল্য বিবাহের ঝুঁকিতে থাকা নারী, পুরুষ ও শিশু।
- মানব পাচার ও বাল্য বিবাহের শিকার ব্যক্তিবর্গের পরিবার ও স্থানীয় জনগোষ্ঠি।
- সরকারী ও বেসারকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ।
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দ।
- সুশীল সমাজের সংগঠন, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা, মিডিয়া, সমমনা সংগঠন, স্থানীয় ফোরাম এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি
- স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. সারভাইভারদের জীবন-জিবীকায়ন ভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে আয়-বৃদ্ধি মূলক কাজের জন্য ব্যবসায়িক উপকরণ সহযোগতিা প্রদান।
২. সারভাইভারদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্নপ্রশিক্ষণ (কারিগরি, মৎস, কৃষি) গ্রহণে সহযোগিতা করা।
৩. বাল্য বিবাহবন্ধে ইউনিয়ন পরিষদ ও কাজীদের বাল্যবিবাহ আইন সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
৪. মানবপাচার ও বাল্য বিবাহবন্ধে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকার বিভিন্ন জনগণের নিজ উদ্যোগের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি।
৫. স্থানীয় প্রশাসনের (উপজেলা র্নিবাহী কর্মর্কতা ও চেয়ারম্যান)নিজ উদ্যোগে মানবপাচার ও বাল্য বিবাহবন্ধে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি।

আমেরিকার রাস্ট্রদূত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

অর্নিবান সদস্যদের সাথে মতবিনিময়।

ইউএসএইড এর উপ-প্রশাসক প্রকল্পের স্টাফ ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. মানব পাচার প্রতিরোধ ও বাল্য বিবাহ বন্ধ আইন সর্ম্পকে নিজেরা আরো ভালো করে জানা।
২. সারভাইভারদের মামলা প্রদাণে থানা ও র্কোটের চ্যালেঞ্জ এবং তা মোকাবেলা।
৩. মানবপাচার ও বাল্য বিবাহ বন্ধ আইন সঠিক বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সম্পৃক্ততা বাড়ানো কার্যক্রর ।

২.কর্মসূচী / প্রকল্পের নাম ঃ ইপসা-ফেয়ারার লেবার মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ

প্রকল্পের সময়কাল ঃ জানুয়ারী ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০২১ ইং ।

দাতা সংস্থা ঃ প্রকাশ, ব্রিটিশ কাউন্সিল।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঃ রাঙ্গুনিয়া উপজেলা (সরফভাটা ইউনিয়ন ও রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা), সন্দ্বীপ উপজেলা (রহমতপুর ও মুছাপুর ইউনিয়ন) চট্টগ্রাম ও সদর উপজেলা (ঝিলংজা এবং ঈদগাওঁ ইউনিয়ন), কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত মাল্টি স্টেকহোল্ডারদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে সহযেগিতা করা। এবং নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনকে উন্নতিকরন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী / লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ অভিবাসী, অভিবাসীর পরিবার, অভিবাসন সংশ্লিষ্ট সকোরি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, ট্রেনিং সেন্টার সমূহ, পাসর্পোট অফিস, রিক্রুটিং এজেন্সি, ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন ইত্যাদি।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত ৪টি গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জিএমসি) সামাজিক সালিশের মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগগুলো সমাধান করছেন । যেসব অভিযোগ স্থানীয় পর্যায়ে সমাধান হয় না উক্ত অভিযোগ গুলো জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ও বিএমইটিতে রেফার করে থাকেন। জিএমসি ও যুব স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে দালাল নির্ভরতা ও অভিবাসন বিষয়ক প্রতারণা অনেকাংশে কমে এসেছে ।

২. প্রকল্প এলাকার ইউনিয়ন পরিষদে গঠিত ৪টি ফেয়ার মাইগ্রেশন সাপোর্ট সেন্টার হতে প্রায় তিনহাজার নারী পুরুষকে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে । উল্লেখ্য যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে ৪০ শতাংশ নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয় ।

৩. অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটি বা গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি'র (জিএমসি) মাধ্যমে প্রায় ১৫৪ টি অভিযোগ সংগ্রহ করা হয়েছে। যেখানে সমাধান করা হয়েছে ৪৬ টি অভিযোগ, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে ৩৮টি অভিযোগ। সমাধানকৃত অভিযোগগুলো হতে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে জিএমসি সদস্যদের তত্বধানে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা নগদ আদায় করা হয়েছে ।

৪. গত এক বছরে প্রকল্প কর্তৃক জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের সাথে প্রকল্পের একটি সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। যার ফলে কক্সবাজার জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে ইপসা নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগগুলো সমাধান করার বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । ইতিমধ্যে কক্সবাজার জেলা লিগেল এইড অফিসে প্রায় ১৫টি অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি চট্টগ্রাম জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগ সংগ্রহ ও সমাধানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫. প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন এর চ্যালেঞ্জ, চাহিদা, সুপারিশমালা ও অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগ সমাধানে জিএমসি'র ভূমিকা বিষয়ক এক ডকুমেন্টসন প্রকাশ করা হয়েছে এবং উক্ত ডকুমেন্টেশনের সুপারিশমালাগুলো নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে । নিরাপদ শ্রম অভিবাসনে কাজ করার স্বীকৃতি স্বরুপ, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, চট্টগ্রাম ইপসাকে শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংগঠন হিসেবে ঘোষনা দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৯ উপলক্ষে, ইপসা'র স্টল পরিদর্শন করছেন, চট্টগ্রাম মহিলা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যক্ষ।

কক্সবাজার জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার সাথে লেবার মাইগ্রেশন প্রকল্পের কর্মকর্তার অভিবাসী আইন ২০১৩ নিয়ে আলোচনা ।

চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়ার শরফ ভাটা ইউনিয়নে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক উঠান বৈঠক।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. স্থানীয় পর্যায়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক সরকারি তথ্য ও সেবা সমুহ গ্রাম অঞ্চল ও প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষদের নিকট এখনো অজানা। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠি অভিবাসন বিষয়ক সরকারি তথ্য ও সেবা সমূহের ধরন সর্ম্পকে জানতে পারছে ও সচেতন হচ্ছে । নিরাপদ শঅভিবাসন মানুষের আগ্রহ বাড়ছে এবং প্রতারণার মাত্রা কমে আসছে।

২. ইপসা'র গবেষণা ও কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগ সমাধানে বা বিচার প্রাপ্তিতে প্রান্তিক পর্যায়ে কোনো সুযোগ নেই। সেই প্রেক্ষাপটে স্থানীয়ভাবে গঠনকৃত অভিবাসন অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটি (জিএমসি) একটি কার্যক্রর মডেল। এই কমিটির মাধ্যমে বিচারপ্রাপ্তি সহজ ও ঝামেলাহীন।

৩. জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সেবা বিকেন্দ্রিকরণে, ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপিত ফেয়ার মাইগ্রেশন সাপোর্ট সেন্টার একটি অন্যতম মডেল। এই সেন্টার থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠি সহজে অভিবাসন বিষয়ক সরকারি তথ্য ও সেবা সমুহ সর্ম্পকে জানতে পারছে। ভিকটিম অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগগুলো এখানে সংরক্ষিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে পারছে। পরবর্তীতে এই নিবন্ধনকৃত অভিযোগগুলো অভিবাসন অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটি সমাধানের চেষ্টা করেন বা অধিকতর আইনি সহায়তা দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে রেফার করেন।

৩.প্রকল্পের নামঃ ভূমিহীন জনগোষ্টির জীবন-জীবিকার সুরক্ষা প্রকল্প (এফজিজি ২)

প্রকল্পের সময়কালঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং।

দাতা সংস্থাঃ একশনএইড বাংলাদেশ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ কক্সবাজার জেলা (সদর ও মহশেখালী উপজেলা)।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো যে, দুর্যোগ, ভূমিগ্রাস ও জমি অধিগ্রহনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জীবন-জীবিকার সুরক্ষা ব্যবস্থা সবল করা।আরো নির্দিষ্ট করে বললে, এই প্রকল্প নির্দিষ্ট ভূমিহীন পরিবারের সামর্থ্য নির্মানের মধাব্যমে কর্তৃপক্ষ ও সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্টান সমূহকে জনকেন্দ্রিক করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- সামাজিক এবং পরিবেশগত অধিকার রক্ষায় কমিউনিটির জনগনকে সোচ্চার করা।
- লবি এবং এডভোকেসী করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমান তৈরী করা।
- জবাবদিহিতামূলক কর্পোরেট/বিনিয়োগকারী এবং সরকারী সংস্থা নিশ্চিত করা।
- ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর এবং পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন নীতিমালা এবং চর্চার উন্নয়ন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠিঃ

উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি যেমন, ভূমিহীন জনগোষ্ঠি, ভূমি ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি, পেশাহারা জনগোষ্ঠি, স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠি

প্রকল্পের মুলঅর্জন সমূহঃ

১. ১৩৮৮ জন সদস্যের ৩৪টি কমিউনিটি দল, ১০ সদস্যের ১টি মানবাধিকার সুরক্ষা কমিটি, ৩১ সদস্যের ১টি জনসুরক্ষা কমিটি এবং ২১ সদস্যের ১টি জনসুরক্ষা মঞ্চ প্রকল্পের লবি এবং এডভোকেসী কার্যক্রম এর সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে। এদের মধ্যে ৯৬৬ জন নারী যারা এডভোকেসী কার্যক্রমের সাথে সরাসরি যুক্ত।

২. কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে স্থানচ্যুত ৪৫ পরিবারে মধ্য থেকে ৩০ পরিবারকে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩০ পরিবারের প্রত্যেক পরিবারকে নতুন বাসস্থানে স্থানান্তরের জন্য ৩০০০ টাকা করে প্রদান করেছে। স্থানচ্যুত ৪৫ পরিবার হতে ১ জন করে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজের সুযোগ দেয়া হয়।

৩. কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করছে। যেমন: কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে কর্মহীন ১১২৮ শ্রমিকের প্রত্যেককে ২,৮৮,০০০/ টাকা করে চেক হস্তান্তর করে, ৪০০ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার যারা জীবিকা হারিয়েছে তাদের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারকে ২,২০,০০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদাণ করা হয়। এছাড়া ৫৫০ জন কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়েছে মাতারবাড়ি এলাকা থেকে।

৪. কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরসনে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাঙ্গাখালী খালের উপর দিয়ে পাইপ স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে ।

৫. কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে ভরাট হয়ে যাওয়া কোহেলিয়া নদী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কতৃক ড্রেজিং করে খনন করা।

প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত, প্রাণ, প্রকৃতি ও উন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা।

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় র‍্যালি।

পুনবার্সন এর দাবীতে সংসদ সদস্যেও সাথে আলোচনা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. এডভোকেসী কার্যক্রম এর কার্যকর বাস্তবায়রের জন্য ভূমি অধিকার আইন, নিয়ম-নীতি, ভূমি অধিগ্রহণ, মানবাধিকার এবং সরকারের মেগা প্রকল্প সম্পর্কে সকল কমিউনিটি দলের সদস্যদে ভালো ধারনা এবং জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

২. অধিকার আদায়ে ঝুকিঁ নিয়ে সরকার ও উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে এডভোকেসী লবি করে ভূমি ক্ষতিগ্রস্থদের অধিকার আদায়/ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার সক্ষমতা অর্জন করা প্রয়োজন।

৩. মানবাধিকার সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের নিজস্ব সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অন্যান্য ষ্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত লাভ প্রয়োজন।

৪.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ এডভান্স প্রোগ্রাম ফর ইমপ্রুভড লাইফস্টাইল অব দি আরবান পুউর (এপিলাপ)

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০১৬ থেকে জুন ২০২০ ইং।

দাতা সংস্থাঃ একশন এইড বাংলাদেশ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোশেনের ১৯ ও ৩৫ নং ওয়ার্ড।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং নারী, শিশু ও যুবদের অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারী ও যুবদের প্রশিক্ষন প্রদান এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ স্পন্সর এবং নন স্পন্সর শিশু, নারী ও যুব দল সমূহ।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ৬০০ স্পন্সরড শিশু এবং ৪০০ কমিউনিটি শিশুকে ১৯ এবং ৩৫ নং ওয়ার্ডের চারটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনা খরচে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়া।

২. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে যুব ইশতেহার অর্ন্তভূক্তিকরণ।

৩. সঠিক তালিকা তৈরির মাধ্যমে কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ৯২ টি পরিবারকে খাদ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন।

৪. ১০০ টির অধিক রিফ্লেকশন একশন সার্কেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যুতে (দুর্যোগ প্রস্তুতি, নারী অধিকার, পারিবারিক সহিসংতা প্রতিরোধ) কমিউনিটির মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। ঘূর্নিঝড় বুলবুল ও আম্পানের সময়ে রিফ্লেকশন একশন সার্কেল দলরা সঠিকভাবে কাজ করে মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে সহায়তা করেছে।

৫. সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় যুবদের অংশগ্রহন বেড়েছে যেমন ওয়ার্ড লেভেল স্বাস্থ্য কমিটিতে ৪ জন (ছেলে-২ জন, মেয়ে- ২ জন) , ওয়ার্ড লেভেল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৫ জন (ছেলে-২ জন, মেয়ে-৩ জন), ওয়ার্ড লেভেল শিশু সুরক্ষা কমিটি ৪ জন (ছেলে-২ জন, মেয়ে- ২ জন), স্কুল কমিটিতে ১ জন, চাক্তাই ব্যবসায়ী সমিতিতে ১ জন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে যুব ইশতেহার গ্রহণ করছেন আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী রেজাউল করিম চৌধুরী।

স্পন্সরড ও কমিউনিটি শিশুরা শিশুবিকাশ কেন্দ্রে পড়াশোনা করছে।

ঐবারা কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ৯২ টি পরিবারকে খাদ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরনের কাজ করছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. কমিউনিটির মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করা সম্ভব নিয়মিত রিফ্লেকশন একশন সার্কেলে অংশগ্রহনের মাধ্যমে।
২. শিশু ফোরাম গঠন এবং শিশুদের নিয়মিত উপস্থিতি শিশুবিকাশ কেন্দ্রে নিশ্চিত করার ফলে প্রাইমারি পর্যায়ে শিশু ঝরে পড়ার হার কমানো সম্ভব।
৩. যুবারা বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে নের্তৃত্ব দিতে পারে যদি তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন গ্রহনের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজের সুযোগ পায়।

৫.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক অধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রম (সেইফটি ফাস্ট)

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২১ ইং।

দাতা সংস্থা ঃ Kadorie Charitable Foundation (KCF)

প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঃ সিতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

লক্ষ্যঃ প্রকল্পটি চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড এলাকায় বাংলাদেশের একমাত্র শীপব্রেকিংয়ে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উক্ত শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক সেবা ও সচেতনামূলক কার্যক্রম।

উদ্দেশ্যঃ

১. জাহাজভাঙ্গা শ্রমিকদের শ্রম কল্যাণ ও তাদের ক্ষমতায়নে শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের আলোচনার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা।
২. জাহাজভাঙ্গা কার্যক্রমে শ্রম বান্ধব পরিবেশ ও শিশু শ্রমিক হ্রাসকরণে মালিক, শ্রমিক ও স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৩. শ্রম আইন এবং জাহাজভাঙ্গা শিল্প সংক্রান্ত বিধির বাস্তবায়নে মালিক, শ্রমিক ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমূহকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ও মালিক পক্ষ।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. প্রকল্পের আওতায় সিনিয়র শ্রমিককে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
২. জাহাজভাঙ্গা শিল্পে নিহত সকল শ্রমিকের মৃত্যু জনিত ক্ষতিপূরণ মালিকপক্ষের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।
৩. ইয়ার্ডের ভিতরে মালিক পক্ষের সহায়তায় ইপসা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যা পূর্বে কখনো সম্ভব হয়নি।
৪. প্রকল্পের আওতায় জাহাজভাঙ্গা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে ।
৫. প্রকল্পের আওতায় ২০০ জন হতদরিদ্র শ্রমিকের শ্রমিক কল্যান তহবিলে আবেদন করা হয়েছে।

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় মানববন্ধন

নিরাপত্তা বিষয়ে লিগ্যাল ক্যাম্প আয়োজন করেছে ইপসা।

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে সাংবাদিকের সাথে মতবিনিময় সভা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. এখনো কিছু কিছু শিপব্রেকিং ইয়ার্ডে রাতের বেলায় শিশুশ্রমিক কাজ করে এবং দূর্ঘটনা ঘটলে তা লুকানোর চেষ্ঠা করে।
২. শিশু শ্রমিকদের জন্য শিপব্রেকিংয়ের বিকল্প একটি নিরাপদ ও শোভন কর্মক্ষেত্র প্রয়োজন।
৩. শ্রমিকদের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে তাদেরকে সংগঠিত করে ন্যায্য অধিকার আদায় করা সম্ভব।

৬.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ স্ট্রেনদেনিং ডিপিও (ডিজএ্যাবল পারসনস অর্গানাইজেশন) মুভমেন্ট ফর পারটিসিপেটিং লোকাল গভর্নমেন্ট কমিটি

প্রকল্পের সময়কালঃ ১ নভেম্বর ২০১৮ থেকে ৩১ জানুয়ারী ২০২০ ইং।
দাতা সংস্থাঃ হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম (এইচআরপি) ও ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপম্যান্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ কক্সবাজার সদর ও রামু উপজেলা, কক্সবাজার।
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য-

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন সমূহকে সক্রিয়করণের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায়ে সচেতনতা ও জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
২. স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ৫০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের পরিবার। পাশাপাশি ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।
প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নির্দেশে শারিররীক প্রতিবন্ধী শ্যামল কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সামনে স্থায়ীভাবে বসে জুতা সেলাই ও মেরামতের কাজ করছেন।
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের দাবীর প্রেক্ষিত ১২ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী সমাজসেবা থেকে শিক্ষা বৃত্তি লাভ করছেন।
৩. ২ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শিক্ষা ও কৃষি বিষয়ক ইউনিয়ন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।
৪. উপজেলা সমাজসেবা অফিস থেকে ৩৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুবর্ণ কার্ড অর্জন।
৫. প্রতিবন্ধী সংগঠনের এ্যাডভোকেসীর ফলে ২ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্থানীয় ২টি প্রতিষ্ঠানের চাকরী হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় (কমপক্ষে ২/৩টি)ঃ

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে।
২. প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে কোন কাজ করতে সক্ষম।

৭.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ টেকিং সাকসেসফুলি ইনোভেশন টু স্কেল- পাথওয়ে ফর ডিজএ্যাবিলিটি - ইনক্লুসিভ গ্রাজুয়েশন আউট অব পোভারটি প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ এপ্রিল ২০১৮ থেকে মার্চ ২০২২ ইং।
দাতা সংস্থাঃ হিউম্যানিটি ইনক্লুশনস।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, মিরশরাই উপজেলা, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য-

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড ও মিরশরাইতে বসবাসরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ পরিবার চরম দারিদ্র ও দারিদ্রতা হতে উত্তোরনের মাধ্যমে সেবায় প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির ধাক্কা কমিয়ে আনা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ১৩০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের পরিবার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. ২২১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আইজিএ এবং দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করছেন।

২. ৯৭ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নাক, কান ও গলা এবং চোখের চিকিৎসার জন্য রেফারেলের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহন করছেন

৩. ৭৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

৪. শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পারিবারিক পর্যায়ে প্রবেশগম্যতার কাজ করার মাধ্যমে সীতাকুণ্ড ও মিরশরাইতে বসবাসরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কার্যক্ষমতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মোট (পুরুষ ৩, নারী ৩) প্রবেশগম্যতার কাজ করা হয়েছে।

৫. ১৫৫ (পুরুষ- ৮৯ ও নারী ৬৬) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ইপসা অর্থনৈতকি উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে সহজশর্তে ৫৪৪৭০০০ টাকা ঋণ নিয়ে কাজ করছেন।

গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শ্রবণ ও দৃষ্টি সহায়ক উপকরণ বিতরণ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাগ সেলাই বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে।

২. প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে কোন কাজ করতে সক্ষম।

৮.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ চট্টগ্রাম বিভাগে জনগনের সামাজিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধ

প্রকল্পের সময়কালঃ ১ নভেম্বর ২০১৯ ইং থেকে ৩০ জুন ২০২২ ইং

দাতা সংস্থাঃ জিসার্ফ (GLOBAL COMMUNITY ENGAGMENT AND RESILIENCE FUND)

প্রকল্পের কর্ম-এলাকাঃ কক্সবাজার জেলা (সদর, রামু, চকরিয়া, মহেশখালী উপজেলা), চট্টগ্রাম জেলা (সীতাকুন্ড উপজেলা)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ উগ্রবাদ ও সহিংসতা মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমুহঃ

১. যুব জনগোষ্ঠী ও মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা উগ্রবাদী ও সহিংস কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে

২. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

৩. উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক ও ধর্মীয় নেতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে তাদের অর্থবহ সম্প্রক্ততা নিশ্চিতকরণ

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ১৮-৩৫ বছরের বেকার এবং ঝরে পড়া যুব জনগোষ্ঠীর
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫-২২ বছরের ছাত্র-ছাত্রী
- নারী
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ

- সুশীল সমাজের সংগঠন, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, ধর্মীয় নেতা, মিডিয়া, সমমনা সংগঠন, স্থানীয় ফোরাম এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি
- শিক্ষক সমাজ

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ কক্সবাজার জেলা প্রশাসন কতৃক পরিচালিত অরুণাদয় বিদ্যালয়ে প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন কক্সবাজার জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক।

২. ৫৫ টি যুব সংগঠন প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

৩. নতুন কর্ম এলাকা হিসেবে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

৪. চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় ২০টি যুব গ্রুপ গঠন করা হয়েছে (নারী - ২০০, পুরুষ - ২০০)।

৫. যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস, বাংলাদেশ পুলিশ কাউন্টার টেররিজম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসিইউ) এবং জাতিসংঘ সহযোগীতায় "ন্যাশনাল কনফারেন্স অন প্রিভেন্টিং এন্ড কাউন্টারিং ভাইওল্যান্ট এক্সট্রিমিজম" শিরোনামে ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে ৯-১০ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে দুইদিন ব্যাপি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

৬. উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ের উপর জিসার্ফ আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের ১১-১২ মার্চ ২০২০ দুইদিন ব্যাপি একটি প্রশিক্ষণে ইপসা কনসোর্টিয়ামের ৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষনটি কনসোর্টিয়াম সদস্যদের পাশাপাশি প্রকল্প এবং সংগঠনের উন্নয়নে ব্যপক রাখবে।

৭. কোভিড-১৯ এর উপর সচেতনতা তৈরীতে সোশ্যাল কেম্পেইনের অংশ হিসেবে মেসেজ ডেভেলপ করা হয় এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করা হয়।

স্বররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদ্দুজামান খান এবং বাংলাদেশ পুলিশের উধ্বর্তন কর্মকর্তাদের সাথে ইপসা সিভিক প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করছেন ইপসা প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান।

কক্সবাজারে জেলা প্রশাসক জনাব মো: কামাল হোসেন ইপসা সিভিক প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের শুভ উদ্ভোধন করেন।

সিভিক প্রকল্পের কার্যক্রম হিসেবে শিক্ষকদের সাথে দিনব্যাপি ওরিয়েন্টেশনের একটি মূহুর্ত।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. ক্লাবের সাথে কাজ করা এই প্রকল্পের নতুন অভিজ্ঞতা এবং প্রকল্পের কার্যক্রমকে টেকসই করতে সহায়তা করবে।

২. চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় এই প্রকল্পের নতুন এলাকা হিসেবে কাজ শুরু করাতে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে।

৩. প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সঠিক ভাবে উপস্থাপন করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে।

৯.প্রকল্পের নামঃ ইপসা-ইউএসএইড'স-ইয়েস এ্যাকটিভিটিস ফর কক্সবাজার

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী-২০২০ থেকে ডিসেম্বর-২০২২ ইং।

দাতা সংস্থাঃ ইউএসএইড, বাংলাদেশ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সদর , রামু , উখিয়া , টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই, বাজারমূখী স্থিতিশীল জীবনধারনের সুযোগ তৈরী করণ এবং সামাজিক সংহতি স্থাপনের মাধ্যমে কক্সবাজারে সামজিক দ্বন্ধের ঝুকি হ্রাস করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- যুব ও যুব মহিলা

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. প্রকল্পের প্রস্তাবনা অনুসারে সকল স্টাফ নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে।
২. প্রকল্প এলাকায় জেন্ডার বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
৩. কোভিড-১৯ নিয়ে নির্ধারিত কর্ম এলাকায় ডাটা কার্যক্রম সংগ্রহ চলমান রয়েছে।
৪. যুব জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষন বিষয়ে বাজার চাহিদা নিরুপনের লক্ষ্যে যুব জনগোষ্ঠী ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়।
৫. কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্রে প্রশিক্ষনার্থীদের তথ্য সংগ্রহ এবং কার্যাবলী লিপিবদ্ধকরন ও অনুসরনের লক্ষ্যে ক্লাউড বেইসড সিস্টেম তৈরিতে কনসোর্টিয়াম এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অংশগ্রহন।

চাহিদা নিরুপনের লক্ষ্যে যুব জনগোষ্ঠী ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা

প্রকল্পের পরামর্শকের সাথে জনপ্রতিনিধির সাক্ষাৎকার

নারী প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরুপণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. অপর্যাপ্ত বাজেট। প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।
২. কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা প্রাধান্য পাইনি।

১০.কর্মসূচী/ প্রল্পের নামঃ হার-ফাইন্যন্স

প্রকল্পের সময়কালঃ এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ ইং।

দাতা সংস্থাঃ BSR (Business for Social Responsibility)|

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ ঢাকা জেলা (সাভার, আশুলিয়া) এবং গাজীপুর জেলা (সদর, শ্রীপুর)।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ

১. ডিজিটাল ব্যাংকিং (মোবাইল মানি) সেবার মাধ্যমে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে বেতন প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক জ্ঞান সম্পর্কে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে সচেতনতা তৈরি।
২. ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আনুষ্ঠানিক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং বিশেষ করে এর দ্বারা নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।
৩. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি করা এবং আর্থিক বিষয়ে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী এবং পুরুষের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রমিকদের সচেতন করা।
৪. ডিজিটাল ভাবে বেতন প্রদানের মাধ্যমে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল সেবা ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে এই সেবা ব্যবহারে নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন করা।

৫. গার্মেন্টস সেক্টরে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও সর্বোপরি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে; এবং সরকারের ঘোষিত ভিশন ২০২১ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গার্মেন্টস কর্মীরাও অংশীদার হয়েছে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ১৮-ততোর্ধ্ব সকল নারী ও পুরুষ (গার্মেন্টস শ্রমিক)
- ফ্যাক্টরির মিডল ম্যানেজমেন্ট

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. প্রায় ১৩০০০ গার্মেন্টস শ্রমিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে (মোবাইল ব্যাংকিং) বেতন-ভাতা পাওয়ার মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় এসেছে।

২. টাউন হল মিটিং এর মাধ্যমে ১৩০০০ শ্রমিক মোবাইল মানি সেবা ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য, নির্দেশনা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন।

৩. ৬০০ পিয়ার এডুকেটরদের মোবাইল মানি, মোবাইল মানির বিভিন্ন সেবা, আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেটিং, সঞ্চয় এবং পরিবারের সাথে আর্থিক বিষয়ে আলোচনা বিষয়ক ৬ টি মডিউলের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী পিয়ার এডুকেটর রা এই সকল তথ্য বা শিক্ষণীয় বিষয় অন্য শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করেছেন।

৪. ডিজিটাল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলা এবং বেতন গ্রহণে স্বল্প আয়ের শ্রমিক এবং বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা (৭৫০০) আত্নবিশ্বাসী এবং ক্ষমতায়িত হয়েছেন। নারী শ্রমিকদের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের সাথে আর্থিক বিষয়ে আলোচনার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে (প্রকল্পের জরিপ অনুযায়ী)।

৫. মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে বেতন গ্রহন করে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন হয়ে শ্রমিকদের মাঝে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। অনেকেই নতুন করে সঞ্চয় শুরু করেছেন এবং যারা আগে থেকে সঞ্চয়ে অভ্যস্ড় ছিলেন তারা সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন (প্রকল্পের জরিপ অনুযায়ী)।

প্রকল্প অবহিতকরণ সভা

পিয়ার এডুকেশন প্রশিক্ষণ

গার্মেন্টস শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় সভা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নে প্রকল্পে পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর নারী অধিকার সচেতনতায় অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই, নারীর নিজের উপার্জিত অর্থের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়ে জোর দেওয়া এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে দাতা সংস্থা এবং ইপসা উভয়েই কাজ করে যাচ্ছে এবং বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিচ্ছে।

২. স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের ক্যাশের বদলে মোবাইল মানির মাধ্যমে বেতন প্রদান করায় তাদের নিরাপদ ভাবে সঞ্চয়ের স্থান এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস তৈরি হয়েছে, টাকা হিসাব করে খরচ করা সহজ হচ্ছে এবং কম সময়ে বা খরচে লেনদেন করছেন গার্মেন্টস শ্রমিকরা (প্রকল্পের জরিপ অনুযায়ী)।

১১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ আস্থা (স্ট্রেংদেনিং এক্সেস টু মালটি-সেক্টোরাল পাবলিক সার্ভিসেস ফর জিবিভি সার্ভাইভার্স ইন বাংলাদেশ)

প্রকল্পের সময়কালঃ মার্চ ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ইং।

দাতা সংস্থাঃ ইউএনএপপিএ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার জেলা (রামু, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা)।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ সরকারি মাল্টি সেক্টর ও সিভিল সোসাইটিকে শক্তিশালী করে নারীর প্রতি সহিংসতা কমানোর মাধ্যমে কক্সবাজারের রামু, উখিয়া ও টেকনাফের উপজেলার সেবার মান বৃদ্ধি করে জাতীয় পরিসংখ্যানে অবদান রাখা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা ও সেবা বৃদ্ধি করা।
২. ক্ষতিকর সামাজিক রীতি ও আচরণ যা সহিংসতাকে উদ্ধুদ্ধ করে , সেসবের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- তিনটি উপজেলায় সহিংসতার শিকার হওয়া ও সাধারণ নারীরা।
- তিনটি উপজেলার কন্যা শিশুরা।
- উপজেলা সমুহের যুব সমাজ ও সাধারণ জনগণ।
- উপজেলা সমুহের বাইশটি ইউনিয়নের এনএনপিসি কমিটি ও মাল্টি সেক্টরের সদস্য সমুহ।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য কোর্ড ইয়ার্ড, গ্রুপ মিটিং ও টিস্টল মিটিং এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ৬১,২৩৭ জনকে এবং পরোক্ষভাবে ১০৩০০০জনকে সচেতন করা হয়েছে।
২. রামু , উখিয়া ও টেকনাফ থানায় নারী সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন ও সংস্কার করা হয়েছে।
৩. এই সময়ের মধ্যে ৭২৭ জন সারভাইকে বিভিন্ন মাল্টিসেক্টর সেবার জন্য রেফার করা হয়, তার মধ্যে ১৫১ জনকে কোর্টে এডিআর করা হয় এবং ৩৬টি কেস নিষ্পত্তি করা হয় , ইহাছাড়া ৭২ জনকে আইনী সেবা পাওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
৪. ২২টি ইউনিয়নে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন ও সক্রিয় করা হয়।
৫. রামু, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় ও কক্সবাজার জেলায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি পুনঃগঠন করা হয়।

জাতীয় আইন সহায়তা দিবসে ইপসা'র অংশগ্রহণ।

জিভিবি ন্যাশনাল ক্লাস্টার কো-অডিনের্টর প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদযাপন

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. সাংবাদিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যদি নারী নির্যাতন বিষয়ে ভুমিকা রাখার চেষ্টা করে, তবে আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা অনেক সহজ হবে।
২. সাধারণ জনগণের মাঝে বদ্ধমূল সামাজিক ক্ষতিকর ধারণা পরিবর্তন করা অনেক কঠিন ব্যাপার।

১২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস-কক্সবাজার

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২১ ইং।

দাতা সংস্থাঃ ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার জেলা (সদর, রামু, উখিয়া, টেকনাফ, চকরিয়া, পেকুয়া মহেশখালী, কুতুবদিয়া উপজেলা)।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী করে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করাই হল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠির আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী ও দ্রুত বিচার প্রাপ্তির জন্য বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তঃ কার্যকর যোগাযোগ বৃদ্ধি করা;
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি ও বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহীতার সর্ম্পকউন্নয়ন করে দ্রুত ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা;

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রান্তিক জনগোষ্ঠি যারা অর্থেও অভাবে সরকারের আইনি সেবা থেকে বঞ্চিত।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ইউনিয়ন পর্যায়ে ৬৮টি আইন সহায়তা কমিটি ও ৬ টি উপজেলা পর্যায়ে আইন সহায়তা কমিটি গঠন ও কার্যক্রররকরণে সহযোগীতা করা হয়েছে। এই কমিটিদ্বয় যথাক্রমে আইন সহায়তা বিষয়ক অভিযোগগুলো জেলা আইন সহায়তা অফিসের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পক্তিকরণ ও আইন সহায়তা বিষয়ক সেবা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মাঝে প্রচার করছে।

২. প্রকল্প এলাকায় ৮১টি তথ্য এবং সচেতনতা উপকরণ বিষয়ক সাইনবোর্ড প্রতিস্থাপন স্থাপন করা হয়েছে।

৩. জেলা আইন সহায়তা অফিসারের মাধ্যমে গত ১ বছরে ২৭০ টি অভিযোগ সমাধান করা হয়।

৪. প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমনঃ ৭১টি প্রকল্প অবহিতকরণের মাধ্যমে প্রায়ই ৯০০জন, ১৫৪টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রায়ই ৩,২০০ জন , ২টি গনশুনানিতে প্রায়ই ১৫০ জন এবং ২৯টি মাইকিং প্রচারণায় প্রায়ই ৫০০০ জন, সর্বমোট প্রায়ই ৯২৫০ জনের অধিক জনগোষ্ঠিকে আইন সহায়তা বিষয়ক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

৫. প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কিছু উপজেলা, ইউনিয়ন আইন সহায়তা কমিটি সক্রিয় হয়েছে। এবং যার ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আইনী প্রবেশগম্যতা তৈরী হয়েছে।

আইন সহায়তা বিষয়ে জন সচেতনতা তৈরীতে মাঠ পর্যায়ে মাইকিং এর মাধ্যমে তথ্য বিনিময়।

জেলা জজ, জেলা আইন সহায়তা অফিসার, আইনজীবীগনদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা।

আইন সহায়তা বিষয়ে জন সচেতনতা তৈরীতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য বিনিময় সভা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. আইন সহায়তা বিষয়ক সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক পর্যায়ে নেই তাই সুবিধাভুগীরা সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে মানুষেয় কাছে সরকারি আইনি সেবা সর্ম্পকিত বিভিন্ন তথ্য গুলো পৌছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

২. প্রান্তিক পর্যায়ে আইন সহায়তা বিষয়ক অভিযোগ সমাধানের জন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই সবাইকে জেলায় অবস্থিত জেলা আইন সহায়তা সংস্থার সরণাপন্ন হতে হয়। যা অনেক সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল । বিশেষ করে কুতুবদিয়া ও মহেশখালী দ্বীপবাসীর। কিন্তু উক্ত এলাকায় চৌকি আদালত রয়েছে। সরকারি ভাবে চৌকি আদালতের আইনজীবীদের ফী প্রদান করা নিয়ে জটিলতার কারণে তারা আইনী সেবা প্রদান করা থেকে বিরত রয়েছে। যদি এটার সমাধান করা যায় তাহলে আইন সহায়তা বিষয়ক অভিযোগগুলো খুব দ্রুত নিষ্পক্তি করা সম্ভব হবে।

১৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস-চট্টগ্রাম

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২১ ইং।

দাতা সংস্থাঃ ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম জেলা (রাঙ্গুনীয়া, ফটিকছড়ি, পটিয়া, সাতকানিয়া ও সন্দ্বীপ উপজেলা)।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী করে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করাই হল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠির আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী ও দ্রুত বিচার প্রাপ্তির জন্য বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তঃ কার্যকর যোগাযোগ বৃদ্ধি করা;
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি ও বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহীতার সর্ম্পকউন্নয়ন করে দ্রুত ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা;

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রান্তিক জনগোষ্ঠি যারা অর্থেও অভাবে সরকারের আইনি সেবা থেকে বঞ্চিত।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ৭৮ টি ইউনিয়ন পরিষদ লিগ্যাল এইড কমিটির ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে কমিটির দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
২. ৩ টি উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে কমিটির দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে ।
৩. মাইকিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে আইনি অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়।
৪. ১১৪ টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নারী ও পুরুষকে সরকারী খরচে আইনি সেবা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
৫. ৬৯ টি ইউনিয়ন পরিষদ লিগ্যাল এইড কমিটির দ্বিমাসিক সভা মনিটরিং করা হয়েছে।

আইন সহায়তা বিষয়ে জন সচেতনতা তৈরীতে স্কুল পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন।

উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির ওরিয়েন্টেশন।

আইন সহায়তা বিষয়ে জন সচেতনতা তৈরীতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য বিনিময় সভা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. আইন সহায়তা বিষয়ক সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক পর্যায়ে নেই তাই প্রান্তিক জনগোষ্ঠি সরকারি সেবা ও আইনী প্রবেশগম্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে মানুষেয় কাছে সরকারী আইনি সেবা সর্ম্পকিত বিভিন্ন তথ্য ও আইনী প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে।
২. চৌকি আদালতকে সংক্রিয় করা গেলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আইনী প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্র তৈরী হবে। উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য করা গেলে এই কমিটি অধিক কার্যক্রর করা যাবে।

১৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ অর্ন্তভূক্তি/অন্তনিবেশ কর্মসূচী

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ ইং।

দাতা সংস্থাঃ এডিডি ইন্টারন্যাশনাল।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম জেলা (সিটি এরিয়া, সীতাকুন্ড ও মিরসরাই উপজেলা)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. প্রতিবন্ধী মহিলা এবং পুরুষদের অন্তর্ভূক্ত কর্মসংস্থান তৈরীতে সক্ষম করতে কি কাজ করে তার কার্যকর, উদ্ভাবনী এবং ইউএনসিআরপিডি সম্মতিযুক্ত প্রমান তৈরী এবং প্রচার।
২. আনুষ্ঠানিক চাকুরীতে প্রবেশাধিকার করার জন্য প্রতিবন্ধী মহিলা এবং পুরুষদের দক্ষতা বৃদ্ধি ।
৩. নিয়োগকর্তা এবং কর্মসংস্থান পরিষেবা সরবরাহকারী (উদাঃ নিয়োগ সংস্থাগুলি) আরও অন্তর্ভূক্ত অনুশীলন প্রদর্শন।
৪. বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীতা আন্দোলন অন্তর্ভূক্ত কর্মসংস্থান কার্যক্রমে নেতৃত্ব এবং সমর্থন করার শক্তিশালী ক্ষমতা প্রদর্শন।

৫. কর্মসূচীর কার্যক্রমের সাথে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের পরিবর্তন যা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী নারী এবং পুরুষদের অন্তর্ভূক্তিকে প্রচার করার জন্য সক্ষম করে তোলা।

৬. প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষদের অন্তর্ভূক্তিমূলক কর্মসংস্থান সক্রিয় করতে সরকার ও জাতীয় নিয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রান্তিক ও প্রতিবন্ধী সুবিধবঞ্চিত যুব জনগোষ্ঠি (১৮ থেকে ৩৫ বছর)।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ৫টি ডিপিওর সক্ষমতা ও দূর্বল দিকের মূল্যায়ন ও বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

২. ২টি ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা বাস্তবায়ন ডিপিও লিডার বা কমিটি সদস্যদের সমন্বয়।

৩. ৪৫টি সেল্প-হেল্প গ্রুপ বা আত্মনির্ভরশীল দল গঠন ও সচেতনতামূলক সভা বাস্তবায়ন।

৪. ৩০টি চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের মাপিং ও তালিকাকরণ। ১২টি কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ম্যাপিং ও তালিকাকরণ

৫. ১২০ জন চাকুরী প্রত্যাশী ম্যাপিং ও তালিকাকরণ।

৬. প্রতিবন্ধী দিবস, নারী দিবস ও অন্যান্য দিবস উদয্াপন (প্রকল্প হতে মুজিব শতবর্ষ সহ ৩টি দিবস উদযাপিত হয়েছে)।

চট্টগ্রাম সিটি করর্পোরেশনের মেয়রের উপস্থিতিতে প্রকল্প অবহিতকরণ সভা।

প্রকল্প আয়োজিত ২৮তম আর্ন্তজাতিক ও ২১তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস এ সভাপতিত্ব করেন মিরসরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

ইনক্লুশন ওয়ার্কস প্রকল্প আয়োজিত ডিপিও র সাথে কর্মসূচী বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কাজ করতে গেলে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা প্রয়োজন।

২. চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ বা কথা বলতে গেলে প্রতিবন্ধী বিষয়ক ব্যাপক ধারণা থাকতে হবে।

৩. উন্নয়নকর্মী হিসেবে প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে; যা একমাত্র পড়াশুনা ও ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে সম্ভব।

১৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ চেমপিয়ন অব চেইঞ্জ (সি ও সি) প্রজেক্ট

প্রকল্পের সময়কালঃ নভেম্বর ২০১৮ থেকে জুন ২০২০ ইং।

দাতা সংস্থাঃ প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার জেলা (উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা)।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

সমাজে যারা উচ্চ ঝুঁকিতে অবস্থান করছেন তাদের ঝুঁকি নিরসনে সাড়া দেয়া এবং নিরাপত্তা সেবা প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকি নিরসন করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এই প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য হল কিশোরদের মানুষিক বিকাশের পাশাপাশি জেন্ডার বিষয়ে তাদের আচরনগত পরিবর্তন করা, তাদের যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, নিরাপদ যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য ও মনো সামাজিক সমর্থন সম্পর্কে জানা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রান্তিক ও সুবিধবঞ্চিত কিশোর বালক (১১ থেকে ১৯ বছর)।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. কিশোর বালকদের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে (৬০০০ জন)।

২. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে (৬০০০ জন)।

৩. ব্যাক্তিক আচরন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা হয়েছে (৬০০০ জন) ।
৪. মানো সামাজিক ও স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উপকরন প্রদানের মাধ্যমে তাদের আচরনের ইতিবাচক পরিবর্তন করা হয়েছে (৬০০০ জন)।
৫. কমিউনিটির জনগণের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া জাগানো হয়েছে (বিভিন্ন নাঠক ও ভিডিও শো প্রদর্শন এর মাধমে)।
৬. মাদক ও মানব পাচার এর কুফল সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান করা হয়েছে (৬০০০ জন)।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. লক্ষিত উপকারভোগী কিশোর বালক গন জীবন ও দক্ষতা বিষয়ক সেশনের মাধ্যমে তাদের নিজেদের আত্ব-বিশ্বাস বৃদ্ধি, জেন্ডার বিষয়ক ধারনা লাভ এর পাশাপাশি জেন্ডার বৈসম্য ও সহিংসতা বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সহ প্রজনন তন্ত্র ও যৌন বাহিত রোগ সংক্রমন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে যাহা তাদের ব্যাক্তিগত জীবনের সোপান হয়ে থাকবে।
২. মাদক ও মানব পাচার এর কুফল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার পাশাপাশি ব্যক্তির আবেগ ও মানুষিক চাপ নিয়ন্ত্রন করতে পারছে এবং তাদের ব্যাক্তিগত জীবনে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে না।
৩. মনোসামাজিক উপকরন ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারছে।

১৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ চাইল্ড লেবার ইম্প্রুভমেন্টস ইন বাংলাদেশ (ক্লাইম্ব) প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ ইং।
দাতা সংস্থাঃ ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার। সহযোগীতায়ঃ উইনরক ইন্টারন্যাশনাল ।
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার জেলা (সদর ও মহেশখালী উপজেলা)।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
বাংলাদেশের শিশু শ্রম এর জন্য গ্রহণযোগ্য কাজের পরিবেশ উন্নয়ন সাধনঃ শিশু শ্রম এবং/অথবা জোড়পূর্বক শ্রম এবং তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য কাজের পরিবেশ লঙ্ঘন, এই খাতে এবং/অথবা এই চক্রের সঠিক, অবাধ এবং বাস্তব তথ্য চিহ্নিতকরণ এবং লিপিবদ্ধকরণে সুধীসমাজ এর উন্নয়নকরন । শিশু শ্রম এবং/অথবা জোড়পূর্বক শ্রম এর অপব্যবহার এবং তাদের জন্য গ্রহনযোগ্য কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করে শিশুদের সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে সাড়া দিতে তাদেও দুঃখ/দূর্দশার কারনসমূহ এবং/অথবা শ্রম শোষণে যারা ক্ষতিগ্রস্থ তাদের প্রতিকারে সুধী সমাজের কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের সামর্থ্য উন্নয়নকরণ।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ শিশু শ্রমিক এবং শিশু শ্রমিকের পরিবার।
প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ইপসা নাজিরারটেক শুকনো ফিশ প্রসেসিং এরিয়ায় প্রকল্পের অধীনে একটি তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র প্রতিষ্টিত করেছে। শিশু শ্রমিক এবং তাদের পরিবার পাশাপাশি কমিউনিটির লোকেরা এই কেন্দ্রের সুবিধাভোগী । কেন্দ্রটি ইপসার জন্য তথা এই প্রকল্পের জন্য অত্র এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
২. ক্লাইম্ব এডভোকেসী নেটওর্য়াকের অন্যতম এক সদস্য স্বপ্নজাল স্বেচ্চাসেবী সংস্থার পরিচালক মোঃ সাকির আলম ইপসার ক্লাইম্ব কর্মসূচীতে উদ্ভুদ্ধ হয়ে শিশু শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের জন্য সাহার্য্যথে এগিয়ে আসেন এবং তার সংস্থা ২০০ শিশু শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে সুরক্ষার সরঞ্জাম (হ্যান্ড গ্লাভস ও ফেইস মাস্ক) সরবরাহ করেছেন। তাছাড়া তাদের মধ্যে ৬০ জনকে গরম কাপড় বিতরন করেছেন।
৩. ইপসা ক্লাইম্ব প্রকল্পের অধীনে তিন ধরনের পোষ্টার প্রকাশনা করা হয়েছে এই প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তথা শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সচেতনতা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে । যা এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রাখবে।
৪. রির্পোটের এই সময়কালে ইপসা কক্সবাজার ও মহেশখালীর প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মোট ২০ জন সরকারি ১২০ জন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশিক্ষন প্রদান করেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করেন যা ক্লাইম্ব প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে কার্যকরী ভুমিকা রাখতে পারেন।

কক্সবাজার পৌরসভার স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে অভিযোগ প্রক্রিয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা সেশন পরিচালনা করেন উপপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

শিশুশ্রম প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বিষয়ক পথনাটক।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. সমস্ত স্তরের অংশীদারদের সাথে অংশীদারিত্বের পদ্ধতি যেমন (সমঝোতা চুক্তি, যৌথ প্রচেষ্টা, দক্ষতা শেয়ারিং) এবং সমস্ত আগ্রহী সিএসও/ সিবিও সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে দায়িত্বশীল করে তোলার মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি অর্জন তথা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সহজতর হয়।

২. সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত কর্যক্রমগুলির সময়কাল আরো সংক্ষিপ্ত করা দরকার।

১৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ চিলড্রেন আর নট ফর সেল প্রজেক্ট

প্রকল্পের সময়কালঃ জুন ২০১৮ইং হইতে ৩০শে জুন ২০২০ ইং।

দাতা সংস্থাঃ রেডিও জলপ্যান-সুইডেন।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার জেলা (টেকনাফ উপজেলা)।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

১. প্রতিরোধের মাধ্যমে শিশু পাচার ও বাণিজ্যিক যৌন-শোষণ (কমার্সিয়াল ফিজিক্যালি সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এন্ড এবিউজ) কমিয়ে আনা এবং প্রতিরোধ করা।

২. শিশু পাচার ও যৌণ-শোষণ কমাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর মান উন্নয়নের জন্য আইনী ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

৩. শিশু পাচার ও যৌণ-শোষণ কমাতে উপযোগী জীবিকা এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এই প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো ব্যাপক সচেনতার মাধ্যমে স্থানীয় শিশু, কিশোর, কিশোরীদের শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহ, পাচার হয়ে যাওয়া রোধ করা ও বানিজ্যিকভাবে যৌন নির্যাতন ও শোষন বন্ধ করা, কমিউনিটি বেইজড চাইল্ড প্রটেকশন কমিটি এবং ইউথ ক্লাবের সদস্যদের সম্পৃক্তকরনের মাধ্যমে পাচারের বিষয়গুলি তুলে আনা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সহিংসতার শিকার শিশু ও তাদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করা ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ স্থানীয় শিশু/কিশোর এবং তাদের পরিবার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. গ্রাম পর্যায়ে জনগন আগের চেয়ে শিশু পাচার, শিশু শ্রম, শিশু বিবাহ, শিশু নির্যাতন সম্পর্কে অনেকাংশে সচেতন হয়েছে এবং শিশুর অধিকার, শিশু উন্নয়ন ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে কথা বলতে পারছে।

২. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সামগ্রী বিতরণের ফলে অনেক পিতা-মাতা ও যত্নবাহকের আর্থিক কষ্ট লাঘব হয়েছে এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং শিক্ষা থেকে ঝঁরে পড়া অনেক শিশু বিদ্যালয়গামী হয়েছে।

৩. বিভিন্ন ক্যাম্পেইন, মতবিনিময় সভা ও সেশনের মাধ্যমে এলাকার মানুষের মাঝে 'শিশুর অধিকার ভিত্তিক একটি এপ্রোচ' এর সৃষ্টি হয়েছে এবং শিশু শোষণ, নির্যাতন, অপব্যবহার ও অবহেলার শিকার শিশুদেরকে 'কেইস ম্যানেজমেন্ট'-এর আওতায় রেজিষ্ট্রেশন কার্যসম্পন্ন ও সেবা প্রদানের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

৪. শিশু শ্রম, শিশু শোষণ ও শিশু পাচার প্রতিরোধ দরিদ্র্য ও হতদরিদ্র কিছু পরিবারকে আয়বর্ধক বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তিতে পরিবারগুলোকে অর্থৈনিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫. শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও জেন্ডার বান্ধব মনোভাব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নারী পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহনে কমিউনিটি বেইজড চাইল্ড প্রটেকশন কমিটি (সিবিসিপিসি) ও ইয়ুথ ক্লাবের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশু পাচার, শিশু শ্রম, শিশুবিবাহ প্রতিরোধে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা প্রশাসনের পরার্মশ অনুযায়ী প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে।

কমিউনিটি বেইজড চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটি (সিবিসিপিসি) অংশগ্রহণে মাসিক সভা।

হতদরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ সমগ্রী বিতরণ।

গ্রাম পর্যায়ে মতবিনিময় সভা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমিউনিটির বিভিন্ন পেশাজীবি এবং স্থানীয় জনপ্রশাসনের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন হচ্ছে।

২. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

৩. কমিউনিটির নিজস্ব কৃস্টি ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি সম্মান প্রদর্শন সম্ভব হচ্ছে।

১৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন

প্রকল্পের সময়কালঃ জুন ২০১৮ইং হইতে ৩০শে জুন ২০২০ ইং।

দাতা সংস্থাঃ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন - বিএনএফ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম জেলা (সীতাকুন্ড উপজেলা)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

উপকারভোগীদের আত্ন নির্ভরশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ স্থানীয় সুবিধাবঞ্চিত নারী ও তাদের পরিবার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. উপকারভোগীদের সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন প্রদানের ফলে কাজে দক্ষতা বাড়ছে।

২. উপকারভোগীরা ইপসা থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা বা উদ্যোগ পরিচালনা করছে।

৩. উপকারভোগীরা সংসারে বাড়তি আয় করছে এবং সংসারের উন্নতি হচ্ছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. পরিবারে ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বেড়েছে।

২. নারীর প্রতি সসিংসতার হার কমেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

ইপসা বিশ্বাস করে উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। ইপসা গতিশীল, টেকসই, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, যেখানে যুবদের কর্মসংস্থান, নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, বিশেষ জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক অর্ন্তভূক্তি ও সম্মানজনক কর্মসংস্থান বিষয়টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। বর্তমানে, ইপসা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ এর আওতাধীন অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন থিমে নিম্নোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক কর্মসূচী
০১	অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি।
০২	দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)।
০৩	প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
০৪	মাঁচা পদ্ধতি প্রযুক্তি সম্প্রসারন, মানসম্মত উপকরন ও ব্যবসা উন্নয়ন সেবা সহজলভ্যকরন এবং বিপনন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ছাগলপালনকারী উদ্যেক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরন শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প।
০৫	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি।
০৬	ইপসা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি।
০৭	কৈশোর কর্মসূচি।
০৮	কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট।
০৯	উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (এ্যাভোক্যাডো, রামবুতান, কফি, বার্হি খেজুর) শীর্ষক প্রকল্প।
১০	ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি।
১১	রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি) জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ।
১২	চট্টগ্রামের মীরসরাই ও সীতাকুণ্ডে ইকো-টুরিজম শিল্পের উন্নয়ন"শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প।
১৩	তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমূখী আয়ের উৎস সৃষ্টি।
১৪	ইপসা - বিএসআরএম লাইভলীহুড প্রকল্প।
১৫	শিমের বীজ (খাইস্যা) প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প।
১৬	সাসটেনবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)।
১৭	ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার।

১. কর্মসূচির নাম ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি

কার্যক্রম শুরু ঃ ১৯৯৩ সাল থেকে চলমান।

কর্ম এলাকা ঃ

জেলা ঃ ৮টি (চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর এবং কক্সবাজার)।
উপজেলা ঃ ৩২টি। ইউনিয়ন এবং পৌরসভা ঃ ১৯৫ টি । গ্রাম/ওয়ার্ড ঃ ১৭৫৫ টি।

ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ

লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সংগঠিত করে পুঁজি গঠন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাস ও ক্ষমতায়ন।

উদ্দেশ্য ঃ

১. সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে আত্মবিশ্বাস ও উন্নয়নে স্পৃহা সৃষ্টি করা।
২. সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা।
৩. স্থায়ী সম্পদ আহরণ ও এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৪. উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডের সাথে লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্ত করন।
৫. সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ঠি করা।
৬. উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধনের সংস্থান করা।
৭. সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ ঃ

১) গ্রুপ গঠন
২) সঞ্চয় সৃষ্টি
৩) ঋন চাহিদা যাচাই বাছাই এবং ঋন বিতরন
৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
৫) সচেতনায়ন কার্যক্রম
৬) সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
৭) রেমিটেন্স

চলমান প্রোডাক্ট সমূহ ঃ

১. সঞ্চয় কর্মসূচি

১.১) সাধারণ সঞ্চয়। ১.২) মুক্ত সঞ্চয়। ১.৩) মাসিক সঞ্চয়

২. ঋণ কর্মসূচি ঃ

২.১) জাগরণ
২.২) অগ্রসর
২.৩) সুফলন
২.৪) বুনিয়াদ
২.৫) অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম ঋণ
২.৬) আইজিএ ঋণ
২.৭) সম্পদ সৃষ্টি ঋণ
২.৮) জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ
২.৯) স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট ঋণ
২.১০) আবাসন ঋণ
২.১১) আরসিসি ঋণ
২.১২) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীননমান উন্নয়ন ঋণ
২.১৩) অগ্রসর (এমডিপি)
২.১৪) অগ্রসর (এসইপি)

দাতা গোষ্ঠী/সহযোগী সংস্থা ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং নিজস্ব ফান্ড ।

মাঠ পরিদর্শনে ঋণ গ্রহীতার সাথে মতবিনিময়।

টার্কি মুরগী পালনে একজন সফল সদস্য।

বাশঁ বেতের জিনিস তৈরী করে সফল নারী।

কর্মসূচির অর্জনসমূহঃ

শাখার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	সঞ্চয় স্থিতি	ঋণ স্থিতি	এ যাবত ঋণবিতরণ	উদ্বৃত্ত তহবিল	ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়ের হার
৫৭	৬৯,০৯৬	৪৯,২৮৫	৫২৪,৯৭২,৭৮৩	১,৫৩৯,২৭৮,৮১০	১০,২৫২,৫০৯,০০০	১৬৬,১১৪,৮৫৫	৯৯.২১%

২. কর্মসূচি/ প্রকল্পের নামঃ দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)

প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১০ সাল থেকে চলমান।

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ ও ইপসা'র নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ

- সৈয়দপুর ইউনিয়ন, সীতাকুণ্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম জেলা
- কলমপতি ইউনিয়ন, কাউখালী উপজেলা, রাঙ্গামাটি জেলা
- পানছড়ি ইউনিয়ন পানছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি জেলা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

পরিবার কেন্দ্রিক উন্নয়নের লক্ষে পরিবারে বিদ্যমান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সমাজের প্রতিটি ব্যাক্তির মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী ঃ সৈয়দপুর ইউনিয়নে- ৬৩৩১ পরিবার, কলমপতি ইউনিয়নে- ৩৩৩৫ পরিবার এবং পানছড়ি ইউনিয়নে ২১২০ পরিবার।

কর্মসূচির মূল অর্জনসমূহঃ

১. চক্ষুক্যাম্পের মাধ্যমে ৮৭৭ জন রোগীকে সাধারণ চক্ষুসেবা প্রদান করা হয় এবং অতিদরিদ্র ৪৩ জন অসহায় চক্ষুরোগীকে বিনামুল্যে চোখের ছানি অপারেশন ও লেন্স প্রতিস্থাপন করা হয়। বর্তমানে তারা সবাই সুস্থ আছেন।
২. ১৪৮ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ৪৫০৪ জন রোগীকে এমবিবিএস ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
৩. বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ৪ টি স্বাস্থ্য কাম্পের মাধ্যমে ১৮৩২ জন রোগীকে বিনামুল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়।
৪. ৯৫ টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ৯৬৮ জন ছাত্র - ১০১২ জন ছাত্রী মোট ১৯৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামুল্যে পাঠদান করানো হয়।
৫. ৩০ জন উদ্যামী সদস্যকে পুর্নবাসনের জন্য ৩০ লক্ষ টাকার আয়বর্ধনমূলক সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ফলে স্থানীয় পর্যায়ে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।
২. শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ফলে শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধ সম্ভব।
৩. উন্নয়নে যুব সমাজ সম্পৃক্ত হলে এলাকায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং সহ অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা সহজ হয়।

বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প-২০২০।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত স্বাস্থ্য ক্যাম্প।

বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী।

৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম ঃ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

কর্মসূচির সময়কালঃ ডিসেম্বর ২০১৫ইং হতে চলমান।

কর্মএলাকাঃ সংস্থার ৫৭টি এমএফ এন্ড এমই শাখার আওতাধীন।

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে অধিকার ভিত্তিক বাঁধামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

অংশগ্রহণকারী / লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ৮টি জেলার ১৭৫ টি ইউনিয়নের ২০০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের পরিবার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ১৬৭৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সংস্থার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করণ, যার মধ্যে ৯৬৬ জন ঋণ নিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়েছে।
২. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে ৭০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নাক কান ও গলা ও চোখের চিকিৎসা করানো।
৩. ৩৮ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।
৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ বিতরণ ৩৪,৪৪৯,০০০এবং ঋণ স্থিতি: ১১,৬৭২,৭১৮।
৫. সবজি চাষ ও নেতৃত্ব ও যোগাযোগ উন্নয়ন এর উপর ৫৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

অর্ন্তভূক্তিমূলক অর্থায়ন ও অনুদানের টাকা ব্যবহার করে পোলট্রির ব্যবসার করছেন একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

নের্তৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিজেদেও সুযোগসমূহ চিহ্নিত করছেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি সেবা সমূহ নিয়ে সীতাকুন্ডের সৈয়দপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মতবিনিময় ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা।
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ মাঁচা পদ্ধতি প্রযুক্তি সম্প্রসারন, মানসম্মত উপকরন ও ব্যবসা উন্নয়ন সেবা সহজলভ্যকরন এবং বিপনন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ছাগলপালনকারী উদ্যেক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরন শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প

প্রকল্পের সময় কালঃ জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০।

সহযোগী সংস্থাঃ পল্লী কর্ম - সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. ক্ষুদ্র খামারীদের ছাগল পালন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন।
২. মানসম্মত উপকরন প্রকল্প এলাকায় সহজলভ্যকরন।
৩. ব্যবসা উন্নয়ন সেবার প্রাপ্তি সহজিকরন।
৪. ক্ষুদ্র উদ্যেক্তাদের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশ নিশ্চিতকরন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ছাগল পালনকারী ৫০০০ পরিবার।

প্রকল্পেরমূল ৫টি অর্জনসমূহঃ

১. ৬৮৮ টি পরিবারকে মাঁচা স্থাপন, পাঁঠা সরবরাহ, মডেল ফার্ম ও হাইড্রোপনিক ফডার চাষের জন্য বিভিন্ন সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। আর ও প্রায় ৪৩০ টি পরিবার নিজ উদ্যোগে মাঁচা স্থাপন করে উন্নত প্রযুক্তিতে ছাগল পালন করছে।
২. কমপক্ষে ৪০০০ পরিবারকে প্রশিক্ষন দেওয়া, পিপিআর ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক ট্যাবলেট ও সুষম খাবার সরবরাহ সহ বিভিন্ন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।
৩. ২৫ % ছাগলের খামারির উৎপাদন প্রায় ২০০% বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. ছাগলের মৃত্যুহার ৩৫% থেকে কমে ৩% এ নেমে এসেছে।
৫. ছাগলের সংখ্যা ১১০০০ থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় ৪৩০০০ হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. ক্ষুদ্র খামারি উদ্যোক্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নের দ্বারা উন্নত প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছাগল পালন করে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিকরন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব।
২. দরিদ্র ও অতিদরিদ্র কর্তৃক পরিচালিত ছাগল পালন ও মাংস উৎপাদন ব্যবসা টেকসইভাবে ভ্যালু চেইন কর্মকান্ডে অর্ন্তভুক্ত হবে।

৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

কর্মসূচির সময়কালঃ জুলাই ২০১৮-চলমান।

কর্মএলাকাঃ সৈয়দপুর ইউনিয়ন, সীতাকুণ্ড উপজেলা ও মুছাপুর ইউনিয়ন,সন্দ্বীপ পৌরসভা, সন্দ্বীপ উপজেলা, চট্টগ্রাম।

সহযোগী সংস্থাঃ পিকেএসএফ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ প্রবীণদের মর্যদাপূর্ণ, দারিদ্রমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবমনান উন্নয়নে সহায়তা করা ও এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ৩৩৪১ জন প্রবীণ ব্যক্তি ও তাদের পরিবার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার সৈয়দুপর ইউনিয়নের ও সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর এবং পৌরসভা ৩০০ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে মাসে ৫০০ টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান হয়।
২. ২৬৮ জন দরিদ্র ও চাহিদা সম্পন্ন প্রবীণ ব্যক্তিকে কম্বল, টর্চ লাইট, ছাতা, হুইল চেয়ার, ক্যাচ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী প্রদান করা হয়।
৩. সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর এবং পৌরসভার এলাকার ২৭৮ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রদান করা হয়।
৪. ১৮০ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে আয় বৃদ্ধিমুলক কাজে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়।
৫. ১৬০ জন প্রবীণ ব্যক্তি " প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধণ ঋণ" নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম করছেন।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে খেলাধুলায় ব্যস্ত প্রবীণরা।

সন্দ্বীপে শ্রেষ্ট প্রবীণ ক্রেষ্ট প্রদান করছেন ইপসার প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান।

প্রবীণদের কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে ইপসা'র প্রধান নির্বাহী ও পরিচালক (অর্থনৈতিক উন্নয়ন

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রবীণ ব্যক্তিদের বয়স্ক ভাতা প্রদান করার ফলে প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে পারছে।

২. প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজে মর্যদার সাথে বসবাস করতে পারে।

৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

কর্মসূচির সময়কালঃ জুলাই ২০১৭ থেকে চলমান।

কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম ও পানছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ শিশু-কিশোর - তরুণদের সুকুমার বৃত্তি, মননশীলতার উন্নয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ, প্রতিভার বিকাশ, সুশিক্ষায় শিক্ষিত, সুসংস্কৃতি ও নৈতিকতা সম্পন্ন করা, ভালো মূল্যবোধ গড়ে তোলাসহ তাদের মননে নানামূখী ইতিবাচক উন্নয়ন করা।

অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ সীতাকুণ্ডের ১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫০০০ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষা বিভাগ এবং পানছড়িতে ৬টি বিদ্যালয় এর ছাত্রছাত্রী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ৩৪৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন।

২. ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী নের্তৃত্ব, গুনাবলী ও বিকাশ বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে পারছে।

৩. ১২ টি বিদ্যালয়ের অংশগ্রহনে আন্তঃবিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বির্তক করার মানসিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহনে আন্তঃবিদ্যালয় সাতার প্রতিযোগিতার আয়োজন ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সাইকেল র‍্যালী অনুষ্ঠিত।

৫. পরিস্কার - পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহনে ২টি এলাকায় পরিস্কার -পরিচ্ছন্নতা অভিযান করা।

আন্ত:বিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বক্তব্য রাখছেন অংশগ্রহণকরী একজন শিক্ষার্থী।

মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সাইকেল র‍্যালী উদ্বোধন করছেন সৈয়দপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান।

নবীণ - প্রবীণ প্রীতি ফুটবল খেলার একাংশ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সৃজনশীল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীল ও মননশীল উন্নয়ন সম্ভব।

২. প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে মেয়েরা দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম।

৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ কৈশোর কর্মসূচি

কর্মসূচির সময়কালঃ জুলাই ২০১৯ থেকে চলমান।

কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম।

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ কিশোরীদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে সমাজে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের অধিকার ও বৈষম্য দূর হবে, বাল্যবিবাহ রোধ, ইভটিজিংসহ সকল ধরনের যৌন নিপীড়ন ও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের হার হ্রাস করা।

অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ সীতাকুণ্ডের ৩৫০ জন কিশোর কিশোরী ।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ২৪০ জন কিশোরীর অংশগ্রহনে ৬টি কিশোরী ক্লাব গঠন ।
২. ৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহনে ৬টি স্কুল ফোরাম গঠন।
৩. ২টি দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে ৫১ জন কিশোররীর অংশগ্রহনে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. ২৪ জন কিশোরী স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য সর্ম্পকে জানতে পেরেছে।
৫. ১২টি কিশোরী ক্লাব ও স্কুল ফোরাম এর মাসিক সভার মাধ্যমে কিশোর ও কিশোরীরা সমসমায়িক বিষয়ে সচেতন হচ্ছে।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালায় দলীয় কাজ করছেন কিশোরীরা।

কিশোরীদের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার গ্রহণ।

সমসাময়িক বিষয় নিয়ে স্কুল ফোরাম সদস্যদের মাসিক সভা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. কিশোরীরা ছেলেদের সম পরিমাণ সুযোগ পেলে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

সহযোগী সংস্থাঃ পিকেএসএফ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. কৃষককে মাঠ পর্যায়ে কারিগরী সহায়তা প্রদান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
২. বেকার যুবক ও নারীদের কৃষি (মৎস্য ও প্রানিসম্পদ সহ) উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
৩. নিরাপদ কৃষিজ উৎপাদনের বিভিন্ন পরিসেবা যেমন ফেরোমন ফাঁদ, গবাদি পশুর কৃমিনাশক ও প্রতিষেধক টিকা প্রদান, মাছ চাষের ক্ষেত্রে পানির গুনাগুন নির্ণয় ইত্যাদি।
৪. কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি।
৫. কৃষি সেবা প্রাপ্তির জন্য সদস্যদের বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে অভিগম্যতা নিশ্চত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ বেকার যুবক ও কৃষক।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষকদেরকে আধুনিক ও নিরাপদ জৈব চাষাবাদে অভ্যস্থ করানোর লক্ষ্যে কৃষি খাতে ১২২ টি, মৎস্য খাতে ৬০ টি এবং প্রাণিসম্পদ খাতে ১৫৫টি প্রদর্শনী প্লট ও খামার বাস্তবায়ন।

২. চাষীদেরকে নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি-টার্কি পালন ও হ্যাচারী স্থাপন, ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ, ফ্রুট ব্যাগ ইত্যাদির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার নিমিত্তে ইউনিটদ্বয় হতে মোট ১২ টি মাঠ দিবস পালন ও খামারী উদ্বুদ্ধকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩. কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন বিষয়াদির উপর ১০ টি উন্নতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪. এলাকার জনগণের মাঝে উচ্চমূল্যের ও উচ্চফলনশীল ফসলের চাষ, মাছ ও প্রাণির খামার গড়তে উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি কারিগরী সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যেমন-ড্রাগন ফল,বেবি তরমুজ,গ্রীষ্মকালীন টমেটো, ভেটকি মাছ ও চিংড়ি চাষ, কাঁকড়া মোটাকতাজাকরণ, উন্নত জাতের গাভী পালন, খাসী মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি।

৫. কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে ইপসা'র ৫০০০ সদস্যকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিনামূল্যে কারিগরী সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

চিংড়ি হাতে সফল চাষী।

বসতভিটায় জৈব সবজি চাষের বাগান পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ কর্মকর্তা বৃন্দ।

হাসেঁর খামার।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, অনুদান ও যথাযথ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সফল আইজিএ বাস্তবায়ন সম্ভব।

২. সদস্যদের পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিতকরণ ও আয় বৃদ্ধি করা গেলে জীবনমান উন্নত হয় ।

৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (এ্যাভোক্যাডো, রামবুতান, কফি, বার্হি খেজুর) শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ ইং।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ উচ্চ মূল্য মানের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. এলাকায় নতুন ৩টি জাতের (এ্যাভোক্যাডো, রামবুতান, কফি) চাষ সূচনা হল।

২. একই জমিতে ফল চাষের পাশাপাশি আন্তঃফসল (আদা, হলুদ, আনারস ইত্যাদি) চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষকরা আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে।

৩. ঘিরাবেড়া হিসেবে জীবন্ত গাছ (লেবু,কলা,ভাদি ইত্যাদি) ব্যবহারের ফলে বছর বছর ঘিরাবেড়ার খরচ বেচে যায় এবং ফসল বিক্রি করে আয়ও হচ্ছে।

৪. সদস্যরা উচ্চফলনশীল ফসল চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেরাই উচ্চফলনশীল ফল চাষে আগ্রহী হচ্ছে।

৫. এলাকার লোকজন ফল চাষ পদ্ধতি,পরিচর্যা,স্থর ভিত্তিক ফলস আবাদ ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করেছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. উচ্চফলনশীল ফসলের সাথে আন্তঃফসল চাষ করলে মূল ফসলের পূর্বেই আন্তঃফসল থেকে নিয়মিত একটা আয় পাওয়া যায়।

২. জমির সীমানায় জীবন্ত গাছ দিয়ে বেড়া দিলে সীমানা থেকেও আলাদা আয় পাওয়া সম্ভব।

১০. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি

প্রকল্পের সময়কালঃ জুন-১৬ থেকে চলমান

সহযোগী সংস্থাঃ পিকেএসএফ এন্ড বিশ্ব ব্যাংক

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড, মীরসরাই ও ফেনী জেলার ইপসা এমএফএন্ডএমই শাখা এলাকা।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ গ্রামীণ এলাকার জনগোষ্ঠির জন্য উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ইপসা এমএফএন্ডএমই প্রোগ্রামের সদস্য ।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ৪৫০০ হাইজেনিক ল্যাট্রিন তৈরি।
২. ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ বিতরণ।
৩. প্রায় ৯০০ নতুন সদস্য বৃদ্ধি।
৪. এই ৪৫০০ ল্যাট্রিন দেখে একই মডেলের আরো প্রায় ১০০০০ ল্যাট্রিন তৈরি হয়েছে।
৫. ওবিএ স্যানিটশেন লেট্রিন নারী ও কিশোরীদের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ সম্পন্ন একটি লেট্রিন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. টিফাইভ দ্বারা ল্যাট্রিন তৈরি হওয়ায় হাইজিন মানা সম্ভব হয়েছে।
২. এটি দেখে এলাকাবাসী উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেরা ল্যাট্রিন তৈরি করেছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মানা সম্ভব হয়েছে।
৩. বর্তমান করোনা ঝুঁকি থেকে রক্ষা পেতে এই ল্যাট্রিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি) জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৭ থেকে চলমান।
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
সহযোগী সংস্থাঃ পিকেএসএফ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. বিলুপ্ত প্রায় আরসিসি জাত রক্ষা করা
২. সদস্য পর্যায়ে আরসিসি লোন সরবরাহ
৩. একটি আদর্শ আরসিসি প্রজনন খামার স্থাপন
৪. আরসিসি বুল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে প্রজনন সেবা নিশ্চিত করা
৫. কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান করে রোগ প্রাদুর্ভাব কমানো ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ২২৫ টি আগ্রহী পরিবার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. আরসিসি পালন প্রশিক্ষণ-৫ টি ,প্রশিক্ষণার্থী-১২৫।
২. আরসিসি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রায় ২০৪ টি।
৩. কৃমিনাশক বিতরণ ১০০০।
৪. টিকা প্রদান ১২০০।
৫. ২৫০ সদস্যের মাঝে আরসিসি ঋণ বিতরণ ১ কোটি।

আরসিসি গরু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

আরসিসি গরু পালনকারী নারী উদ্যোক্তা।

আরসিসি পালনকারী সদস্যদের ওষুধ বিতরণ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. আরসিসি জাত সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
২. আরসিসি জাত সর্ম্পকে জনগনের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে জনগন উক্ত জাতের গরু লালন পালনে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

১২. প্রকল্পের নামঃ "চট্টগ্রামের মীরসরাই ও সীতাকুণ্ডে ইকো-টুরিজম শিল্পের উন্নয়ন"শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: আগস্ট, ২০১৮ইং থেকে জুলাই, ২০২০ইং।

সহযোগী সংস্থাঃ পিকেএসএফ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম জেলা (সীতাকুন্ড ও মিরসরাই উপজেলার দর্শনীয় স্থানসমূহ)।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর টেকস্ই জীবনযাত্রার মান (ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত) উন্নয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পরিবেশ বান্ধব আধুনিক পর্যটন সরঞ্জামাদি, উপকরণ এবং সার্ভিস নিশ্চিতকরণ। দক্ষ সার্ভিস প্রোভাইডার ও সার্ভিস সহযোগী উন্নয়নের মাধ্যমে গুণগত সার্ভিসের সংখ্যা বৃদ্ধি। ইকো-ট্যুরিজম সার্ভিসের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পর্যটকের সংখ্যাবৃদ্ধি। ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের মাঝে আর্থিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রকল্প এলাকার স্থানীয় (১০০০ জন) সার্ভিস প্রোভাইডার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. **হোম স্টে সার্ভিস উন্নয়ন:** এর আওতায় এখন পর্যন্ত ৬টি উপযুক্ত বাড়িকে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে ট্যুরিস্টদের থাকার জন্য উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। উক্ত বাড়িসমূহেকে এয়ারবিএনবি এবং স্টে এন্ড রাইড ইত্যাদি ওয়েব সাইটে নিবন্ধন করিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া আরোও ২০টি বাড়ি হোম স্টে হিসেবে এয়ারবিএনবি ওয়েব সাইটে নিবন্ধন করা হয়েছে। প্রতিটি হোম স্টে সার্ভিসে প্রতিমাসে গড়ে ১৫ জন ট্যুরিস্ট সেবা গ্রহণ করেছে।
২. **সার্ভিস প্রভাইডারদের "ইকোট্যুরিজম এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ক ওয়ার্কশপ:** এর আওতায় এই পর্যন্ত ৩২০ জন সার্ভিস প্রভাইডারকে ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমে ট্যুরিস্টদের সার্ভিস প্রদানে দক্ষ করা হয়েছে।
৩. **বোট রাইডিং সার্ভিস:** এই কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্প এলাকা সীতাকুণ্ডের গুলিয়াখালী সমুদ্র সৈকত ও মিরসরাইয়ের মহামায়া লেকে এখন পর্যন্ত ১৩ জন বোট রাইডিং সার্ভিস প্রোভাইডার সৃষ্টি করা হয়েছে। দৈনিক একজন বোট রাইডা গড়ে ১৩০ থেকে ১৪০ জন পর্যটককে এই ভ্রমণ সেবা দিতে পারেন।
৪. **ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার :** এই কার্যক্রমের আওতায় সীতাকুণ্ডের গুলিয়াখালী সমুদ্র সৈকত ও মিরসরাইয়ের মহামায়া লেক এবং খৈয়াছড়া ঝর্ণায় ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার গড়ে উঠেছে। এর ফলে উক্ত পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে দৈনিক গড়ে ১৫-২০ জন পর্যটক মায়েরা এই সেবা গ্রহণ করে থাকে।
৫. **কায়াকিং:** এই কার্যক্রমের আওতায় মিরসরাইয়ের মহামায়া লেকে এখন পর্যন্ত ৩জন সার্ভিস প্রোভাইডার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ২৫টি কায়াক রয়েছে। দৈনিক ২০০-২৫০ জন ট্যুরিস্ট বর্তমানে কায়াক সার্ভিস উপভোগ করছে। প্রতি কায়াকে সার্ভিস প্রদাণের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ২০০০-২৫০০ টাকা আয় করছে।

মিরসরাই মহামায়া লেকে পর্যটকদের আনন্দ দিতে গড়ে ওঠেছে কায়াকিং সার্ভিস।

ট্যুরিস্টদের বিউটিফিকেশনের সার্ভিস চালু করেছেন সার্ভিস প্রভাইডার শিল্পী সাহা।

নাপিত ছড়া ঝর্ণা এলাকায় পর্যটকদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে টয়লেট ও বাথরুম সার্ভিস।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. পরিবেশ সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ফলে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. প্রকল্প এলাকায় বেকার যুবক/যুবতীদের ট্যুরিজম সংশ্লিষ্ট কাজে প্রশিক্ষণ প্রদাণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি পরিবারের দৈন্যতা দূরীকরণে ভূমিকা প্রদান করছে।

৩. এফ এম রেডিওসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প এলাকার প্রচারের মাধ্যমে প্রচারণা বৃদ্ধি পাওয়ায় ট্যুরিস্টদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে আয় বৃদ্ধির পথ সুগম হয়েছে।

১৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম ঃ তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমূখী আয়ের উৎস সৃষ্টি

প্রকল্পের সময়কাল ঃ জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২০ ইং।
প্রকল্পের কর্মএলাকা ঃ চকরিয়া ,কক্সবাজার জেলা এবং নাইক্ষ্যংছড়ি , বান্দরবান জেলা ।
সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. তামাকমুক্ত লাভজনক ফসলভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রচলন এবং ফসল চাষের পাশাপাশি গবাদিপশু ও হাস- মুরগী পালনের মাধ্যমে কৃষকের বহুমূখী আয়ের উৎস সৃষ্টি করা।

২. তামাক পোড়ানোজড়িত পরিবেশ দূষন ও বৃক্ষ নিধন হ্রাস এবং তামাক উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করা সহ স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ২০০ জন তামাক চাষী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. তামাক চাষের বিকল্প ফসল চাষের জন্য ২০০ জন তামাক চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে চাষীদের মাঝে সার, বীজ ও বিবিধ উপকরণ (ফেরোমন ও রঙ্গিন ফাদ, পার্সিং ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছে।

২. তামাকের বিকল্প অধিক লাভজনক ফসল হিসাবে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ করার জন্য ২০ জন চাষীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং ২জন চাষীকে উপকরন দেওয়া হগয়েছে ; ফেরোমন ফাঁদ ও রঙিন ফাঁদ ব্যাবহার করে ১৫০ জন চাষীকে নিরাপদ সবজি চাষ করানো হয়েছে।

৩. ২০ জন চাষীকে " কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রেতে গুনগত মান সম্পন্ন বিভিন্ন মৌসুমী সবজির চারা উৎপাদন বিষয়ে" প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং তামাক চাষের পরির্বতে মসলা (মরিচ,পিয়াজ, রসুন), তৈল (সরিসা) ও অর্থকরী ফসল (ফুল ও পান) চাষের জন্য ৩৫ জন চাসীকে উপকরন দেওয়া হয়েছে ।

৪. উন্নত পদ্ধতিতে গাভি পালন ,গরু মোটাতাজাকরন ও মাচায় ছাগল পালন বিষয়ক ১২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫৫ জনকে উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

৫. ২০০ জন তামাক চাষীকে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর (২); উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ (২); কৃষি ও প্রানীসম্পদ বিষয়ক কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ (৭) প্রদান করা হয়েছে ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদন করে কৃষকেরা লাভবান হচ্ছে এবং অন্য চাষীরা এতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

২. তামাক চাষের ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং স্বাস্থ্যের যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা চাষীরা অনুধাবন করতে পারছে ফলে তামাকের বিকল্প সবজি চাষ করে অধিক লাভবান হচেছ ।

৩. মাচায় ছাগল পালন করলে রোগ আক্রমন কম হয় যা অতি লাভজনক তা কৃষকরা বুঝতে পারছে।

১৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা - বিএসআরএম লাইভলীহুড প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১৬ থেকে ২০২১ ইং। **দাতা সংস্থাঃ** বিএসআরএম

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ মীরশরাই উপজেলার মীরশরাই, খৈয়াছড়া, ওয়াহেদপুর ও করেরহাট ইউনিয়ন

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রকল্প এলাকার দরিদ্র নারী ও পুরুষ।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. স্থানীয় নৃগোষ্ঠী সহ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগন ২০০০০-৩০০০০/ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে।

২. ঋণ সুবিধার মাধ্যমে ৫৭৫ জন নারী-পুরুষ বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আত্ব-নির্ভরশীল হচ্ছে।

৩. ৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে কাঠ কাটার নির্ভশীলতা কমানো হয়েছে।

৫. কৃষি নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

পোল্ট্রি ফার্মের একজন সফল নারী উদ্যোক্তা।

ঋণের মাধ্যমে সমতলে একজন সফল আদিবাসী নারী কৃষক।

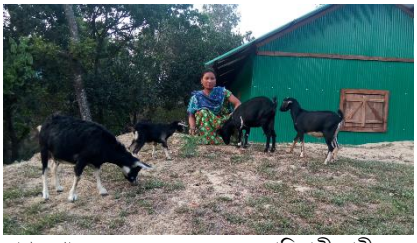

ছাগল পালন করে সফল একজন আদিবাসী নারী।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সহ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজের স্বাবলম্বী করতে পারে।

২. কাঠ কাটা বন্ধ হওয়ায় পরিবেশ তার নিজের অবস্থানে চলে এসেছে ।

১৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ শিমের বীজ (খাইস্যা) প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী'১৯ থেকে জুন'২০ ইং।

প্রকল্পের কর্মএলাকা ঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

লক্ষ্যঃ শিমের শুকনা বীজ (খাইস্যা) প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তার নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করা ও আয় বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্যঃ

১. শিমের মূল্য সংযোজিত পণ্য প্রস্তুত করা।

২. বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরী করা।

৩. বছর জুড়ে শিমের বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ স্থানীয় আগ্রহী কৃষক।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. শিম সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস, শিমের বীজ (খাইস্যা) প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়কজাতকরণ, সংরক্ষণ, ডিহাইড্রেটর মেশিন পরিচালনা বিষয়ক ২০ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২. শিমের শুকনা বীজ (খাইস্যা) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ১টি ব্রান্ডের সূচনা হয়েছে।

৩. প্রকল্পের ২০জন উদ্যোমী উদ্যোক্তার পাশাপাশি আরো ১০০ জন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে।

৪. শিমের শুকনা বীজের বহুবিধ ব্যবহার ও মূল্য সংযোজন সম্পর্কিত ১০০০টি পোস্টার/বুকলেট/লিফলেট তৈরী।

৫. শিমের শুকনা বীজের প্রচার-প্রচারনার জন্য ১টি ভিডিও টিজার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রচার করা হয়েছে।

সদস্যকে ডিহাইড্রেট মেশিন বিতরণ করছেন ইপসার প্রধান নির্বাহী ও পরিচালক (অর্থনৈতিক উন্নয়ন)।

ডিহাইড্রেট মেশিন ব্যবহার প্রশিক্ষণে সদস্যদের একাংশ।

ডিহাইড্রেটর মেশিনে শিম বীচি শুকানো হচ্ছে ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. যে কোন স্থানীয় ফসলের মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে অধিক মুনফা অর্জন সম্ভব।

২. নিরাপদ,স্বাস্থ্যসম্মত এবং পুষ্টিমান সমৃদ্ধ পণ্যের চাহিদা সারা বছর ব্যাপী বিদ্যমান থাকে।

১৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ সাসটেনবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী'১৯ -জুন'২০২২ ইং।

প্রকল্পের কর্মএলাকা ঃ সীতাকুণ্ড ও মিরসরাই উপজেলা, চট্টগ্রাম।

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১. ইপসার ক্ষুদ্র ঋণী মৎস্য চাষী সদস্যদের মাঝে পরিবেশ উন্নয়ন মূলক প্রযুক্তির বিস্তার ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাছ চাষকে স্থায়ীত্বশীল করা।

২. সদস্যদের আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্থ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ স্থানীয় আগ্রহী মাছ চাষী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. পরিবেশ এর ভারসাম্য ঠিক রেখে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

২. লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার।

৩. চার জন মাছ চাষীকে ১২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান।

৪. মৎস্য কারিগরী কর্মকর্তার মাধ্যমে ইপসা'র ৬০০০ সদস্যকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিনামূল্যে কারিগরী সেবা প্রদান।

৫. সদস্যদের অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, অনুদান ও যথাযথ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য খাতের সফল আইজিএ বাস্তবায়ন।

২. সদস্যদের পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা মৎস্য খাতকে টেকসই করে।

১৭. কর্মসূচির নামঃ ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার

কর্মসূচির সময়কালঃ চলমান।

কর্মএলাকাঃ ইপসা ফিজিও থেরাপী সেন্টার সীতাকুণ্ডের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। এই ফিজিও থেরাপী সেন্টারে সাধারনত সমগ্র সীতাকুণ্ড উপজেলা,সন্দীপ, মীরশরাই উপজেলা ও ফেনীর প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে থেরাপী গ্রহন করেন।

কর্মসূচির লক্ষ্যঃ ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্যঃ

১. প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা করা।

২. স্বল্প খরচে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের থেরাপী সেবা প্রদান।

৩. ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য থেরাপী সেবা নিশ্চিত করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কর্মএলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ব্যক্তি ও দূর্ঘটনাজনিত রোগীসহ থেরাপীপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ফিজিওথেরাপী সেন্টারের মাধ্যমে এলাকার প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের বর্তমানে সপ্তাহে ৭ দিন সেন্টারে নিয়মিত থেরাপী প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি রোগীর প্রয়োজন অনুসারে মাঠ পর্যায়ে গিয়েও রোগীকে থেরাপী প্রদান করা হয়।

২. এলাকার ২৬৭ জন স্ট্রোক, মিনিজাইটিস, সেরিব্রাল ফলসি, দূর্ঘটনা আক্রান্ত ও বিভিন্ন ব্যাথা ও রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহন করছে।

ফিজিও থেরাপী সেন্টারে থেরাপী গ্রহণ করছে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

ফিজিও থেরাপী সেন্টারে ইলেক্ট্রিক থেরাপী গ্রহণ করছে একজন প্রবীণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

ফিজিওথেরাপী সেন্টারে থেরাপী গ্রহণ করছে প্রবীণ নারী রোগী।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. বর্তমানে থেরাপী গ্রহনের ফলে সেবা গ্রহনকারী ব্যক্তিদের শারিরীক সক্ষমতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যাথায় আক্রান্ত রোগীদের ব্যাথা উপশম হওয়ার ফলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।

২. থেরাপী গ্রহনের ফলে অনেক স্ট্রোক রোগী দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এটি একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এখানকার প্রধান দুর্যোগ ও পরিবেশগত বিপর্যয়গুলো হচ্ছে বনা, খরা,ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, পরিবেশের অবক্ষয়, নদী ভাঙ্গন, লবনাক্ততা, ভূমি ধ্বস, ভূমির উর্বরতা হ্রাস, ভূমিকম্প, শৈত্য প্রবাহ, বর্জপাত, টর্নেডো, সুনামী ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলো জলবায়ূ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আরও বৃদ্ধি পাবে। সম্প্রতী, মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এর সংখ্যা ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন রোহিঙ্গা ইনফ্লাক্স, মায়ানমার থেকে আগত জোর পূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তাকরণে ইপসা, সরকার ও দাতা সংস্থাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। ইপসা পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতা এবং অভিযোজন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, প্রতিক্রিয়া এবং দুর্যোগের শিকারদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক প্রক্রিয়া ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা উন্নীত করনে সরকারের পাশাপাশি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। বর্তমানে, ইপসা পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর আওতাধীন নিম্নোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মসূচী
০১	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু দুর্যোগের কারনে স্থানচ্যুত পরিবারের জন্য কমিউনিটি-চালিত পরিকল্পিত পুনর্বাসন প্রকল্প তৈরী।
০২	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ সুনিশ্চিতকরণ।
০৩	বাংলাদেশ হাউজিং ল্যান্ড ও প্রোপারটি রাইট্স ইনিসিয়েটিভ।
০৪	প্রয়াস -২, একটি নগর ভিত্তিক ঝুকি হ্রাস প্রকল্প।

১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু দুর্যোগের কারনে স্থানচ্যুত পরিবারের জন্য কমিউনিটি-চালিত পরিকল্পিত পুনর্বাসন প্রকল্প তৈরী।

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০১৮ থেকে নভেম্বর ২০১৯ ইং।
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার পেকুয়া ও কুতুবদিয়া উপজেলা
দাতা সংস্থাঃ ক্লাইমেট জাস্টিজ রেজিলেন্স ফান্ড (Climate Justice Resilience Fund (CJRF)
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
প্রকল্পটি বাংলাদেশের দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলে জলবায়ু স্থানচ্যুত অসহায় পরিবারের পূনর্বাসনের লক্ষ্যে কার্যকর প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরীর নিমিত্তে দাতা সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত একটি প্রাক প্রকল্প, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সম্ভাব্য উপকারভোগী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে ধারাবাহিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশলপত্র ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল :

১. জনসম্পৃক্তকরণ কৌশলপত্র তৈরী করা।
২. ঝুকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরী করা।
৩. কার্যকর যোগাযোগ, প্রচার ও এডভোকেসি কৌশলপত্র তৈরীর মাধ্যমে বৃহৎ পরিসেরে ভবিষ্যতে পুনবার্সন প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরী করা।
৪. জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নয়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা প্রশাসন সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা।
৫. জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ও পুঁজি সরবরাহ করা।
৬. জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও উন্নতমানের গৃহ উপকরণ সরবরাহ করা।
৭. জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকা, বিশেষ করে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলা ও কক্সবাজার জেলার পেকুয়া ও কুতুবদিয়া এবং উপজেলার জলবায়ু দুর্যোগের কারনে স্থানচ্যুত পরিবার ।
প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহঃ

১. ১৭টি জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবার মাচায় ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ পাবার পর ইপসার সহায়তা ছাগল পাবার পর মাচায় ছাগল পালন শূরু করেছে যা বাঁশখালী উপজেলায় প্রথমবারের মতো শুরু হয়েছে।
২. ২০টি পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত, ২টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে ১০০টি পরিবারের নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩. টেইলারিং প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্নের পর ১৮ জন জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারের নির্বাচিত মহিলা সেলাই মেশিন পাওয়ার পর এখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের আর্থিক দুরাবস্থা দূর করতে সহায়তা করছেন।
৪. ৩৫টি জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারের ঘরের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে টিন সরবরাহ করা হয়েছে যার ফলে বর্ষাকালে তাদের আবাসস্থল ভেঙ্গে পড়া থেকে রক্ষা পেয়েছে।
৫. নদী ভাঙ্গনের শিকার জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের পুনর্বাসন করার জন্য উপজেলা প্রশাসনের কাছে ইপসার দীর্ঘ এডভোকেসি কার্যক্রমের ফলে বাঁশখালী উপজেলায় সম্প্রতি ২টি আশ্রয়ন প্রকল্প চালু হয়েছে যেখানে ৬০ জন পুনবার্সিত হয়েছে।
৬. ক্লাইমেট জাস্টিজ রেজিলিয়েন্ট ফান্ডের পরিচালক Heather McGray গত ২৭-২৮ অক্টোবর ইপসার কার্যক্রম পরিদর্শন করে উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং ভবিষ্যতে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের টেকসই পুনবার্সনে কাজ করার কথা জানান। তিনি ইপসার সিনিয়র টিম ম্যানেজমেন্ট এর সাথে বর্তমান প্রকল্পের অগ্রগ্রতি ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা বিষয়ে আলোচনা সভায় মিলিত হন। এছাড়া নেদারল্যান্ডের ওয়াগেনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইনগ্রিড বোস কুতুবদিয়া উপজেলায় ইপসার উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিমিয় করেন। নেদারল্যান্ডের উটরেচট বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওসাইন্স বিভাগের ৩ জন শিক্ষার্থী ইপসার সহযোগীতায় ১ মাস ব্যাপি বাঁশখালী উপজেলার জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের জীবনজীবিকা নিয়ে গবেষণা সম্পন্ন করেন।

ইপসা কর্তৃক প্রদত্ত গভীর নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করছেন জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারের প্রতিনিধিরা।

ইপসা কর্তৃক প্রদত্ত মাচায় ছাগল পালনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ।

দাতা সংস্থা সিজিআরএফ এর পরিচালক চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় ইপসার কার্যক্রম পরিদর্শনকালীন কমিউনিটি টিমের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কাছে পোঁছাতে স্থানীয় মানুষদের সমন্বয়ে গড়া কমিউনিটি টিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

২. জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে দারিদ্রতা বিমোচনের সাথে সম্পর্কিত দক্ষতা বৃদ্ধিমূক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. টেকসই জীবিকা নির্ভর, দূর্যোগ ঝূঁকিমুক্ত স্থানে যথোপযুক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের পুনবার্সন নিশ্চিত করতে হবে।

২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ সুনিশ্চিতকরণ

প্রকল্পের সময়কালঃ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে নভেম্বর ২০২১ ইং।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলাএ

দাতা সংস্থাঃ ক্লাইমেট জাস্টিজ রেজিলেন্স ফান্ড (Climate Justice Resilience Fund (CJRF)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশের দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলের জলবায়ু স্থানচ্যুত অসহায় মানুষদের অধিকারভিত্তিক প্রয়োজনীয়তাসমূহ সমাধান করাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পের মাধ্যমে:

১. জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা তাদের সুনিশ্চিত জীবনধারা ও অধিকারসমুহ দাবী করতে পারে।

২. জলবায় স্থানচ্যুতির সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রয়োজনীয় এডভোকেসি করার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩. জলবায়ু স্থানচ্যুত মুনুষদের পরিবর্তীত জীবনের সাথে অভিযোজিত হবার জন্য ও উন্নত জীবনের লক্ষ্যে প্রয়োজন ভিত্তিক সহায়তা প্রদান করা।

৪. নিরাপদ স্থানে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের মৌলিক চাহিদার সুযোগ সহ আশ্রয় সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকা, বিশেষ করে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলা ও কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার জলবায়ু দুর্যোগের কারনে স্থানচ্যুত পরিবার ।

প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহঃ

১. ৫০টি উঠান বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে প্রায় ১০,০০০ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, খাস জমি বন্টন ব্যবস্থা, স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. ফিলিপাইনের নাগরিক সোশ্যাল ডেভেলাপমেন্ট একটিভিষ্ট Jam Rimbao চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় ইপসার উঠান বৈঠক কর্মসূচি পরিদর্শন করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মতবিনিময় করেন। পরবর্তীতে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের

সভাপতিত্বে উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে জলবায়ু পরিবর্তন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তুচ্যুত মানুষের পুনবার্সন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন।

৩. জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ, সমাজসেবায় স্বেচ্ছাসেবায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক স্থানীয় উদ্যোমী মানুষদের সমন্বয়ে ১০টি কমিউনিটি টিম গঠন করা হয়েছে যেখানে ১০০০ জন সদস্য অন্তভূক্ত করা হয়েছে ।

৪. স্থানীয় মানুষের চাহিদার ভিত্তিতে ১০ জন জলবায়ু স্থানচ্যুত ব্যক্তি নির্বাচনের পর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম খুব দ্রুত শুরু হতে যাচ্ছে ।

৫. ১০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও ২টি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য উপযুক্ত এলাকা নির্বাচনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬. দূর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত স্থানে পুনবার্সনের জন্য জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবার নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে ।

জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধিতে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় উঠান বৈঠক।

ফিলিপিন প্রতিনিধির সাথে বাঁশখালী উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতবিনিময় কর্মসূচি এবং ইপসার কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা।

কুতুবদিয়া উপজেলায় নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠক।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য যেহেতু জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবার পুনবার্সন করা সেহেতু জমি নির্বাচন ও স্থাপনা উন্নয়ন ও পরিবার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, ডকুমেন্টস পূর্ণাঙ্গভাবে যাচাই করার মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশ হাউজিং ল্যান্ড ও প্রোপারটি রাইট্স ইনিসিয়েটিভ

প্রকল্পের সময়কালঃ মে ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ ইং।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড ও সন্দ্বীপ উপজেলা

দাতা সংস্থাঃ ডিসপ্লেসমেন্ট সলিউশন (Displacement Solutions)

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ ও স্থানচ্যুত সম্প্রদায়ের সমস্যা নিরসনে অধিকার ভিত্তিক কাজ চিহ্নিতকরন এবং তাদের ঘর, ভূমি ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানচ্যুত সম্প্রদায়

প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহ ঃ

১. দূর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত ১টি নিরাপদ স্থান পুনবার্সন প্রক্রিয়ার জন্য নির্বাচন, জমি ক্রয়, রেজিষ্ট্রেশন ও ভূমি উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২. চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলা ও সীতাকুন্ডের সৈয়দপুর ইউনিয়নে যথোপযুক্ত বাছাই প্রক্রিয়ার ম্যাধমে চুড়ান্তভাবে ৪টি জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবার নিবার্চন করা হয় পুনবার্সনের জন্য।

৩. ৪টি সেমিপাকা ঘর তৈরীর মাধ্যমে ৪ জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের পুনবার্সন করা হয়েছে।

৪. ক্লাইমেট জাস্টিজ রেজিলিয়েন্ট ফান্ডের পরিচালক Heather McGray গত ২৭ অক্টোবর সীতাকুন্ড উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নে এইচএলপি প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে পুনবার্সিত ৪টি পরিবারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন ও তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়া তিনি চলমান ৪টি পরিবারকে পুনবার্সন কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতিও পরিদর্শন করেন।

৫. প্রাক্তন UNHCR কর্মকর্তা ও আন্তজার্তিক কনসালটেন্ট Mr. Brian Gorlick গত ১৮ নভেম্বর, ২০১৯ ইং সীতাকুন্ড উপজেলায় ইপসার জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারের পুনবার্সন কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় পুনবার্সিত পরিবারসমূহের সাথে

মতবিনিময় করেন। তিনি ইপসার চলমান পুনবার্সন কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে আরো একটি পরিবারের পুনবার্সনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

পুনবার্সনের জন্য পরিবার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সন্দ্বীপ উপজেলায় হরিশপুর ইউনিয়নের জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের সাথে সাক্ষাৎকার।

পুনবার্সনের জন্য ভূমি উন্নয়ন ও ঘরের কাজ মনিটরিং কাজের মুহূর্ত।

পুনবার্সনের জন্য নিবাচির্ত পরিবারদের পুনবার্সন স্থান ও তাদেও ঘরের অবস্থা পরিদর্শন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. টেকসই জীবনজীবিকার নিশ্চয়তা ও কমিউনিটির মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের পুনবার্সন কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত।

২. জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের পুনবার্সনের ক্ষেত্রে পরিবার নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এবং এইক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিবার নির্বানের জন্য বাছাই প্রক্রিয়ায় যত্নবান হতে হবে। স্থানচ্যুত মানুষদের স্থানচ্যুতির আগের ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র যাচাই করা উচিত।

৩. পুনবার্সন কার্যক্রমের জন্য জমি নির্বাচন প্রক্রিয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করে বন্যা ঝুঁকিমুক্ত এলাকায় জমি ক্রয়, রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করে ভুমি উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করে ঘর তৈরীর কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৪.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রয়াস -২, একটি নগর ভিত্তিক ঝুকি হ্রাস প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ আগষ্ট ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ ইং। **দাতা সংস্থা ঃ** সেভ দ্য চিলড্রেন

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ ৭, ৮ ও ১৯ নং ওর্য়াড, চট্টগ্রাম সিটি।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নগরের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারনের দুর্যোগের প্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস এবং সাড়া প্রদানে সক্ষমতা বুদ্ধি করা, যাতে দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন আঘাত ও চাপের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল;

১. দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্য ঝুঁকিপূর্ন এলাকায় বসবাসকারী নারী, শিশুসহ সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্প কাজ করবে।

২. প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে সমন্বিত শিক্ষা নিরাপত্তা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, আপদকালীন সময়ে শিক্ষাকে চালু রাখা এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ।

৩. দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্য নারী এবং শিশুর বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্তকরনের জন্য অধিঃপরামর্শ করা ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার, ওর্য়াড দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি , কমিউনিটি এবং স্কুল শিশু, কর্মজীবি নারী, শিশু ও যুব দল, নারী দল, কেয়ারগিভার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপক্ষ, ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপক্ষ, দুর্যোগ এবং ব্যবস্থাপনা ত্রান মন্ত্রণালয়, জেলা শিক্ষা অফিস, জেলা প্রশাসন, সুশীল সমাজের সংগঠন, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, ধর্মীয় নেতা, মিডিয়া এবং একাডেমিয়া, ক্লাব ও মহল্লা কমিটি।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. ১০০ জন আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারকে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক সার্চ, রেস্কিউ অ্যান্ড ফার্স্ট এইড সম্পর্কিত ট্রেইনিং কোর্স প্রদান করা হয় উক্ত ট্রেইনিং প্রাপ্ত ভলান্টিয়ারগণ জরুরী সময়ে অগ্নি নির্বাপণ সহ বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগে যেমন কোভিড ১৯ মহামারির সময় কর্মঠ এবং দক্ষতার প্রমান দিয়েছে। তারা বিভিন্ন দুস্থ অসহায় মানুষদের মাঝে,

মাইকিং, লিফ্লেট বিতরন, হাত ধোয়ার স্ট্যাশন, ত্রান বিতরন সহ কোভিড ১৯ রোগ থেকে বাচার উপায় সম্পর্কে অবহিত করেছে।

২. ইপসা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৮২ জন মানুষকে জীবিকা নির্বাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যাদের মাঝে ৭৮ জন মহিলা। এছাড়াও অগ্নিকান্ডে খতিগ্রস্ত ৩০০ পরিবারকে ১১,৫০০ নগদ টাকা প্রদান।

৩. ইপসা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থীদের সাথে শিশু ও যুব দলের সংলাপের আয়োজন করে যেখানে চট্টগ্রাম নগরীকে শিশু ও যুব বান্ধব করে গড়ে তুলতে শিশু ও যুব দল তাদের সুচিন্ড়িত মতামত প্রদান করে। উক্ত সংলাপের কারণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সম্ভাব্য মেয়র জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী ওনার নির্বাচনী ইশতেহারে শিশু ও যুব দলের মতামতের প্রাধান্য দিয়ে শিশু ও যুব বান্ধব নগরী গড়তে অঙ্গিকার করেন।

৪. ইপসা এর উদ্যোগে ১৫টি এনজিও এর সমন্বয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রাম আরবান নেটওয়ার্ক গঠিত হয় । গঠিত কমিটি সবাই একসাথে চট্টগ্রাম আরবান এ সমন্বিত কাজ করার একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

৫. ইপসা ও ব্রাক এর যৌথ উদ্যোগে নগরীর রৌফাবাদ এলাকায় শীতলঝরনা ব্রীজ নির্মাণ করা হয়, এর ফলে দৈনিক ১০,০০০ মানুষ নিরাপদ পারাপার এর মাধ্যমে উপকৃত হয়ে আসছে।

আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার এলাকাবাসীকে হাত ধোওয়ার নিয়ম দেখিয়ে দিচ্ছে।

মহিলা দলের সদস্যদের নিয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিষয়ক জীবনমান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ চলছে।

শিশু ও যুব দলের সদস্য নিরাপদ নগরী বিষয়ে তাদের প্রস্তাবনা নগরের আসন্ন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন প্রার্থী জনাব রেযাউল কারিমের কাছে উপস্থাপনা করছেন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. নারী, শিশু ও যুবদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে যেকোনো দুর্যোগে প্রথম সাড়া প্রদানকারী হিসেবে কাজ করা এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা।

২. নগরের কর্ম এলাকার সম্পদ ও ঝুঁকির তথ্য নিরূপণ করে সিটি কর্পোরেশনে রিপোর্ট প্রেরণ ও বাজেট বরাদ্ধকরণ।

৩. বিদ্যালয় সুরক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরনের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান প্রকল্প সমূহ

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান প্রকল্প সমূহ

মায়ানমার থেকে আগত জোর পূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তাকরণে ইপসা, সরকার ও দাতা সংস্থাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ইপসা প্রথম থেকে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে, ইপসা রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানে নিম্নোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কর্মসূচী
০১	বিজিডি ডাব্লিউ এফপি ২০২০; জিএফএ ক্যাশ প্রজেক্ট।
০২	চাইল্ড প্রোটেকশন ফর রোহিঙ্গা রিফিউজি ইন কক্সবাজার, বাংলাদেশ প্রজেক্ট।
০৩	Enabling Forcibly Displaced Nationals of Myanmar and Extremely Vulnerable Host Community Members to build a safer Living Environment.
০৪	ইপসা-সেভ দ্য চিলড্রেন ইমার্জেন্সি রোহিঙ্গা রেসপন্স ইআইই প্রকল্প।
০৫	ইন্টিগ্রেটেড হিউমেনিটারিয়ান রেসপন্স টু দ্যা নিড্স অব ওলডার মেন এন্ড ওমেন।
০৬	কক্সবাজারের সংকট আক্রান্ত অঞ্চলে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা।
০৭	প্রিভেনশান এন্ড রেসপনস এক্টিভিটি ইমপ্লিমটেশান অন কাউন্টার ট্রাপিকিং ইস্যু।
০৮	ইপসা-বিজিডি রোহিঙ্গা রেসপন্স ফেজ ২ডিফাট ২০১৯ প্রকল্প , ইপসা বিজিডি-এডুকেশন ইস ইমার্জেন্সি প্রগ্রামিং অব চিলড্রেন অব রিফ্যুজি ক্যাম্পস, ইপসা বিজিডি টিএলএস এন্ড এডুকেশন প্রগ্রামিং ফর রোহিঙ্গা চিলড্রেন সেভরণ),ইপসা বিজিডি পিয়ার এডুকেশন প্রোগ্রাম ফর দ্য রোহিঙ্গা রিফ্যুজি চিলড্রেন, ইপসা এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি সাপোর্ট টু রোহিঙ্গা চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ (পুলড ফান্ড)।
০৯	হলিস্টিক রেস্পন্স টু কাউন্টার ট্রাফিকিং এন্ড চাইল্ড মেরিজ ইস্যূ ইন হোষ্ট এ্যান্ড রোহিঙ্গা কমিউনিটি ইন কক্সবাজার।

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ বিজিডি ডাব্লিউ এফপি ২০২০; জিএফএ ক্যাশ প্রজেক্ট

প্রকল্পের সময়কালঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ ইং। **দাতা সংস্থাঃ** সেইভ দা চিলড্রেন ও ওয়াল্ড ফুড প্রোগ্রাম ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার জেলা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ এমডিজি গোল - ০২ ও মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্যঃ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যাতে তারা অভুক্ত না থাকে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ৬৬১০৫ হাজার রোহিঙ্গা পরিবার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. আমরা ৬৬১০৫ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য সরবরাহ।
২. প্রতি মাসে দু'বার নিয়মিত খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।
৩. ৫৮১৯৪ পরিবার ই-শপ ও ৭৯১১ পরিবার সাধারণ খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র হতে খাদ্য গ্রহণ করছে।
৪. আগুন লাগা, ভূমিধ্বস, ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করছি
৫. আমরা ১৩ টি ই-শপ ও ৩ টি সাধারণ খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে পরিচালনা করছি।
৬. প্রতি মাসে গড়ে ২০৮৯ মেট্রিকটন চাল, ৬২৭ মেট্রিক টন ডাল ও ১৯২ মেট্রিক টন তেল বিতরণ করছি।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাবার বিতরণ।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাবার সংগ্রহ।

ই-শপের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. নিবেদিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্মী যে কোন দূরূহ কাজ সম্পন্ন করতে পারে।
২. কর্ম এলাকা হতে কমী নিয়োগ করা হলে স্থানীয় যে কোন সমস্যা সমাধান করা সহজ হয়।
৩. নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর তরুণ ও উদ্যোমী দল পরিচালনার জন্য।

২.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা-চাইল্ড প্রোটেকশন ফর রোহিঙ্গা রিফিউজি ইন কক্সবাজার, বাংলাদেশ প্রজেক্ট

প্রকল্পের সময়কালঃ ০১ জুন ২০১৯ থেকে ৩১ জুন ২০২০ ইং। **দাতা সংস্থাঃ** প্ল্যান ইন্টারন্যাশন্যাল বাংলাদেশ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলা'র রাজাপালং এবং পালংখালী ইউনিয়ন।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ কক্সবাজারে স্থানচ্যুত রোহিঙ্গা জনসংখ্যার বিশেষ কওে কিশোর-কিশোরীদেও জন্য মানসম্মত মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি ও কষ্ট হ্রাস।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ রাজাপালং এবং পালংখালী ইউনিয়নে ঝুঁকিতে রয়েছে যে সকল ছেলে-মেয়ে, সকল বয়সী নারী পুরুষ।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. ছেলে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক কিশোরী/কিশোর এবং ১৬ টি যুব ক্লাব প্রতিষ্ঠা।
২. ক্লাবের শিশু/ যুবদের জন্য তৈরী শিক্ষা উপকরণ সমূহ ক্লাব ও স্থায়ী এবং ভ্রাম্যমাণ শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রগুলোতে বিতরণ।
৩. যুবদের দ্ধারা পরিচালিত বহিঃপ্রচার এবং শিক্ষামুলক কার্যক্রম সমন্বয় করা, সহপাঠীদের কাছে বহিঃপ্রচার পরিচালনা করতে ছেলে ও মেয়ে ক্লাবগুলোকে সহযোগীতা করাসহ যোগাযোগের উপকরন তৈরী।
৪. বয়স-উপযোগী, প্রতিবন্ধী ও লিঙ্গ সংবেদনশীল বিনোদনমুলক, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া কার্যক্রম,তাদের প্রয়োজন এবং পছন্দের অগ্রাধিকার দিয়ে কিশোর-কিশোরী এবং যুবদের জন্য স্থায়ী/ভ্রাম্যমাণ শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

৫. ক্লাবের কিশোর-কিশোরীদের এবং শিশু সুরক্ষার ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রের জন্য লিঙ্গ-উপযোগী হাইজিন কিটস্ বিতরণ ।

স্থানীয় কিশোরীদের মাঝে ব্যক্তিগত হাইজেন কিট বিতরণ।

পুরুস্কার বিতরণী সভা।

চাইল্ড স্পেস সেন্টার।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় (কমপক্ষে ২/৩টি)ঃ

১. কিশোর-কিশোরী, তাদের পিতা-মাতা এবং অংশীদারদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্পের পরিকল্পিত কার্যক্রম, শিশু সুরক্ষা, কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক, লিঙ্গ ক্ষমতা এবং দূর্যোগ ঝুকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এবং বয়সভিত্তিক তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের উপকরণ সামগ্রীর উপর দক্ষতা বাড়ানো সহ, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম যেমন - ফোন কল, Whatsapps, messenger মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর বিভিন্ন তথ্য প্রচার, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যশিক্ষা উপকরণ বিতরণের জন্য ঝুকিপূর্ণ ও অধিক ঝুকিপূর্ণ বালিকা, এতিম, প্রতিবন্ধি শিশুদের তালিকা তৈরি করার জন্য ক্লাবের সদস্যদের পিতা-মাতার সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে।

২. সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক কমিটি গঠন ও শিশু বান্ধব কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব প্রদান করা। একই সাথে এই কমিটি শিশু সুরক্ষা জন্য দায়িত্ব পালন ও সাড়া প্রদান করবে।

৩.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ Enabling Forcibly Displaced Nationals of Myanmar and Extremely Vulnerable Host Community Members to build a safer Living Environment.

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ ইং। **দাতা সংস্থাঃ** সলিডার সুইস।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া উপজেলা (পালংখালী ইউনিয়ন), কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

নিদিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ জীবন যাপনের পরিবেশ তৈরী করা যাতে ঐ জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক বিপযয়, স্বাস্থ্যগত ঝুকি থেকে রক্ষা পায়।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ স্থানীয় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. আমরা শেল্টার সেক্টর ও দাতাসংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ক্যাম্প ১৪ তে ৪০৫ টি বসবাস যোগ্য বাসস্থান নির্মাণ করেছি।

২. আমরা শেল্টার সেক্টর ও দাতাসংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ক্যাম্প ১৪ তে ৩২টি সাইট ইম্প্রুভমেন্ট করেছি।

৩. উপকারভোগীদের জন্য একদিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছি, যেখানে ৮০০ জন উপকারভোগীর ও যার মধ্যে ৫০% নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছি।

৪. পালংখালী ইউনিয়নের ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে ৫ টি রাস্তা সংস্কার কাজের বিনিময়ে অর্থ প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

৫. আমরা ৪১৫ জন নির্বাচিত উপকারভোগীকে বিকাশ এর মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে অর্থ প্রদান কর্মসূচির আওতায় অর্থ প্রদান করেছি।

বাসস্থান নির্মাণ সামগ্রী বিতরণ।

পি আই ও উখিয়া কর্তৃক বাসস্থান নির্মাণ ও সাইট ইম্প্রুভমেন্ট কার্যক্রম পরিদর্শন।

আর আর আর সি কর্তৃক বাসস্থান নির্মাণ ও সাইট ইম্প্রুভমেন্ট কার্যক্রম পরিদর্শন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. সেল্টার নির্মাণ সম্পর্কে শিখেছি।
২. পাহাড় ও ভূমিধসপ্রবণ এলাকায় রাস্তা, গাইড ওয়াল এবং নালা নির্মাণ শিখেছি।
৩. রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে যথাযথ যোগাযোগ পন্থা শিখেছি।
৪. স্থানীয় জনপ্রসাশন ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা শিখেছি।
৫. সরকারি খাস জমি ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছি, যেখানে সঠিক তথ্য ও নির্দেশনার অভাবে আমরা প্রাথমিক অবস্থায় গুদাম ঘর নির্মানে বন বিভাগের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলাম।

৪.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা-সেভ দ্য চিলড্রেন ইমার্জেন্সি রোহিঙ্গা রেসপন্স ইআইই প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ ইং। **সহযোগীতায়ঃ** সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া (রাজাপালং,পালংখালী,জালিয়াপালং,খুনিয়াপালং ইউনিয়ন), টেকনাফ (হ্নীলা ইউনিয়ন) উপজেলা, কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য নিরাপদ ও অর্জনযোগ্য শিক্ষা নিশ্চিত করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ রুহিঙ্গা শিশু ও তাদের পরিবার।
প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. নতুন ৯ টি টিএলসি সংযোজন ও ৬০ হোম বেজড লার্নিং সেন্টার শুরু করা।
২. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করন ও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্যারা শিক্ষক প্রদান।
৩. শিশুদের মধ্যে ১৩০০০ ইআইই কিট, ১৩০০০ হাইজিন কিট ও ২২০০ টি উইন্টার কিট বিতরণ।
৪. ৪৩ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল এর মাধ্যমে সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ ও মূলধারার শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা।
৫. কোভিড ১৯ চলাকালীন দুর শিক্ষন চালু করা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. যথাযথ যোগাযোগের মাধ্যমে কমিউনিটিকে সচেতন করা যায়, রোহিঙ্গা কমিউনিটি পূর্বে করনা ভাইরাস ও তা প্রতিহত বিষয়ে অজ্ঞ ছিল, কিন্তু আমরা শরনার্থী শিক্ষকের মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করেছি এবং ১২০০০ অভিভাবক এখন করনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।
২. কমিউনিটি নেতা ও সরকারের সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের কাজকে সহজ করা যায়।

৫.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইন্টিগ্রেটেড হিউমেনিটারিয়ান রেসপন্স টু দ্যা নিড্স অব ওলডার মেন এন্ড ওমেন

প্রকল্পের সময়কাল ঃ ১লা জুন, ২০১৯ হতে ৩১ শে মে২০২০ ইং ।
দাতা সংস্থা ঃ হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ।
প্রকল্পের কর্মএলাকা ঃ কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের ক্যাম্প ১১,১৩ ও হোষ্ট কমিউনিটি ।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. প্রবীন ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ রেসপন্সকালীন সময়ে নিশ্চিত করা।

২. প্রবীন ব্যক্তিদের চাহিদাসমূহ পূরণে বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের সামর্থ্য নিশ্চিত করা।
৩. প্রবীন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানবিক অন্তর্ভূক্তি-আদর্শসমূহ জোরালো/শক্তিশালী করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ রুহিঙ্গা প্রবীন ব্যক্তি।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. ১৯,৯২৮ জন প্রবীন ব্যক্তিকে সাধারণ চিকিৎসা সেবার আওতায় আনা।
২. ৮,২৪০ জন প্রবীন ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মানসিক সহায়তা প্রদান করা।
৩. ১১,০৫১ জন প্রবীন ব্যক্তির প্রতিবন্ধীতার ধরণসহ অনলাইন ডাটা ডিজিটালাইজেশন করা।
৪. ৫০০ টি টয়লেট প্রবীন বান্ধবকরণ এবং ১৮ টি নতুন প্রবীন বান্ধব টয়লেট স্থাপন করা।
৫. ১০,০৫১ জন প্রবীন ব্যক্তিকে হাইজিন সামগ্রী (যেমনঃ হ্যান্ড ওয়াশ, ডিটারজেন্ট পাওডার) এবং ৫,৩৬১ জন প্রবীন ব্যক্তিকে কাপড় (”লুঙ্গি”, ”শাড়ী” ও ”থামি”) প্রদান করা।

প্রবীন ব্যক্তিদের নিকট স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ।

আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা।

করোনা সংক্রমনকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রবীন ব্যক্তিদের চাহিদা ও অভিযোগসমূহ সমন্বিতভাবে অন্যান্য সেবাপ্রদানকারীদের নিয়ে দলগতভাবে সমাধান করা।
২. প্রবীন ব্যক্তিদের অভিযোগসমূহ গোপনীয়তা বজায় রেখে বরণ করা এবং একটি মানসম্পন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে সমাধান করা হয়, যা খুবই কার্যকর।
৩. স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মীরা রোগীদের একবারে সব ঔষধ দিয়ে দেয় না। ফলে কিছুদিন পর পর রোগীরা কেন্দ্রে আসে এবং এত ঔষধের অপচয়ও রোধ হয়।

৬.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ কক্সবাজারের সংকট আক্রান্ত অঞ্চলে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৯ থেকে মে ২০২০।
দাতা সংস্থাঃ প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ।
কর্মএলাকাঃ টেকনাফ উপজেলা (টেকনাফ সদর ও হোয়াইক্যং ইউনিয়ন), কক্সবাজার জেলা।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ শিশু ও কিশোরদের মনোসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে লক্ষিত বিদ্যালয় এর ৬০০ শিশু-কিশোরদের ও পরিবারের মধ্যে শিশু সুরক্ষা প্রচার করে সমাজের দ্বায়িত্বশীল নের্তৃদের মাধ্যমে সংকট সমাধান।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ রোহিঙ্গা শিশু,কিশোর ও সাধারণ শিক্ষার্থী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. শিশুর মানশিক বিকাশ অব্যাহত রাখার জন্য ৬০০ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে খেলা-ধুলার আয়োজন করা হয়।
২. ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনিয়মিত, ঝরেপড়া ও মেধাবি কিন্তু দরিদ্র পরিবারে শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করানো হয়।
৩. শিশুদের সুরক্ষা ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য মোট ৩৫০ জন অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনামূলক ও ইতিবাচক অধিবেশন করা হয়।
৪. কমিউনিটি বেইজ্ড চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটি গঠন ও ট্রেনিং প্রদান।
৫. জনসমাবেশ এর মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা ও শিশু অধিকারের সচেতনামূলক ক্যাম্পেইন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. শিশু সুরক্ষা ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাধ্যমে বোধগম্যতা সৃষ্টি করা যায়।

২. সমাজের প্রত্যেক পরিবার প্রধান ও নের্তৃত্বস্থানীয় ও সমাজ সেবক এর মাধ্যমে শিশু সুরক্ষার সংকট দূরিকরণ সম্ভব।

৭.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রিভেনশান এন্ড রেসপনস এক্টিভিটি ইমপ্লিমটেশান অন কাউন্টার ট্রাপিকিং ইস্যু

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ ইং। **দাতা সংস্থাঃ** আই ও এম

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ মানবপাচার প্রতিরোধে স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিভিন্ন সংস্থা ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মানবপাচার সংক্রান্ত দক্ষতাবৃদ্ধি।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার ১৪টি ক্যাম্প ও ৫টি হোস্ট কমিউনিটিতে সিআইসি ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় মানবপাচার বন্ধের লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতা মূলকসভা ও প্রতিযোগিতা যেমন- উঠানবৈঠক, পথনাটক, স্কুলভিত্তিক বির্তক প্রতিযোগিতা , অভিবাসীদের নিয়ে সভা ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে।

২. এই প্রকল্পের আওতায় ক্যাম্পরে সিআইসি এবং উখিয়া উপজেলার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদেরকে মানবপাচার আইন বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

৩. এই প্রকল্পের আওতায় উখিয়া উপজেলা ৫টি ইউনিয়নে মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটির ১৭টি সভার আয়োজন করা হয়।

৪. ক্যাম্পে কর্মরত এনজিও কর্মীদের মানবপাচার বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করাহয়।

৫. উখিয়া উপজেলার কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা, শিক্ষক সমাজ ও সাংবাদিকদের মানবপাচার বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

কমিক সেশন মানবপাচার প্রতিরোধ বিষয়ক।

উপজেলা মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটির সভা।

মানবপাচার প্রতিরোধ বিষয়ক পথ নাটক।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ক্যাম্প ইনচার্জ এবং স্থানীয় জনপ্রশাসনের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন।

২. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাংবাদিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

৩. কমিউনিটির নিজস্ব/স্থানীয় সংস্কৃতিকে সম্মান করা।

৮ কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা-বিজিডি রোহিঙ্গা রেসপন্স ফেজ ২ডিফাট ২০১৯ প্রকল্প , ইপসা বিজিডি-এডুকেশন ইস ইমার্জেন্সি প্রগ্রামিং অব চিলড্রেন অব রিফ্যুজি ক্যাম্পস, ইপসা বিজিডি টিএলএস এন্ড এডুকেশন প্রগ্রামিং ফর রোহিঙ্গা চিলড্রেন সেভরণ),ইপসা বিজিডি পিয়ার এডুকেশন প্রোগ্রাম ফর দ্য রোহিঙ্গা রিফ্যুজি চিলড্রেন, ইপসা এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি সাপোর্ট টু রোহিঙ্গা চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ (পুলড ফান্ড)।

প্রকল্পের সময়কালঃ আগষ্ট ২০১৯ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০২০ ইং। **দাতা সংস্থাঃ** সেভ দ্য চিলড্রেন, ইপসা ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া (রাজাপালং,পালংখালী,জালিয়াপালং,খুনিয়াপালং ইউনিয়ন), টেকনাফ (হ্নীলা ইউনিয়ন) উপজেলা, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য নিরাপদ ও অর্জনযোগ্য শিক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ৪ থেকে ১৪ বছর বয়সী বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা শিশু এবং সাধারন শরনার্থী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

১. নতুন ৯ টি টিএলসি সংযোজন ও ৬০ হোম বেজড লার্নিং সেন্টার শুরু করা।
২. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করন ও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্যারা শিক্ষক প্রদান।
৩. শিশুদের মধ্যে ১৩০০০ ইআইই কিট, ১৩০০০ হাইজিন কিট ও ২২০০ টি উইন্টার কিট বিতরণ।
৪. ৪৩ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল এর মাধ্যমে সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ ও মূলধারার শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা।
৫. কোভিড ১৯ চলাকালীন দুর শিক্ষন চালু করা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. যথাযথ যোগাযোগের মাধ্যমে কমিউনিটিকে সচেতন করা যায়, রোহিঙ্গা কমিউনিটি পূর্বে করনা ভাইরাস ও তা প্রতিহত বিষয়ে অজ্ঞ ছিল, কিন্তু আমরা শরনার্থী শিক্ষকের মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করেছি এবং ১২০০০ অভিভাবক এখন করনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।
২. কমিউনিটি নেতা ও সরকারের সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের কাজকে সহজ করা যায়।

৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ হলিস্টিক রেস্পন্স টু কাউন্টার ট্রাফিকিং এন্ড চাইল্ড মেরিজ ইস্যূ ইন হোষ্ট এ্যান্ড রোহিঙ্গা কমিউনিটি ইন কক্সবাজার

প্রকল্পের সময়কালঃ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং থেকে আগষ্ট ২০২০ ইং। **দাতা সংস্থাঃ** উইনরক ইন্টারন্যাশনাল।
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
লক্ষ্যঃ ক্ষতিগ্রস্থ জনগনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে সচেতনতা কার্যক্রম বিশেষ মানব পাচার প্রতিরোধ ও বাল্য বিবাহ বন্ধ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি পাশাপাশি মানব পাচারের শিকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।
উদ্দেশ্যঃ

১. মানব পাচার প্রতিরোধ ও বাল্য বিবাহ বন্ধ হোস্ট এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটির মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
২. পাচারকৃত ব্যক্তি ও বাল্য বিবাহ সারভাইভারদের সহায়তা নিশ্চিতে স্টেকহোল্ডারদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।
৩. মানব পাচারের শিকার ও বাল্য বিবাহ সারভাইভারদের জন্য রেফারেল পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. মানব পাচার ও বাল্য বিবাহের শিকার নারী ও পুরষদের সমাজে ও পারিবারে গ্রহণ, সহায়তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে ধর্মীয় নেত্রীবৃন্দের সাথে সভা।
২. স্থানীয় নির্বাচিত নেতার প্রশিক্ষণ, মানব পাচার বাল্য বিবাহ এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার ঝুকিঁ ও রোধের উপায়গুলি সম্পর্কে কীভাবে তাদের নির্বাচনিদের কাছে শ্রদ্ধার সাথে যোগাযোগ করতে হবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ।
৩. মানব পাচার এবং বাল্য বিবাহের ঝুঁকি প্রশমন কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৪. সিটিসি এবং নিরাপদ মাইগ্রেশন সম্পর্কিত বার্তাগুলি সমন্বয় বৃদ্ধিও পর্যবেক্ষণের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য বিভিন্ন স্তরে সিটিসি গুলির সাথে বৈঠক করা।
৫. সেফ স্পেস এর মাধ্যমে হোস্ট এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটিকে সেফ স্পেস মাধ্যমে মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান কেইস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ও বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা।

যুব প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষনে বক্তব্য প্রদান করছেন ক্যাম্প ইনচার্জ, ক্যাম্প-১৩, উখিয়া।

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মিটিং-এ বক্তব্য প্রদান করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব, টেকনাফ।

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মিটিং-এ বক্তব্য প্রদান করছেন উপজেলা বিআরডিবি অফিসার, উখিয়া।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. উপজেলা প্রশাসন, ক্যাম্প ইনচার্জ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নেওয়ার্ক শক্তিশালী থাকলে কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করা যায় এবং চ্যালেন্জ মোকাবেলা সহজ হয়।

২. ক্যাম্প পর্যায়ে সার্ভিস ম্যাপিং এর মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজ হয়।

৩. স্টেকহোল্ডারদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে ভিকটিম/সার্ভাইভারদের চিহ্নিত করা ও সেবা প্রদান সহজ হয়।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সাড়াদান ও প্রতিরোধে ইপসা'র কার্যক্রম

গত ৮ মার্চ, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়। ৮ মার্চ ২০২০ইং, ইপসা সিনিয়ার ম্যানেজমেন্ট টীমের কর্মকর্তাবৃন্দ কোভিড -১৯ প্রস্তুতি বিষয়ক একটি সভায় মিলিত হন। সভায় স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। কোভিড-১৯ মহামারীতে রেসপন্স করার জন্য ইপসা'র প্রতিটি অফিসকে প্রস্তুত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। কোভিড-১৯ মহামারীতে ইপসা'র কর্তৃক গৃহিত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো

১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ মহামারি কোভিড-১৯ সাড়াদান ও প্রতিরোধে ইপসা'র কার্যক্রম

প্রকল্পের সময়কালঃ মার্চ ২০২০ ইং থেকে চলমান **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা (নিজস্ব ফান্ড) ও বিভিন্ন দাতা সহযোগী প্রতিষ্ঠান
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ কোভিড-১৯ এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, পরিবারের পাশে দাড়ানো ও মানবিক সহায়তা প্রদান। অসহায়, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি ও পরিবারকে করোনাভাইরাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা ও এটি প্রতিরোধের কৌশল সর্ম্পকে অবহিত করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কম-আয়ের জনগোষ্ঠি, আদিবাসি, প্রতিবন্ধি ব্যক্তি, অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি, দিনে এনে দিনে খাওয়া জনগোষ্ঠি, নারী কেন্দ্রিক পরিবার ও অভিবাসী।
প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. প্রচারাভিযান ও সচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইপসা'র কর্ম এলাকায় (চট্টগ্রাম বিভাগে) কোভিড-১৯ সচেনতার উপর লিফলেট ও স্টিকার বিতরণ করছে।
২. কমিউনিটি রেডিও "সাগরগিরি এফএম ৯৯.২" ও ইন্টারনেট রেডিও "রেডিও দ্বীপ" এ নিয়মিত সচেতনতা কার্যক্রম প্রচার করছে।
৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ইপসা'র সকল স্টাফদের এক দিনের বেতন প্রদান করা হয়েছে।
৪. এই পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ, দরিদ্র ও অসহায় পরিবারকে খাদ্য (চাউল, ডাল, তেল, সুজি, চিনি, আলু) ও সুরক্ষা সামগ্রী (কাপড় ধোয়ার সাবান, গায়ে মাখার সাবান, ওয়াশিং পাউডার, হ্যান্ড ওয়াশ, মাস্ক) বিতরণ করা হয়েছে।
৫. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি হ্যান্ড মাইক, গ্লাভস, হাত ধোয়ার সাবান, মাস্ক, হ্যান্ডওয়াশ ও জীবাণুনাশক পানি ছিটানোর যন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।
৬. প্রায় ৫০০ পরিবারকে ৫ হাজার টাকা করে বিকাশের মাধ্যমে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
৭. প্রান্তিক কৃষকদের কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করা হয়েছে। লকডাউন পরিস্থিতিতে টাটকা ফসল সরাসরি সংগ্রহ করতে পারায় ভোক্তারা যেমন খুব সন্তুষ্ট ছিলেন তেমনি কৃষকদের ছিল হাসিমাখা মুখ। কৃষকদের উৎপাদিত সকল ফসল বিক্রি হয়ে যাওয়ায় তারা উপযুক্ত মূল্য পেয়ে বিপুল অংকের ক্ষতি থেকে বেঁচে যায়।
৮. প্রায় ৬০ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের মাঝে খাদ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ সচেনতার উপর ইপসা'র লিফলেট।

সামাজিক দূরুত্ব বজায় রেখে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষ্য সামগ্রি বিতরণ

সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড অফিসে স্বাস্থ্য সুরক্ষ্য সামগ্রি বিতরণ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. সামাজিক দূরুত্ব বজায় রেখে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষ্য সামগ্রি বিতরণ কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়।
২. ত্রাণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

লিংক অরগানাইজেশন সমূহ

লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা- আইআরসিডি

২০০৫ সালে ইপসা প্রতিষ্ঠা করে ইনফরমেশন, কমিউনিকেশন এন্ড টেকনোলজি রিসোর্স সেন্টার অন ডিজেবেলিটি (আইআরসিডি)। এই লিংক অরগানাইজেশনটির মিশন হল তথ্য-প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরী করা ও তাদেও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। । বর্তমানে, ইপসা আইআরসিডি নিম্নোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	ইপসা-আইআরসিডি পরিচালিত কর্মসূচী সমূহ
০১	আক্সেসিবল রিডিং ম্যাটেরিয়ালস ফর দি স্টুডেন্টস উইথ ভিসুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট।
০২	কেপাসিটি বিল্ডিং একটিভিটিস ইন বাংলাদেশ ফর দা প্রডাকসন অফ বুক্স ইন আক্সেসিবল ফরম্যাটস।
০৩	এম্পাওারিং ওয়মেন উইথ দিসাবিলিটিস থ্রু মার্কেট দ্রিভেন আইসিটি এন্ড আক্সেসিবল ইনফরমেশন অন এসআরএইছআর।
০৪	এস্ত্রেংথেনিং দি আইসিটি এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর পারসন্স উইথ ডিসএবিলিটিস ইন চট্টগ্রাম।
০৫	আক্সেসিবল রিসোরস সেন্টার ইন দি সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ফর ভিসুয়ালি ইম্পেয়ার স্টুডেন্টস এট দি ইউনিভার্সিটি অফ চিটাগাং।
০৬	ডেভলপিং ডেইজি স্ট্যান্ডার্ড ডিজিটাল টকিং বুকস।

১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ আক্সেসিবল রিডিং ম্যাটেরিয়ালস ফর দি স্টুডেন্টস উইথ ভিসুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট

প্রকল্পের সময়কালঃ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ইং থেকে আগষ্ট ২০১৯ ইং। **দাতা সংস্থাঃ** অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন, ঢাকা।
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
লক্ষ্যঃ আক্সেসিবল ফরম্যাটে বই সরবরাহ করে ছাত্রদের তাতখনিক চাহিদা পুরন করা।
উদ্দেশ্যঃ

১. উচ্চ শিক্ষার জন্য ডিজিটাল টকিং বই প্রস্তুত করা।
২. ছাপা প্রতিবন্ধিদের নিকট সামগ্রী সমূহ বিতরন করা।
৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের মধ্যে শিক্ষা উপকরন পরতে পারার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
৪. প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠিঃ দৃষ্টি ও শিক্ষা প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী।
প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ২০০০ শিক্ষার্থী এই প্রকল্প থেকে সরাসরি উপকৃত হয়েছে।
২. দশটি প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে।
৩. এই প্রকল্পটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি ডেইজি ফর্ম্যাটে পেতে সক্ষম করেছে।
৪. এটি উপকারভোগীদের আক্ষরিক জ্ঞানকে বাড়িয়েছে যা তাদের লক্ষ্য এবং জীবনের লক্ষ্য অর্জনে আরও আত্মবিশ্বাসী করেছে।
৫. এটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনা অনুসরণে অনুপ্রাণিত করেছে এবং ড্রপ-আউট হার হ্রাস পেয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. অ্যাক্সেসযোগ্য উপকরণগুলির প্রকৃত চাহিদা বিবেচনা করে বাংলাদেশে এই ধরণের প্রকল্পের নিয়মিত প্রয়োজন।

২. রিয়েলটাইমে অ্যাক্সেসযোগ্য সামগ্রী সংরক্ষণ এবং বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশে একটি অনলাইন অ্যাক্সেসযোগ্য বইয়ের লাইব্রেরির জরুরী প্রয়োজন।

২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ কেপাসিটি বিল্ডিং একটিভিটিস ইন বাংলাদেশ ফর দা প্রডাকসন অফ বুক্স ইন আক্সেসিবল ফরম্যাটস

প্রকল্পের সময়কালঃ আগষ্ট ২০১৯ ইং থেকে নভেম্বন ২০১৯ ইং। **দাতা সংস্থাঃ** ওয়াইপো।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোর্সে অধ্যয়নরত ভিজুয়াল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য ফর্ম্যাটে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা।
২. শিক্ষার্থীদের অ্যাক্সেসযোগ্য ফর্ম্যাটে বই পড়ার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অ্যাক্সেসযোগ্য পঠন ডিভাইস বিতরণ করা।
৩. অ্যাক্সেসযোগ্য পঠন ডিভাইসগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠিঃ দৃষ্টি ও শিক্ষা প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ১৭০ টি পাঠ্যপুস্তক (৩৫,০০০ পৃষ্ঠা) অ্যাক্সেসযোগ্য ফর্ম্যাটে তৈরি করা হয়েছে।
২. দৃষ্টি ও শিক্ষা প্রতিবন্ধি সহ ১০০ জন শিক্ষার্থী অ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক অ্যাক্সেসযোগ্য বই রিডিং ডিভাইস পেয়েছে।
৩. দৃষ্টি ও শিক্ষা প্রতিবন্ধি ২০০ শিক্ষার্থী অ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক অ্যাক্সেসযোগ্য বুক রিডিং ডিভাইস ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল।
৪. সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রভাবিত করার জন্য কেস স্টাডিজ উপলব্ধ করা হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. অ্যাক্সেসযোগ্য উপকরণগুলির প্রকৃত চাহিদা বিবেচনা করে বাংলাদেশে এই ধরণের প্রকল্পের নিয়মিত প্রয়োজন।
২. রিয়েলটাইমে অ্যাক্সেসযোগ্য সামগ্রী সংরক্ষণ এবং বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশে একটি অনলাইন অ্যাক্সেসযোগ্য বইয়ের লাইব্রেরির জরুরী প্রয়োজন।

৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ এম্পাওারিং ওয়মেন উইথ দিসাবিলিটিস থ্রু মার্কেট দ্রিভেন আইসিটি এন্ড আক্সেসিবল ইনফরমেশন অন এসআরএইছআর।

প্রকল্পের সময়কালঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে আগষ্ট ২০১৯ ইং **দাতা সংস্থাঃ** ই এম কে সেনটার, ঢাকা।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্রগ্রাম ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ

প্রতিবন্ধী মহিলাদেরকে বাজারজাত চালিত আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (এসআরএইচআর) সম্পর্কিত পর্যাপ্ত অ্যাক্সেসযোগ্য তথ্যমূলক উপকরণ সরবরাহ করে সন্তোষজনক পেশাদার ও ব্যক্তিগত জীবনের জন্য প্রস্তুত করা।

উদ্দেশ্যঃ

১. প্রতিবন্ধী ২০ জন মহিলাকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান।
২. যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (এসআরএইচআর) এ অ্যাক্সেসযোগ্য সম্পূর্ণ পাঠ্য সম্পূর্ণ অডিও মাল্টিমিডিয়া সামগ্রী উৎপাদন করা।

প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠিঃ দৃষ্টি ও শিক্ষা প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. প্রতিবন্ধী ২০ জন মহিলা বাজারচালিত আইসিটি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন যা তাদের প্রয়োজনীয় কাজের পাশাপাশি আইসিটি জ্ঞান প্রয়োজন এমন যে কোনও কাজের জন্য আবেদন করতে সক্ষম করেছে।

২. প্রতিবন্ধী সমস্ত মহিলার কেস স্টাডি সহ একটি অনলাইন ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে যারা প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল।

৩. সমস্ত প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারীরা এখন যথাযথ সুযোগ এবং ব্যবস্থা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে তাদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং স্থানান্তর করতে সক্ষম।

৪. এই প্রকল্পের আওতায় তৈরী করা সমস্ত এসআরএইচআর বিষয়বস্তু ১০০ প্রতিবন্ধী মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৫. এসআরএইচআর বিষয়বস্তু ব্যাপক প্রচারের জন্য অনলাইন পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।

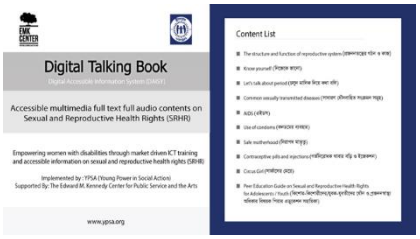

ডিজিটাল টকিং বুক কভারেজ

অ্যাক্সেসযোগ্য এসআরএইচআর সামগ্রী বিতরণ।

প্রতিবন্ধী মহিলাদের জন্য আইসিটি প্রশিক্ষণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের জন্য প্রথম ছিল যা প্রতিবন্ধী মহিলাদের প্রচলিত আইসিটি এবং এসআরএইচআর সমস্যাগুলির সমাধান করেছে। আমরা বিভিন্ন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (এসআরএইচআর) ইস্যুতে পাঠ্য বিষয়বস্তু তৈরি করেছি, তবে সম্ভাব্য সমস্ত সুবিধাভোগীর কাছে এসব পৌঁছানো একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হবে। তদ্ব্যতীত, সীমিত সংস্থান এবং সময়ের কারণে আমরা অনেক প্রতিবন্ধী মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হইনি যারা বাছাই প্রক্রিয়া চলাকালীন তাদের আগ্রহ দেখিয়েছিল। আমরা যদি এটি করতে পারতাম তবে প্রভাবটি আরও অনেক বেশি হত।

৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ এস্ট্রেংথেনিং দি আইসিটি এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর পারসন্স উইথ ডিসএবিলিটিস ইন চট্টগ্রাম

প্রকল্পের সময়কালঃ এপ্রিল ২০১৯ থেকে জানুয়ারি ২০২০ ইং। **দাতা সংস্থাঃ** জার্মান আম্বেসি, ঢাকা।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ

ইপসা-আইআরসিডি কে অত্যাধুনিক সামগ্রি দিয়ে সজ্জিত করা।

উদ্দেশ্যঃ

১০০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি কে পর্যাপ্ত উপকরণ, সুবিধা এবং নির্দিষ্ট ফলাফল-কেন্দ্রিক, বাজার-পরিচালিত আইসিটি প্রশিক্ষণ ও চাকুরী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠিঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ইপসা-আইআরসিডি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইসিটি এবং রিসোর্স সেন্টার) অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং সরঞ্জামগুলিতে সজ্জিত।

২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুবিধাগুলি যেমন এমএস উইন্ডোজ বেসিক, এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, এমএস পাওয়ারপয়েন্ট, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ই-মেইল প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩. ১০০ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি বাজার-পরিচালিত আইসিটি এবং অ্যাক্সেসযোগ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল।

৪. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা চাকরী স্থাপনের সুবিধার্থে পাচ্ছে।

৫. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা এই সুবিধার মাধ্যমে অধ্যয়নের সামগ্রী এবং উপকরণগুলি অ্যাক্সেস করছে। উদাহরণস্বরূপ, ডেইজি টকিং বুকস, অধ্যয়নের উপকরণ তৈরি করার জন্য ওসিআর, ইলেক্ট্রনিক বুকমেকিং এবং রিডিং, জস, এবং এনভিডিএ

সফ্টওয়্যার, এবং তারা স্ক্রিনরাইডারের মাধ্যমে এবং ইপসা দ্বারা তৈরি অ্যাক্সেসযোগ্য অভিধানের ব্যবহারের জন্য অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে স্মার্টফোনের ব্যবহারও শিখেছে।

৬. একটি ব্রেইল প্রিন্টিং সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা ব্রেইল ফর্ম্যাটে তাদের পাঠ্যপুস্তক এবং ক্লাস নোট রাখার সুযোগ পাচ্ছে।

জার্মান রাষ্ট্রদূত কে ইপসা-আইআরসিডি সম্পর্কে অবহিত করছেন, ইপসা'র প্রধান নির্বাহী।

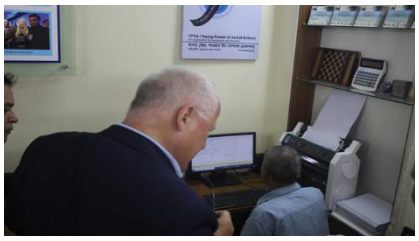

সংস্কারকৃত ইপসা-আইআরসিডি ব্রেইল প্রিন্টার।

আইসিটি প্রশিক্ষণার্থী

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

প্রকৃত চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশে আরও এইধরনের অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজন।

৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ আক্সেসিবল রিসোরস সেন্টার ইন দি সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ফর ভিসুয়ালি ইম্পেয়ার স্টুডেন্টস এট দি ইউনিভার্সিটি অফ চিটাগাং

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ ইং। **দাতা সংস্থাঃ** একে খান ফাউন্ডেশন।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষায় সমান অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্যঃ

১. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অ্যাক্সেসযোগ্য রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা।
২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব অধ্যয়ন উপকরণ তৈরি করা।
৩. ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশ করা।

প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠিঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অধ্যয়ন উপকরণের প্রয়েজিনীয়তা উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।
২. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে ওরিয়েন্টশন দেওয়া হয়েছে।
৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ ১ টি রিসোর্স সেন্টার তৈরি করা হয়েছে।
৪. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়েছে।
৫. ২৫ টি ব্রেইল বই এবং ১০০ টি দেইযি বই তৈরি করা হয়েছে।
৬. ৬০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী আইসিটি ভিত্তিক দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ পেয়েছে।
৭. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বিভিন্ন অ্যাক্সেসযোগ্য এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব অধ্যয়নের উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
৮. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসোর্স সেন্টারের প্রচারের জন্য ২০০০ টি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাক্সেসযোগ্য-ই-লার্নিং-সেন্টার-উদ্বোধন।

অ্যাক্সেসযোগ্য-ই-লার্নিং-সেন্টার

অ্যাক্সেসযোগ্য-ই-লার্নিং-সেন্টারে প্রশিক্ষণ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

এই ধরণের উদ্যোগ তৃতীয় স্তরে অধ্যয়নরত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের একাডেমিক এবং পেশাদার দক্ষতার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে।

৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ডেভলপিং ডেইজি স্ট্যান্ডার্ড ডিজিটাল টকিং বুকস

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারি ২০২০ থেকে মার্চ ২০২০ ইং **দাতা সংস্থাঃ** মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ

ডেইজি স্ট্যান্ডার্ড ডিজিটাল টকিং বই তৈরি করে দৃষ্টি, মুদ্রণ এবং শিক্ষা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্যঃ

১. ডেইজি স্ট্যান্ডার্ড ডিজিটাল টকিং বুক ফর্ম্যাটে ৪৫৩৬ পৃষ্ঠা (১৩ টি শিরোনাম) উপকরণ তৈরি করা।
২. অংশীদার লোগো এবং প্রাসঙ্গিক সফ্টওয়্যার এবং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল সমন্বয়ে ৪ কালার কভার পৃষ্ঠায় ৫০০ ডিভিডি'র উৎপাদন করা।
৩. দৃষ্টি, মুদ্রণ এবং শিক্ষা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব অধ্যয়ন উপকরণ তৈরি করা।

প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠিঃ দৃষ্টি, মুদ্রণ এবং শিক্ষা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. দৃষ্টি, মুদ্রণ এবং শিক্ষা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা ডেইজি স্ট্যান্ডার্ড ডিজিটাল টকিং বুক ফর্ম্যাটে পাঠ্য সামগ্রী পাচ্ছে।
২. যে সমস্ত বই উৎপাদিত হয়েছে সেগুলি ডেইজি স্ট্যান্ডার্ড-৩' র সাথে সম্মতিযুক্ত।
৩. যে সমস্ত বই উত্পাদিত হয়েছে সেগুলি এফএস রিডার, ডিডি রিডার, কোটা ডেইজি রিডার, স্মার্টফোন, কম্পিউটার এবং এমপি থ্রি প্লেয়ারের মাধ্যমে চলনযোগ্য।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. অ্যাক্সেসযোগ্য উপকরণগুলির প্রকৃত চাহিদা বিবেচনা করে বাংলাদেশে এই ধরণের প্রকল্পের নিয়মিত প্রয়োজন।
২. রিয়েলটাইমে অ্যাক্সেসযোগ্য সামগ্রী সংরক্ষণ এবং বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশে একটি অনলাইন অ্যাক্সেসযোগ্য বইয়ের লাইব্রেরির জরুরী প্রয়োজন।

লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা- সেন্টার ফর ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট-সিওয়াইডি

ইপসা-সিওয়াইডি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ দক্ষতা ও নের্তৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে যুবদের ব্যক্তিক উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ। ইপসা-সিওয়াইডি কর্তৃক সম্পাদিত গত একবছরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনা করা হল।

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তথ্যের প্রবেশগম্যতা যাচাই

প্রকল্পের সময়কালঃ ২৬ খেকে ২৮ অক্টোবর ২০১৯ ইং । **দাতা সংস্থাঃ** এরিয়োনা স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ এবং মিশন পাবলিক।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া উপজেলা (রোহিঙ্গা ক্যাম্প), কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তথ্য ও ইন্টারনেটের দক্ষতা ও প্রবেশগম্যতা যাচাই।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. ক্যাম্প এরিয়াতে মোবাইল নেটওর্য়াক ও ইন্টারনেটের প্রবেশগম্যতা নেই।
২. অনেকে বিভিন্নভাবে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন।
৩. যুবদের মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি, তারা ইন্টারনেট বলতে ফেসবুক কে বুঝে।
৪. পুরুষদের তুলনায় নারীদের মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনেক কম।
৫. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মোবাইল ও ইন্টারনেটের ব্যবহারের অবাধ এবং প্রবেশগম্যতা চাই।

এফজিডির মাধ্যমে তথ্যের প্রবেশগম্যতা যাচাই

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অভিমত শেয়ার

সার্ভেয়ার টিমকে অরিয়েন্টশন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. অনেক রোহিঙ্গা তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না মোবইল নেটওর্য়াক ও ইন্টারনেটের প্রবেশগম্যতা না থাকায়।
২. অনেক রোহিঙ্গা যুব খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ তাদেও দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

২.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ বিভিন্ন দিবস উদযাপন (আন্তর্জাতিক যুব দিবস, জাতীয় যুব দিবস, স্বেচ্ছাসেবক দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস)

প্রকল্পের সময়কালঃ চলামান **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার।

কর্মসূচীর লক্ষ্যঃ দিবস উদযাপনের মাধ্যমে যুবরে মধ্যে আর্ন্ত-সর্ম্পক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ যুব ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তা।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে ইপসা র‍্যালী, বৃক্ষ রোপন, আলোচনা সভার আয়োজন করে। ৪০০ মত যুব এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এবং দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করে।
২. জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে ইপসা র‍্যালী, বৃক্ষ রোপন, ব্লাড গ্রুপিং, রেডিও সাগর গিরিতে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। ৬০০ মত যুব এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এবং দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করে। সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে এই দিবস উদযাপন করা হয়।

৩. আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উপলক্ষে ইপসা র‍্যালী, আলোচনা সভা ও ব্লাড গ্রুপিং এর আয়োজন করে। ২০০ মত যুব এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এবং দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করে।

৪. করোনা প্রতিরোধে যুবদের করনীয় শীর্ষক এক ফেসবুক লাইভ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। এই লাইভ প্রোগ্রামে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুবরা অংশগ্রহণ করেন। করোনা প্রতিরোধে তাদের অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় করনীয় বিষয়ে আলোচনা করেন।

৫. বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষে এক ফেসবুক লাইভ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। এই লাইভ প্রোগ্রামে বিভিন্ন দেশ থেকে যুব নেতারা অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে তাদের অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় করনীয় বিষয়ে আলোচনা করেন।

জাতীয় যুব দিবস ২০১৯ উপলক্ষে র‍্যালি।

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষে এক ফেসবুক লাইভ প্রোগ্রাম।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. যুবদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ দিলে ওরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ও সম্মানবোধ করে।

২. অনেক যুব অনেক দক্ষ, অভিজ্ঞ ও আগ্রহী। তাদের দক্ষতাকে বিকাশ করতে হবে এবং পিছিয়ে পরা যুবগোষ্ঠিকে সমান সুযোগ করে দিতে হবে।

লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা- ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার-ডিআরসি

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা ডেভেলপম্যান্ট রির্সোস সেন্টার-ডিআরসি

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা **প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** ইপসা প্রধান কার্যালয়।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাজের পাশাপাশি নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আত্মোন্নয়নের জন্য ইপসা ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার নানামুখি আয়োজনের মাধ্যমে উন্নয়নকর্মীদের মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও বিকাশ ঘটাবে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ইপসা'র উন্নয়ন র্কমীদের পাশাপাশি চট্টগ্রামে কর্মরত অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়নকর্মীরা

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন
২. দিবস পালন ও ইস্যু ভিত্তিক কর্মসূচি আয়োজন
৩. DRC নিয়মিত মান উন্নয়ন।
৪. আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ ইং বিশেষভাবে আয়োজন।
৫. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়, আলোচনা ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন।

বঙ্গবন্ধু কর্ণারে রক্ষিত বিশেষ স্বাক্ষর বোর্ডে স্বাক্ষর করছেন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী সহ সিনিয়র কর্মকর্তারা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ ইং উদযাপন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. অনেকের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠছে।
২. ডিআরসি'র কাজের মানন্নোয়ন হয়েছে। ডিআরসি' কার্যক্রম পরিদর্শন করে 'আলোঘর' প্রকাশনা থেকে বই অনুদান প্রদান করেছে।
৩. বিভিন্ন দিবস আয়োজনের মাধ্যমে সহকর্মীদের সাথে সর্ম্পক উন্নয়ন ঘটে।

লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা- পরিচালিত স্কুল সমূহ

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, কাজী পাড়া শিশু নিকেতন, আলেকদিয়া শিশু নিকেতন।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৯৯৮ হতে চলমান **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা (নিজস্ব ফান্ড)

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. মনোরম ও নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুবান্ধব স্কুল ক্যাম্পাস পরিচালনা করা।
২. মেধাবী ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পাঠদান ।
৩. প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল ধর্মের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের উপযুক্ত করে তোলা।
৪. অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং তাদের সুপরামর্শ ও গঠনমূলক সমালোচনা
৫. আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করে সময়ের প্রয়োজনে যুগপোযোগী শিক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ শিক্ষার্থী ও অভিভাবক।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন ভাবে আবকাঠামো তৈরী ও অবকাঠামোর মান উন্নয়নকরা হয়েছে।
২. এভারগ্রীন স্কুলে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ১২০. কাজী পাড়া স্কুলে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ২১৫ এবং আলেকদিয়া স্কুলে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ১৩৫।
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন বেঞ্চ ক্রয়ের মাধ্যেমে শিক্ষা উপযোগী করা হয়েছে।
৪. আয় বৃদ্ধি হয়েছে।
৫. স্কুল মনিটরিং টীম গঠনের মাধ্যেমে স্কুল পরিচালনা হয়েছে।
৬. স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

এভারগ্রীণ ইন্টারন্যাশনালের শিক্ষার্থীরা শরীরচর্চা করছে।	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ।	ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীরা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. ছাত্রছাত্রীদের মূল শিক্ষার পাশিপাশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে।
২. সৃজনশীল ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান শিক্ষার্থীদের মাঝে আনন্দ যোগায়।
৩. শিশুদের মাতৃস্নেহে শিক্ষাদান করলে তারা পড়ালেখায় মনোযোগি হয় ও ভালো ফলাফল করে।

লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা- রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনামঃ রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান

দাতাসংস্থাঃ উদোক্তা সংস্থা ইপসা ,পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, বিএনএন আরসি,গনস্বাক্ষরতা অভিযান,রুপান্তর, ইউনেসেফ,হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারনেশন্যাল, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ইউএসএইড বাংলাদেশ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুণ্ড ,মিরসরাই ,সন্দীপ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা ।
- স্থানীয় পর্যায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।
- স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র অর্থায়নের কার্যকরিতা ও ইতিবাচক দিক এবং ঋনের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষেমতা তৈরীতে সহায়তা করা।
- সম্প্রচার এলকার সার্ভিক সমন্বিত উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কাজ করা।
- সৃজনশীল কর্মদ্যোগকে সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র নৃ জনগোষ্ঠী মান উন্নয়নে কাজ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কৃষক, শ্রমিক, ধনী, দরিদ্র, পেশাজীবি, মৎস্যজীবি, আদিবাসী নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোর সহ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. সমস্প্রচার এলাকার প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ লোক কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার, পরিবেশ, আবহাওয়া, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা , ক্ষুদ্র ঋণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে।

২. ২ লক্ষ জন কৃষক কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে।

৩. সমুদ্র উপকুলের মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারে জেলেদের মাঝে স্থানীয় ভাষায় সতর্ক সংকেত পাঠানো হছে এবং উপকুলীয় জেলেরা আত্নরক্ষার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৪. এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দূর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৫. ৩ লক্ষ সংখ্যক নারী তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. ১ লক্ষ শিশু কিশোর ও ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান শুনতে পারছে এবং এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং বিভিন্ন সৃজনশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তা বাড়ছে।

৭. সার, বীজ, কীটনাশক সহ স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত কৃষি পন্য ও অন্যান্য দ্রব্যের বাজার মূল্য সম্পর্কে উৎপাদনকারীরা সহজেই জানতে পারছে।

৮. স্থানীয় জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র ঋণ সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছে।

৯. বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সাক্ষাৎকার গ্রহন।

রেডিও শ্রোতাদের/স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয় সভা।

রেডিও স্বেচ্ছাসেবকদের অনুষ্ঠান পরিবেশন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দূর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারা।

২. বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। যে কোন দূর্যোগ যেমন কোভিড ১৯ এর সময় মানুষের জরুরি প্রয়োজনে তাদেরকে যথাসময়ে তাদেরকে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া।

লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা- ইন্টারনেট রেডিও দ্বীপ

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনামঃ ইন্টারনেট রেডিও দ্বিপ

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান

দাতাসংস্থাঃ উদোক্তা সংস্থা ইপসা ,পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, বিএনএন আরসি,গনস্বাক্ষরতা অভিযান,রুপান্তর, ইউনেসেফ,হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারনেশন্যাল, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ইউএসএইড বাংলাদেশ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ বিশ্বব্যাপী।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা ।
- স্থানীয় পর্যায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।
- স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র অর্থায়নের কার্যকরিতা ও ইতিবাচক দিক এবং ঋনের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষেমতা তৈরীতে সহায়তা করা।
- সম্প্রচার এলকার সার্ভিক সমন্বিত উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কাজ করা।
- সৃজনশীল কর্মদ্যোগকে সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র নৃ জনগোষ্ঠী মান উন্নয়নে কাজ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কৃষক, শ্রমিক, ধনী, দরিদ্র, পেশাজীবি, মৎস্যজীবি, আদিবাসী নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোর সহ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. সমুদ্র উপকুলের মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারে জেলেদের মাঝে স্থানীয় ভাষায় সতর্ক সংকেত পাঠানো হছে এবং উপকুলীয় জেলেরা আত্নরক্ষার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২. এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দূর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৩. বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।

৪. করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক তথ্যাদি প্রচারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

ইন্টারনেট রেডিও দ্বীপ এর কথা বন্ধু প্রেগ্রাম সম্প্রচার করছেন।

ইন্টারনেট রেডিও দ্বীপ এর লুগু।

ইন্টারনেট রেডিও দ্বীপ এর বিভিন্ন কনটেন্ট।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

১. এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দূর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারা।

২. বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। যে কোন দূর্যোগ যেমন কোভিড ১৯ এর সময় মানুষের জরুরি প্রয়োজনে তাদেরকে যথাসময়ে তাদেরকে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া।

৩. প্রান্তিক ও বিছিন্ন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির ভয়েস বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপনে ইন্টারনেট রেডিও খুব কার্যক্রর মাধ্যম।

লিংক অরগানাইজেশনঃ ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, সীতাকুন্ড ও চট্টগ্রামে ৪টি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

লক্ষ্যঃ সংস্থার নিজস্ব ও সমমনা সংগঠনের উন্নয়ন কর্মীদের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্যঃ

- কর্মীদের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য উপযুক্ত করে তোলা

লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ

উন্নয়ন কর্মী এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী।

সুযোগ সুবিধাসমুহ ঃ

- ৩০ আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কক্ষ (এসি ও নন- এসি, সীতাকুন্ড)।
- ২৫ আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কক্ষ (এসি ও নন-এসি, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।
- ২৭ শয্যা বিশিষ্ট ডরমেটরী (প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।
- ০৮ শয্যা বিশিষ্ট ভি আই পি কক্ষ।
- ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডরমেটরী এবং ৪টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অতিথি রুম (সীতাকুন্ড)।
- ৩০ আসন বিশিষ্ট উম্মোক্ত আলোচনা কক্ষ (প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সুবিধা । সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ,মোবাইল সহ ফোন সুবিধা, ফটোকপি সুবিধা।
- অডিও ভিজ্যুয়াল সুবিধা (টিভি, ভিডিও ওএইচপি, ডিভিডি)
- প্রজেক্টর ও মাল্টিমিডিয়া।
- ই-মেইল ও ইন্টারনেট সুবিধা।

উল্লেখ্য চটগ্রাম শহরে অবস্থিত মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রটি কোভিড-১৯ এর কারণে সাময়িক বন্ধ রয়েছে।

প্রকল্পের অর্জনঃ

১. সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষন পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।
২. বিভিন্ন পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঠ পরির্দশনের সহযোগিতা করা।
৩. প্রশিক্ষন কেন্দ্রসমূহে ৭৩ টি প্রশিক্ষন ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম

মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সীকাকুন্ড, চট্টগ্রাম

মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের একটি প্রশিক্ষন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে প্রশিক্ষণ সেন্টারের বিকল্প নেই।
২. বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সহযোগিতা করার জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা রাখা।

ইপসার ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ

ইপসা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৬ থেকে ৫ বছর মেয়াদী ৪র্থ কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে। এ পরিকল্পনার আওতায় ইপসা জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত বিগত এক বছর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার ও সুশাসন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছে। এ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত শিখন, অভিজ্ঞতা, মাঠ পর্যায়ের চাহিদা, বর্তমান পরিস্থিতি, ইপসার সক্ষমতা এবং সর্বোপরি ৪র্থ কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে আগামী এক বছরের জন্য চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

- ইপসার উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করা।
- জনগোষ্ঠীর ধরন, বয়স এবং চাহিদা নিরিখে পৃথক কায্যক্রম গ্রহণ করা যেমন: বয়স্ক জনগোষ্ঠী, যুব সম্প্রদায়, শিশু এবং কিশোর কিশোরী।
- কক্সবাজারের অবস্থানরত বাস্তুচ্যূত মায়ানমার নাগরিক এবং আশ্রয়প্রদাণকারী (স্থানীয়) জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ গ্রহণ।
- ইপসার কর্ম এলাকাকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিন্যাস্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন। কুমিল্লাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ বলয় তৈরী করা।
- সীতাকুণ্ড ও মীরসরাই উপজেলায় কমিউনিটি ভিত্তিক ইকোটুরিজম প্রকল্পকে বিস্তার করা ।
- চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, মীরসরাই উপজেলা ও ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা'র অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর কে কেন্দ্র করে বিশেষ প্রকল্প গ্রহন।
- চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ।
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরো শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করতে একটি পৃথক আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইউনিট চালু করা।
- সচেতনতা, এডভোকেসী এবং তথ্য প্রবাহকে আরো বেগবান করতে সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।
- ইপসা পরিচালিত কমিউনিটি রেডিও "সাগর গিরি" ইন্টারনেট "রেডিও দ্বীপ" এর কার্যক্রম, পরিধি এবং ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা।
- কমিউনিটি পর্যায়ে আইপি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ ।
- শিক্ষা ও গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে নলেজ ভিত্তিক কেন্দ্র স্থাপন করা। যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তর করা।
- ই-কমিউনিকেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিগ ডাটা বিষয়গুলো প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং এই বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করা।
- করোনাভাইরাস এর বিস্তার প্রতিরোধ ও কর্মীদের স্বাস্থ্য সর্তকতা বিষয়গুলো সব প্রকল্প/কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার দেওয়া।